চতুর্দ্দশ বর্ষ [১৩৩৩] দ্বিতীয় উপন্যাস

শ্রীদানেন্দ্র কুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার ত্র্যধিক-শততম খণ্ড

(১০৩ নং)

উড়ো-সঙ্কট

[প্রথম সংস্করণ]

"মানসী" প্রেস
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্রাহক হইবার ঠিকানা—
'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয় ;
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য একটাকা চারি আনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৃহ হইতে বিতাড়িত

ডিসেম্বর মাস। খৃষ্টোৎসব আসন্নপ্রায়। আকাশে বাতাসে তুষারবর্ষণে ও কুজ্ঝটিকার আবরণে উৎসবানন্দের আভাস অনুভূত হইতেছে। নগরের দোকানগুলি নানা পণ্যে সুসজ্জিত; নাগরিকবর্গ বাজারে বাজারে ঘুরিয়া প্রিয়জনের জন্য বিবিধ উপহার দ্রব্য ক্রয় করিতেছে; অনেকেরই হাতে, বগলে, কাঁধে এক একটা বোঁচ্‌কা। নানাবিধ ফলের দোকানে, হাঁস ও মুরগীর দোকানে অসম্ভব ভীড়!

খৃষ্টোৎসব-সমাগম সম্ভাবনায় নগরবাসিগণের হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইলেও জ্যাক বিভানের মন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। জ্যাক্ বিভান রূপবান্ যুবক, তাহার বয়স চব্বিশ বৎসর। দেহ সবল ও সুস্থ, তথাপি তাহার মনে আনন্দ নাই।

এই যুবকের প্রকৃত নাম জ্যাক্ বিভান নহে, ইহা তাহার ছদ্মনাম। এইমাত্র বলিয়া রাখি, সে কোন দুরভিসন্ধিতে তাহার প্রকৃত নাম গোপন করে নাই।

জ্যাক্ বিভান বাসায় যাইতেছিল। পিকাডেলি সার্কাসের নিকটে আসিয়া কোন প্রবাসী প্রিয়জনকে উপহার প্রদানের উপযোগী কয়েকটি জিনিস কিনিবার জন্য সে হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সে জনতা ভেদ করিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিল।

জ্যাক্ চলিতে চলিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, "কত আশায় উৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; এখন মনে হইতেছে উৎসব শেষ হইলে বাঁচি! আমার সকল গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া পরিবার বর্গের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। না, সেরূপ করা বড়ই কঠিন!"

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল, কিন্তু জ্যাক্ বিভানের বাসায় ফিরিবার জন্ত তেমন আগ্রহ ছিল না। সে রিজেন্ট ষ্ট্রীট ও অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের সুসজ্জিত দোকান-গুলির সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে উদাসীন দৃষ্টিতে পণ্যসম্ভার দেখিতে লাগিল, কোন সামগ্রীই তাহার চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইল না! সে টটেনহাম-কোর্ট রোড পার হইয়া ব্লুমসবেরীর ভিতর দিয়া রসেল স্কোয়ারে উপস্থিত হইল। তাহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে গোয়ার ষ্ট্রীটে আসিয়া পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিল, এবং সেই চাবি দিয়া মিসেস্ ডালিমোরের বোর্ডিং-হাউসের দরজা খুলিল। জ্যাক্ বিভান এই বোর্ডিং-হাউসে বাস করিত। এই বোর্ডিং-হাউসে বাস যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হইলেও এই ব্যয়ভার বহন করা তাহার অসাধ্য ছিল না; সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত, এবং আমোদপ্রমোদে বহু অর্থ ব্যয় করিত।

সে সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিল; বাসের জন্য সে দোতালার দুইটি সুসজ্জিত কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল। সে তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বৈদ্যুতিক 'সুইচ' টানিয়া আলো জ্বালিল; তাহার পর অগ্নিকুণ্ডের ঝাঁজরায় আগুন ধরাইয়া একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িল, এবং পদদ্বয় অগ্নিকুণ্ডের দিকে প্রসারিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "বোধ হয় তাহারা এখন উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত আছে; তাহারা কি করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য আমি উৎসুক নহি।"

ক্রমে সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। অতীতের কত কথা তাহার মনে পড়িল; কত সুখের কথা, কত বেদনার গান তাহার [illegible] ধ্বনিত হইতে লাগিল। [illegible] শৈশবের সুখস্মৃতির সহিত দুঃখময় [illegible] দিনের কষ্ট লাঞ্ছনার তুলনা করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

জ্যাক্ বিভানের পিতা সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। তাঁহার বার্ষিক আয় ছিল—দুই হাজার পাউণ্ড। প্রিন্সটাউনের একটি প্রাচীন অট্টালিকায় তাহার জন্ম হইয়াছিল। যখন তাহার বয়স বার বৎসর, সেই সময় এডিথ ভারনন্‌কে সে সঙ্গিনী পাইয়াছিল; এডিথ তাহার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের ছোট ছিল। এই বালিকার পিতা সমৃদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন, এডিথ পিতার একমাত্র কন্যা। বৃদ্ধ ভূস্বামী মৃত্যুকালে তাঁহার বন্ধু মেজর হ্যামণ্ডকে এডিথের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর এডিথ মেজর হ্যামণ্ডের গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মেজর হ্যামণ্ডই জ্যাক্ বিভানের পিতা।

এডিথকে সঙ্গিনী পাইয়া জ্যাকের দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। ডিভনসায়ার জেলার অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য অংশে তাহাদের বাসভবন। স্কুলের ছুটী হইলে জ্যাক এডিথকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতে, অরণ্যে, নদীতীরে ঘুরিয়া বেড়াইত; কত সুখ দুঃখের গল্পে তাহারা বসন্তের উজ্জ্বল প্রভাত ও বর্ষার মেঘান্ধকারপূর্ণ অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিত। দীর্ঘ পর্য্যটনে তাহারা ক্লান্তি বোধ করিত না। আরণ্যপ্রকৃতির মনোহর দৃশ্যে তাহারা এতই মুগ্ধ হইত যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইত। ডার্টমুর ও ব্লিকমুরের সন্নিহিত বিশাল অরণ্য ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোন অংশ তাহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না।

কিছুদিন পরে মেজর হ্যামণ্ড লণ্ডনের সমর বিভাগের আফিসে বদলী হওয়ায়, তিনি লণ্ডনের দক্ষিণ কেন্‌সিংটন পল্লীতে বাড়ী ভাড়া করিলেন; তাঁহার পরিজনবর্গকে লণ্ডনে আসিতে হইল। জ্যাক অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর সহসা তাহার ভাগ্যাকাশে অশান্তির মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

জ্যাক্ দুশ্চরিত্র ছিল না, ব্যসনেও তাহার আসক্তি ছিল না; কিন্তু লণ্ডনে আসিয়াও সে ছেলে-মানষী ভাব (boyish spirits) ত্যাগ করিতে পারে নাই। লণ্ডনে আমোদ প্রমোদের অভাব নাই—তাহাতে সে আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মেজর হ্যামণ্ড অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি ও সন্দিগ্ধচিত্ত লোক ছিলেন। তিনি

তাঁহার সৈন্যদের যে ভাবে শাসন করিতেন, তাঁহার পুত্রকেও সেইরূপ কঠোর শাসনে রাখিতে চাহিতেন। জ্যাক গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিত, এবং আমোদ প্রমোদে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিত ; এজন্য তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে তাহাকে তিরস্কার করিতেন, জ্যাক তাহা নীরবে সহ্য করিত না।

জ্যাক এডিথ ভারননকে ভাল বাসিয়া ছিল ; এডিথও তাহার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিল। জ্যাক মনে করিয়াছিল—সে এডিথকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে ; সে এডিথকে বিবাহ করিবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সাণ্ডহষ্টের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল ; কিন্তু হঠাৎ এমন একটা বিভ্রাট ঘটিল যে, তাহার সকল সঙ্কল্প শূন্যে বিলীন হইল !

এক দিন রাত্রে জ্যাকের কয়েক জন সহপাঠী একটি হোটেলে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সেখানে পানাহার শেষ করিয়া জ্যাক গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিল ; কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় স্যাম্পেন পান করিয়া তাহার একটু নেশা হইয়াছিল।

জ্যাক্ হলঘরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই তাহার পিতাকে দেখিতে পাইল ; মেজর হ্যামণ্ড তত রাত্রে তাহাকে তরল অবস্থায় বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, সে নিশ্চয়ই কোন কুস্থানে গিয়া মদ্যপান করিয়া আসিয়াছে, না হয় জুয়ার আড্ডায় গিয়া জুয়া খেলিয়া মধ্যরাত্রে বাড়ী ফিরিতেছে। তিনি এরূপ দুশ্চরিত্র পুত্রের মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না।—তিনি জ্যাক্‌কে কঠোর তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, চেক-বহি বাহির করিয়া একখানি চেক কাটিলেন, এবং তাহা জ্যাকের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই টাকা লইয়া তুমি আমার বাড়ী হইতে দূর হও, আর আমি তোমার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিব না ; যেরূপে পার উদরান্নের সংস্থান কর। তোমাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে আমার লজ্জা হইতেছে।"

জ্যাক বলিল, "আমি জুয়ার আড্ডায় বা অন্য কোন কুস্থানে আমোদ প্রমোদ করিতে যাই নাই ; আপনি আমাকে অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। আমার কয়েকজন সতীর্থ আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ; আহারাদির পর গল্প করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমার কথা বিশ্বাস

করিলেন না! উত্তম, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; আমি আর আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিব না। এই রাত্রেই আপনার গৃহ ত্যাগ করিলাম।"

জ্যাক্ সেই রাত্রেই পিতৃগৃহ ত্যাগ করিল। তাহার পর দুই বৎসর অতীত হইল; কিন্তু সে আর পিতার নিকট ফিরিল না, পিতাপুত্রে মিলন হইল না।

জ্যাক পিতার সহিত বিবাদ করিয়া গৃহত্যাগ করিলে, কয়েক সপ্তাহ পরে মেজর হ্যামণ্ড একটি নূতন পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ব্রিকমুর কারাগারের অধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়া প্রিন্স টাউনে প্রত্যাগমন করিলেন।

জ্যাক হ্যামণ্ড পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া জ্যাক্ বিভান্ নাম গ্রহণ করিল, এবং লণ্ডনের কোন আফিসে কেরানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সে এক বৎসর এই কাজ করিয়াছিল। তাহার পর একটি বন্ধুর সাহায্যে কোন একটি এরোপ্লেনের কারখানায় আর একটি চাকরী জুটাইয়া লইল; এই চাকরীতে তাহার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল হইল।

এরোপ্লেনের কারখানায় চাকরী করিতে করিতে জ্যাক এরোপ্লেনের নির্ম্মাণ-কৌশল শিখিয়া লইল। তাহার পর উদ্ভাবনীশক্তি বলে সে এরোপ্লেনের কয়েকটি ত্রুটি সংশোধন করিয়া খ-পোতের এরূপ উন্নতি সাধন করিল যে, অল্প দিনেই চতুর্দ্দিকে তাহার সুনাম প্রচারিত হইল। পাশ্চাত্য দেশে কেহ কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইলে তাহার আদরের সীমা থাকে না। তাহার প্রতি বৃটীশ এরোপ্লেন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তাহার ফলে সে গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানায় অনেক অধিক বেতনের পদে নিযুক্ত হইল।

এ আট নয় মাস পূর্ব্বের কথা। ১৯১৪ অব্দের আগষ্ট মাসে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইল। জ্যাক্ যুদ্ধারম্ভেই সৈন্যদলে প্রবেশের সঙ্কল্প করিল; কিন্তু গবর্মেণ্ট এরোপ্লেন-নির্ম্মাণ কার্য্যে তাহার দক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না, তাহাকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন; এবং তাহাকে জানাইলেন—সে যে কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাতেই স্বদেশের অধিকতর হিতসাধনের সুযোগ পাইবে। কিন্তু সে কর্ত্তৃপক্ষের এই অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিল; তথাপি

কর্তৃপক্ষ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। গবর্মেণ্ট বুঝিয়াছিলেন—তখন তাহাকে সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের অনুমতি দান করিলে এরোপ্লেন বিভাগের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

জ্যাক্ পিতৃগৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইলে তাহার পিতা তাহার মাতাকে তাহার নিকট পত্রাদি লিখিতে, এমন কি, তাহার সংবাদ জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। পিতা কোন কারণে সন্তানের প্রতি বিমুখ হইতেও পারেন, কিন্তু মায়ের কোমল প্রাণ সন্তানের অদর্শনে ব্যাকুল না হইয়া কি স্থির থাকিতে পারে?—তথাপি স্বামীর ভয়ে জ্যাকের জননী তাঁহার কঠোর আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জ্যাক্ তাহার মাতাকে পত্রাদি না লিখিলেও এডিথকে পত্র লিখিত, এবং এডিথের পত্রে মায়ের সংবাদ জানিতে পারিত। জ্যাক পিতৃবংশের উপাধি ত্যাগ করিয়া একটা কল্পিত উপাধি গ্রহণ করিয়াছে—এ সংবাদ এডিথ জানিতে পারে নাই, এজন্য জ্যাকের প্রকৃত নামেই সে তাহাকে পত্র লিখিত; কিন্তু জ্যাকের উপদেশে পত্রগুলি লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীর (West End) একটি পুস্তকালয়ের ঠিকানায় পাঠাইত। জ্যাক সেই পুস্তকালয় হইতে পত্রগুলি গ্রহণ করিত। এই জন্য এডিথ তাহার ছদ্মনাম বা বাসার ঠিকানা জানিতে পারে নাই।

এই ভাবে দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমরা এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভ ভাগে যে দিনের কথা বলিয়াছি, সেই দিন জ্যাক তাহার বাসায় বসিয়া অতীত জীবনের সুখ দুঃখের কথার আলোচনা করিতেছিল। খৃষ্টোৎসব মিলনের উৎসব, সে সময় সকলেই আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্মিলিত হয়, মিলনের আনন্দে দীর্ঘ বিরহের বেদনা বিস্মৃত হয়; আর সে এতই হতভাগ্য যে, এই সুখের সময়েও লণ্ডনের একটি নির্জ্জন গৃহকোণে তাহাকে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হইতেছে! এ কষ্ট অসহ্য বলিয়াই তাহার মনে হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "বাবার বংশগৌরবের মোহই আমার এই দুঃখ কষ্ট ও অশান্তির মূল! তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন—তাঁহারই দোষে আমি এত কষ্ট পাইতেছি; তাঁহার ভ্রমেই আমি গৃহহীন, অনাথ; কিন্তু ভ্রম বুঝিয়াও তিনি জিদ ছাড়িতে

পারেন নাই! আমিও আত্মসম্মানের মোহে ভুলিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিতেছি না; কিন্তু এডিথের বিরহ সহ্য করা অপেক্ষা এই অসার আত্মসম্মান ত্যাগ করা অনেক ভাল। এডিথকে না দেখিয়া আর ত থাকিতে পারিতেছি না! এ যে বড়ই দুঃসহ বেদনা। যদি তাহাকে ভুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেক লাঘব হইত; কিন্তু আমার সাধ্য নাই যে তাহাকে ভুলিয়া থাকি। তাহার মধুর স্মৃতি আমার ধমনীর—দেহের শিরা উপশিরার সহিত বিজড়িত। সে এখনও আমাকে ভালবাসে। তাহার পত্রের প্রতি ছত্রে কি গভীর প্রেম ফুটিয়া উঠে! কত দিন তাহাকে দেখি নাই; তাহাকে একবার দেখিবার জন্য তাহার নিকট যাইতে—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া একটি যুবতী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যুবতী সুন্দরী; তাহার বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক নহে। তাহাকে দেখিয়া জ্যাক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই যুবতীর নাম আমি লেথব্রিজ। জ্যাক্ জানিত, আমি গরীবের মেয়ে; সে মেয়েদের সৌখীন পরিচ্ছদ-সংক্রান্ত একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকায় নূতন নূতন পরিচ্ছদের নক্সা অঙ্কিত করিয়া যে পারিশ্রমিক পাইত, তাহাতেই তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। আমি এই 'বোর্ডিং-হাউসে' বাসা লইয়া বাস করিত। সে জ্যাকের কুঠুরীর পাশেই একখানি বসিবার ঘর ও একটি শয়ন-কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল। কয়েক মাস হইতে জ্যাকের সহিত আমির পরিচয় হইয়াছিল, এবং সেই পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। জ্যাকের সদয় ব্যবহারে ও সহানুভূতিতে মুগ্ধ হইয়া আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। জ্যাক সাধ্যানুসারে তাহার উপকার করিত; সে তাহার প্রণয়িনীর কথা, তাহার সাংসারিক অশান্তির কাহিনী আমির নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। আমি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তার ও স্বাবলম্বনের প্রশংসা করিত।

আমি বলিল, "অ্যাসি'যে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তুমি যাইবে না?"

জ্যাক অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "কোথায় যাইব?"

আমি বলিল, "বাঃ! ভুলিয়া গিয়াছ না কি? তুমি যে আজ রাত্রে আমাকে আল্‌কাজার হোটেলে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলে!"

জ্যাক একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "ওঃ, সত্যই ত, কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম! তুমি আমার এই বিস্মৃতি মাফ্ কর।"

আমি বলিল, "তুমি ত কোন অপরাধ কর নাই যে, মাফ করিব। আজ তোমার হইয়াছে কি? তোমাকে অত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন বল। মুখ ভার, কি যেন একটা ব্যথা তোমার বুকের ভিতর ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে! ব্যাপার কি বল ত।"

জ্যাক কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "না আমি! তেমন গুরুতর কিছুই ঘটে নাই। আমি আমার বাড়ীর কথা ভাবিতেছিলাম; খৃষ্টোৎসবে ব্লিকমুরে গিয়া তাহাদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটাইয়া আসিব মনে করিতেছি। বাবা আমাকে দেখিলে বোধ হয় আনন্দিত হইবেন।"

আমি বলিল, "তোমার যাহা ভাল মনে হয়, করিতে পার; কিন্তু আমি হইলে পিতার সম্মতি না লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম না।"

জ্যাক বলিল, "তাঁহার স্বভাব তোমার জানা নাই, তিনি কখন আমাকে যাইতে লিখিবেন না। তাঁহার মত অহঙ্কারী লোক পৃথিবীতে বিরল।"

আমি বলিল, "আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার অহঙ্কারও অল্প নয়! তোমার আত্মসম্মানের উপর এত দিন আমার শ্রদ্ধা ছিল।"

জ্যাক বলিল, "তোমার সেই শ্রদ্ধা নষ্ট হইলে আমি দুঃখিত হইব না। এ জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছি; বাড়ীর প্রতি আমার আকর্ষণ যে খুব প্রবল এরূপ মনে করিও না। আমি সেখানে যাইতেও পারি, না যাইতেও পারি। কিন্তু আমার মন একজনের জন্য—সে কথা থাক, চল তোমাকে লইয়া যাই, বেলা দশটার পর হইতে তোমার বোধ হয় আহার হয় নাই, ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ।"—সে কোট ও টুপি লইয়া অগ্রসর হইল।

জ্যাক আমিকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ির নীচে নামিয়াছে, এমন সময় একটি যুবক একখানি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সেই বোর্ডিং-হাউসে প্রবেশ করিল। এই

যুবকটির নাম রবার্ট কুইন্‌টন। তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে; তাহার মুখে কাল গোঁফ, এবং সুচল দাড়ি।

সে জ্যাক ও আমিকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া টুপি তুলিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহারা আর একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া ট্যাক্সিচালককে তাহাদের গন্তব্য স্থানের ঠিকানা বলিল। কুইন্‌টন দ্বার প্রান্তে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কথা শুনিল; তাহার পর জ্যাক ও আমিকে লইয়া ট্যাক্সিখানি অদৃশ্য হইলে কুইন্‌টন অস্ফুট স্বরে বলিল, "কাজ হাসিল হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই! এত সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে—ইহা পূর্ব্বে আশা করিতে পারি নাই। মিস্ লেথব্রিজের অনুসরণ করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা আমার অনুমানেরই সমর্থন করিতেছে। তাহার কারখানায় যাওয়া, ছোট ক্যামেরাটি এক দিন হলঘরের মেঝের উপর হঠাৎ ফেলিয়া দেওয়া, গত সপ্তাহে এক দিন চেয়ারিংক্রশে একজন বিদেশীর সঙ্গে তাহার দেখা করা প্রভৃতিতে আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছে। বিভান ছোকরা বিলক্ষণ প্রতারিত হইয়াছে। সে নিতান্ত নিরীহ ও নিরপরাধ; কিন্তু ঐ ছুঁড়ির সাহায্যেই তাহাকে এ ভাবে জালে ফেলিব যে, সে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। উহাকে পথ হইতে সরাইতে পারিলেই আমি নিষ্কণ্টক হইব; আমার আর কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।"

কুইন্টন দোতালায় উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, "এখন নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আল্‌কাজারে যাই, আড়াল হইতে উহাদের পরামর্শ শুনিতে হইবে, হয় ত কোন কাজের কথা শুনিতে পাইব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুইন্‌টনের ব্যবহার

রবার্ট কুইন্টন যে দিন জ্যাক বিভান ও আমি লেথব্রিজকে একত্র আল্‌কাজার রেঁস্তরায় আহার করিতে যাইতে দেখিয়াছিল—তাহার পর পাঁচ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। সে দিন ২৩এ ডিসেম্বর। চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, তাহার উপর তুষার-পাত আরম্ভ হইয়াছিল; শীত এরূপ প্রচণ্ড যে, বুকের রক্ত জমিয়া যায়! কিন্তু এই দুর্য্যোগের মধ্যেও লণ্ডনের সহস্র সহস্র নর নারী হৃষ্টচিত্তে ও মহা উৎসাহের সহিত বড়দিনের বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল।

সেদিন মিসেস্ ডালিমোরের বোর্ডিং-হাউসের পাকশালায় নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য পাক হইতেছিল; তাহার সুগন্ধে সেই অট্টালিকা পূর্ণ হইয়াছিল। বড়দিনের আমোদ—এ সময় সকল বাড়ীতেই আহারাদির আয়োজন একটু গুরুতর হইয়া থাকে; বোর্ডিং-হাউসেও এই নিয়ম উপেক্ষিত হয় না। হলঘরটি উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নানা বর্ণের ফানুসবিশিষ্ট ঝাড়ের নীচে মিশ্‌লটোর শাখা ঝুলিতেছিল।

কুইন্‌টন সেদিন বাহিরে যায় নাই, ঘরে বসিয়া পাইপ টানিতে টানিতে নভেল পড়িতেছিল। সে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে জ্যাক বিভান ও আমি লেথব্রিজের অজ্ঞাতসারে তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ঘরের চাবির ছাঁচ লইয়াছিল, মোমের ছাঁচ হইতে চাবিও প্রস্তুত হইয়াছিল। সন্ধ্যা ছয়টার সময় সে নভেলখানি ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং মনে মনে বলিল, "এখনই উৎকৃষ্ট অবসর। ছুঁড়ি বাহিরে যাইবার সময় মিসেস্ ডালিমোরকে বলিয়া গিয়াছে আজ রাত্রে সে এখানে খাইবে না। ভাগ্যে তাহার কথাগুলা শুনিতে পাইয়াছিলাম। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বাহিরে গিয়াছে বোধ হয় আজ রাত্রে কোন বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়া পানাহারের কাজটি শেষ

করিবে। বিভান ত কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে—তাহারও ফিরিতে আরও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হইবে।"

সে সময় বাসায় দুই একজনের অধিক লোক ছিল না, প্রায় সকলেই কোন না কোন কাজে বাহিরে গিয়াছিল; সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া সে তাহার ঘর হইতে বাহির হইল, এবং নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে জ্যাকের উপবেশন-কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া নকল চাবি দিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিল। কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কুইন্‌টন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল, তাহার পর পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে সেই কক্ষ আলোকিত করিল। সে জ্যাকের চিঠিপত্রগুলি দেখিবার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু তাহার আশা সফল হইল না। জ্যাকের টেবিলের দেরাজে ও আলমারিতে সে চিঠিপত্র দেখিতে পাইল না; শেষে জ্যাকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল আলনায় কতকগুলি পোষাক ঝুলিতেছে। সেই সকল পরিচ্ছদের পকেট হাতড়াইয়াও সে একখানিও পত্র পাইল না। তাহার মুখ বিমর্ষ হইল।

কুইন্‌টন সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া চাবি দিয়া দরজা বন্ধ করিল; তাহার পর একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া আমির উপবেশন-কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং পকেট হইতে আর একটি চাবি বাহির করিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিল। সে ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে—এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল! সেই পদশব্দ শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল আমি লেথব্রিজ যে কারণেই হউক, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়াছে। এখন উপায়?—কুইন্‌টন বুঝিল দ্বার খুলিয়া ঘরের বাহিরে যাইলেই তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে, অথচ ঘরের ভিতর লুকাইবারও স্থান ছিল না! সে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ঘরের ভিতর স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। কলের ভিতর ধরা পড়িলে ইঁদুরের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হয়—তাহা সে বুঝিতে পারিল।

কুইন্‌টন বিজলি-বাতির সাহায্যে সেই কক্ষের সকল অংশ তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডের পাশের কোণটীতে উপস্থিত হইল; সেখানে একটি বৃহৎ ট্রাঙ্ক ছিল। সে সেই ট্রাঙ্কর আড়ালে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িল।

আমি দরজার সম্মুখে আসিয়া চাবি দিয়া দরজা খুলিল, তাহার পর সে তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কুইন্‌টন মনে মনে বলিল, "ছুঁড়ি ত ঘরে ঢুকিয়াছে, আলো জ্বালিয়া যদি আমাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে বড়ই সঙ্কটে পড়িব! উহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সরিয়া পড়া কঠিন হইবে।"

আমি ভিতর হইতে দরজার চাবি দিয়া 'সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিল, তাহার পর একখানি কোচের উপর টুপি ও কোট খুলিয়া রাখিয়া আলো নিবাইয়া দিল, এবং অন্ধকারেই তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কুইন্‌টন কয়েক মিনিট রুদ্ধনিশ্বাসে বসিয়া থাকিয়া, আমির আর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অত্যন্ত সন্তর্পণে আমির শয়নকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া অবনত মস্তকে চাবির ফাঁক দিয়া সেই কক্ষের ভিতরের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

কুইন্‌টন মনে মনে বলিল, "বাই জোভ! যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই! ইহা অপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ আর কি থাকিতে পারে?"

ধরা পড়িবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কুইন্‌টন কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। সে দেখিল—আমি লেথব্রিজ সেই কক্ষের মধ্যস্থিত একখানি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া ঢাকাদেওয়া shaded) বিদ্যুতালোকের সাহায্যে একটা 'ডেসপ্যাস বাক্স' হইতে কতকগুলি জিনিস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিতে লাগিল। সেই সকল জিনিসের মধ্যে একখানি নোটবহি, একটি অতি ক্ষুদ্র ক্যামেরা, কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি ফটো এবং একতাড়া পুরু কাগজ ছিল।—আমি সেই পুরু কাগজগুলির এক একখানি হাতে লইয়া পরীক্ষার পর সেগুলি আবার গুছাইয়া রাখিল, কুইন্‌টন্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কাগজগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিল—সেগুলি একখানি বৃহৎ এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশের নক্সা!

কুইনটন মনে মনে বলিল, "ছোঁড়াকে ফাঁদে ফেলিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ছুঁড়িও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে! কি মজা!"

কুইন্‌টন দ্বারপ্রান্তে আরও কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিল—আমি লেথব্রিজ একটি পেন্সিল বাহির করিয়া তাহার নোটবহি দেখিয়া কোন কোন নক্সার ধারে ধারে কি লিখিতে লাগিল! প্রায় আধঘণ্টা কাল এইভাবে লিখিয়া সে টেবিল হইতে জিনিসগুলি পূর্ব্বোক্ত ডেসপ্যাচ বাক্সে পুরিয়া ফেলিল। তাহার পর বাক্সটি সে তাহার পোষাকের আলমারীর উপরে রাখিয়া আসিল। কুইন্‌টন আমির শয়নকক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া গিয়া উপবেশন-কক্ষের দ্বারের দিকে যাইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় আমির উপবেশন-কক্ষের রুদ্ধদ্বারে বাহির হইতে কে করাঘাত করিল। কুইন্‌টন আর বাহিরে যাইতে সাহস না করিয়া, পূর্ব্বে যে স্থানে লুকাইয়াছিল তাড়াতাড়ি সেই স্থানে গিয়া বসিয়া পড়িল।

আমি তাহার উপবেশন-কক্ষের দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া শয়ন-কক্ষ হইতে বলিল, "কে? জ্যাক আসিয়াছ না কি?"

জ্যাক্ বিভান বলিল, "হাঁ, আমি এইমাত্র আসিলাম। তোমার তৈয়েরী হইতে আর বিলম্ব কত? অভিনয় দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে কিছু খাইয়া লইতে হইবে। ঠিক আটটার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবে।"

আমি বলিল, "আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া লইতেছি, নিশ্চয়ই বেশী বিলম্ব হইবে না।"

জ্যাক বলিল, "বেশ, তবে এখন আমার ঘরে চলিলাম।" জ্যাক আমির কক্ষদ্বার হইতে প্রস্থান করিল। কথাগুলি শুনিয়া কুইন্‌টন বড়ই আনন্দিত হইল; তাহার আর ধরা পড়িবার আশঙ্কা রহিল না। সে সেই কক্ষ ত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া রহিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে আমি সাজপোষাক করিয়া তাহার শয়নকক্ষ হইতে উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেখানে না বসিয়া জ্যাকের প্রতীক্ষায় হলঘরে গমনোদ্যত হইল। সে তাহার উপবেশন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিতে-ছিল—সেই সময় জ্যাক সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল "এই যে! তুমিও প্রস্তুত।"

আমি বলিল, "হাঁ; কিন্তু তুমি কি স্থির করিলে? বড়দিনটা লণ্ডনেই কাটাইবে ত?"

জ্যাক বলিল, "না, আমার অহঙ্কার গর্ব্ব ভাসাইয়া দিয়া কাল সকালেই স্লিকমুরে যাত্রা করিব। বাপের উপরে চিরদিন রাগ করিয়া থাকা ভাল নয়।"

আমি মুখ ভার করিয়া বলিল, "তবে আর এ জীবনে তোমাকে দেখিতে পাইব না! তোমার বাবা আর তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন না।"

জ্যাক বলিল, "না আমি, তোমার আশঙ্কা অমূলক; আমি শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া আসিব। আমি কি চাকরী ছাড়িয়া দিব? কখন নয়।"

আমি বলিল, "তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমার মনে কি কষ্ট হইতেছে তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না! যাহা হউক একটি দিনের মধুর সন্ধ্যা তোমার সঙ্গে কাটাইতে পারিব—ইহাই আমার পরম লাভ।"

জ্যাক বলিল, "লাভটা উভয়তঃ; থিয়েটার দেখিয়া আমরা আলকাজারে যাইব। আহারটা সেখানেই শেষ করা যাইবে। চল, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।"

জ্যাক্ আমিকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলে কুইন্‌টন নিঃশব্দে আমির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের সকল কথাই শুনিয়াছিল। তাহার চক্ষু আনন্দ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আমির শয়নকক্ষের 'সুইচ' টিপিয়া সেই কক্ষের চারি দিক দেখিয়া লইল। তাহার পর তাহার মাথায় একটা শয়তানী ফন্দী গজাইয়া উঠিল। কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া সে আমির পরিচ্ছদাধারের উপর হইতে তাহার 'ডেসপ্যাচ বাক্স'টা তুলিয়া লইল, এবং মনে মনে বলিল, "আমি জ্যাক বিভানকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছি (in the hollow of my hand) এবার তাহাকে চূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলাম। বেচারার সর্ব্বনাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায় কি? অত বড় সম্পত্তিটার লোভ ত ছাড়িতে পারি না; টাকার লোভে আমি কোনও কুকর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত নহি। না, আমি তত্টুকু নির্বোধ নহি যে, পরের অনিষ্টের আশঙ্কায় এত বড় একটা দাঁও ছাড়িয়া দিব।"

রবার্ট কুইন্‌টন যতই ধূর্ত্ত ও সতর্ক হউক, সে একটু ভুল করিয়া বসিল ; এই ভ্রমের জন্ত পরে তাহাকে পস্তাইতে হইয়াছিল ; কিন্তু তখন সে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে আমির ডেসপ্যাচ বাক্সটা খুলিবার জন্ত পকেট হইতে এক-গোছা চাবি বাহির করিল, কিন্তু কোন চাবিতেই বাক্সটা খুলিল না ; তখন সে অসহিষ্ণু হইয়া ছুরীর সাহায্যে বাক্সটা খুলিয়া ফেলিল। সে বাক্স হইতে নক্সাগুলি বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল তেরখানি নক্সা মোটা কাগজে অঙ্কিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চারিখানি নক্সার পাশে পেন্সিল দিয়া যে সকল কথা লেখা ছিল—তাহা দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, বৃটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে একখানি অতি বৃহৎ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইতেছে ! —সেগুলি তাহারই নক্সা।

এই নক্সাগুলির গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া কুইন্‌টন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। অতঃপর সে কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে কর্ত্তব্য স্থির করিল, এবং তাহার কার্য্যের ফল কিরূপ বিপজ্জনক হইতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, সে সেই নক্সা তেরখানি ক্যামেরাটি ও ফটোগুলি নিজের পকেটে ফেলিল।

সে মনে মনে বলিল, "এগুলি হাতে পাইয়াও আত্মসাৎ না করা বড়ই নির্ব্বোধের কাজ হইত। ব্যাঙ্কে আমার যে টাকা ছিল তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। আমি যে দাঁও মারিবার চেষ্টায় আছি—তাহা যদি কোন কারণে ব্যর্থ হয়—তাহা হইলে অর্থাভাবে আমাকে চারি দিক অন্ধকার দেখিতে হইবে ! টাকার প্রয়োজন হইলে নক্সাগুলির সাহায্যে মোটা টাকা উপার্জ্জনের আশা থাকিল।"

সে ডেস্‌প্যাচ বাক্সে কয়েকখানি ফটো ও নোটবহিখানি মাত্র রাখিয়া বাক্সটি যেস্থান হইতে তুলিয়া লইয়াছিল সেইস্থানেই রাখিয়া দিল। তাহার পর সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল ; কিন্তু সে তাহার নিজের ঘরে না গিয়া পুনর্ব্বার [illegible] প্রবেশ করিল, [illegible] দিকে চাহিয়া [illegible] কাছে গিয়া গদীর একপাশ টানিয়া তুলিল, এবং তাহার একাংশ ছুরি দিয়া কাটিয়া তাহার

ভিতর কয়েকখানি নক্সা ক্যামেরাটি, ও ফটোগুলি লুকাইয়া রাখিল। অতঃপর সে জ্যাকের উপবেশন-কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কুইন্‌টন মনে মনে বলিল, "জ্যাকের জন্ত যে ফাঁদ পাতিয়া রাখিলাম, এই ফাঁদে তাহাকে পড়িতেই হইবে। আমার কৌশল সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে না। ভাগ্যে আজ সুযোগ জুটিয়াছিল! খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়াছি; এখনও আটটা বাজে নাই!"

কুইন্‌টন তাহার ঘরে আসিয়া একটি ব্যাগ খুলিল এবং অবশিষ্ট চারিখানি নক্সা সেই ব্যাগে পুরিয়া লইল; তাহার পর টেবিলের কাছে বসিয়া একখানি পত্র লিখিল। পত্রখানি লেপাফায় পুরিয়া সে লেপাফার উপর স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষের নাম লিখিল। অনন্তর সে সেই পত্র ও ব্যাগ হাতে লইয়া বাড়ীওয়ালী মিসেস্ ডালিমোরের সহিত দেখা করিল; তাঁহাকে বলিল, বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে অবিলম্বে লণ্ডনের বাহিরে যাইতে হইবে।

মিসেস্ ডালিমোর বলিলেন, "আজ রাত্রেই চলিয়া যাইবেন?"

কুইন্‌টন বলিল, "হাঁ; হঠাৎই যাইতে হইতেছে। ক্রিস্‌ম্যাসটা এখানেই থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু জরুরি কাজ পড়িয়া গেল, আর এখানে বিলম্ব করিবার উপায় নাই।"

মিসেস্ ডালিমোর বলিলেন, "আপনি আমাদের ছাড়িয়া চলিলেন, এজন্য বড়ই দুঃখ হইতেছে; আশা করি কাজ শেষ হইলে আবার আসিবেন।"

কুইন্‌টন বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই আসিব। আপনার এখানে বেশ সুখে ছিলাম; কোনদিন বাড়ীর অভাব বুঝিতে পারি নাই। আপনার প্রাপ্য টাকাগুলি দিয়া যাই।"

মিসেস্ ডালিমোরের নিকট বিদায় লইয়া সে পথে আসিল, এবং ট্যাক্সিতে উঠিয়া পিকাডেলির দিকে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সংবাদ

মিঃ রবার্ট ব্লেকের পাচিকা মিসেস্ বিটে বার্ডেল সুগুরু দেহভার লইয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর উইজন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আমার মনিবকে খবর দিয়া আসি—তিনি হুকুম দিলে আপনাকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাইব।'—কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি জোর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন! আমার কোন দোষ নাই, তা আগেই বলিয়া রাখিলাম।"

মিসেস্ বার্ডেলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর উইজন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনার এই পাহারাওয়ালাটি টাইগার অপেক্ষা অধিক সতর্ক! আমাকে বলে—বিনা-এত্তেলায় এখানে আসিতে দিবে না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহার বুদ্ধিটা দেহ অপেক্ষাও স্থূল! কোন অপরিচিত লোক আসিয়া যখন-তখন বিরক্ত করিতে না পারে—এই জন্যই উহাকে ঐরূপ আদেশ দিয়াছিলাম। যাহা হউক, খবর কি বল। এই রাত্রিকালে আমাকে লইয়া টানাটানি করিবে না ত?"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "হাঁ, সেই জন্যই ত এই অসময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি! আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে; স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে সোজা এখানে আসিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাপার কি? তোমাকে ও রকম বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "আমার মন বড় ভাল নাই। আমি যে স্বাধীন ভাবে কাজ করিব—সে সুযোগ আমাকে অনেক সময় দেওয়া হয় না। কোন

কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলেই আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্ম উপদেশ পাই, যেন এখনও আমার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সেজন্ম তুমি আমার উপর অভিমান করিতে পার না। আমার অপরাধ কি বল? আমার উপদেশ চাহিলে আমি কি অস্বীকার করিতে পারি? আজ কি কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছ বল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "পিকাডেলীর ডিষ্ট্রীক্ট মেসেঞ্জারের আফিস হইতে এক উড়ো চিঠি আসিয়াছে! আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমাদের বড় কর্ত্তা সেই চিঠিখানি পাইয়াছেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে বলিলেন। পত্রখান কেহ মজা দেখিবার জন্ম চালাকি করিয়া লিখিয়াছে কি—"

ইন্‌স্পেক্টর পকেটে হাত পুরিয়া একখানি লেফাপা বাহির করিলেন। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিয়াছেন কুইন্‌টন্ ট্যাক্সি লইয়া পিকডেলীতে গিয়া, এই পত্রখানি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বিলি করিতে ডিষ্ট্রীক্ট মেসেঞ্জারের আফিসে দিয়াছিল। মিঃ ব্লেক লেফাপাখানি হইতে পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; তাহাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল:—

"প্রিয় মহাশয়, যদি আপনার কোন কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে ৭৬এ, গোয়ার ষ্ট্রীটে মিসেস ডালিমোরের বোর্ডিং-হাউসে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে সে সেখানে জ্যাক্ বিভান ও মিস্ আমি লেথব্রীজের বাসের ঘর খানাতল্লাস করিয়া দেখিতে পারে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি তাহার পরিশ্রম বিফল হইবে না; অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী তাহার হস্তগত হইবে—সন্দেহ নাই। এই যুবক ও যুবতী কিছুদিন হইতে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। হন্‌শ্লোতে গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানায় জ্যাক বিভান কোনও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছে; মিস্ লেথব্রীজ মধ্যে মধ্যে সেখানে জ্যাক বিভানের সঙ্গে দেখা করিতে যায়। জ্যাক বিভান তাহাকে কারখানার অনেক গোপনীয় অংশে লইয়া যায়। ইহাতে মিস্ লেথব্রীজ যে সকল গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছে—তাহা শত্রুপক্ষের গোচর হইলে তাহারা যথেষ্ট লাভবান হইবে। আমি জানি, তাহারা উভয়েই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর! আমার বিশ্বাস, মিস্ লেথব্রীজ জাতিতে জার্ম্মাণ। আমি অনেক দিন

হইতে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। মিস্ লেথব্রীজের শয়নকক্ষে, তাহার পরিচ্ছদাধারের উপর একটি 'ডেসপ্যাচ বাক্স' পাওয়া যাইবে বলিয়াই আমার ধারণা। সেই বাক্সের ভিতর আমার উক্তির সমর্থনযোগ্য প্রমাণ সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। জ্যাক বিভানের খাটে যে গদী আছে—সেই গদীর নীচের দিকে ছিঁড়িয়া তাহার ভিতর খুঁজিলেও যাহা পাওয়া যাইবে—তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন আমার কথা অতিরঞ্জিত নহে।

"জ্যাক্ বিভান মিস্ লেথব্রীজকে লইয়া আজ রাত্রি আটটার সময় থিয়েটারে গিয়াছে। থিয়েটার হইতে ফিরিযা তাহারা আল্কাজার রেস্তরাঁয় গিয়া নৈশ ভোজন শেষ করিবে। আপনার কর্ম্মচারী সহজেই তাহাদের চিনিয়া বাহির করিতে পারিবে; এজন্য জ্যাকের 'ফটো' দেখিবার প্রয়োজন হইলে মিস্ লেথ-ব্রীজের বসিবার ঘরে তাহার 'ফটো' দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেই ফটোর নীচে জ্যাক্ বিভানের নাম স্বাক্ষরিত আছে। আপনি এই পত্রের লিখিত বিবরণ অবিশ্বাস করিলে বা তদন্তে বিলম্ব করিলে, শত্রুপক্ষের গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করিবার একটি প্রকাণ্ড সুযোগ নষ্ট করিবেন।—কোন স্বদেশহিতৈষী।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি দুইবার পাঠ করিলেন; তাহার পর তাহা ইন্স্পেক্টরের হাতে দিয়া বলিলেন, "পত্রখানি সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে; ইহা ধাপ্পাবাজি (hoax) নহে।"

ইন্স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "জীবনে অন্ততঃ একবার আপনার মতের সহিত আমার মতের মিল হইল দেখিতেছি! আমারও বিশ্বাস—পত্রের সকল কথাই সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খানাতল্লাস করিতেই হইবে।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, সে জন্য ত প্রস্তুতই আছি; কিন্তু এই যুবক যুবতীকে রেস্তরাঁয় গিয়া গ্রেপ্তার করিব কি না—এই বিষয়ে আপনার মত কি তাহা জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাদের ঘর খানাতল্লাস করিবার পূর্ব্বে উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে বলিতে পারি না। খানাতল্লাস করিয়া যদি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন

প্রমাণ সংগৃহীত হয়—তখন উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেই চলিবে; তবে খানা-তল্লাসের সময় বোর্ডিং-হাউস হইতে কোন লোক যদি তাড়াতাড়ি আল্‌কাজার রেস্তরাঁয় গিয়া উহাদিগকে সতর্ক করে, তাহা হইলে—না, তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। এখন রাত্রি সাড়ে নটা। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। চল, এখনই গোয়ার ষ্ট্রীটে যাই। ব্যাপারটা সত্যই বড় কৌতূহলোদ্দীপক বটে; ইহার শেষফল জানিবার জন্ম আমার আগ্রহ হইয়াছে। আমি জানি আমাদের গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানার কোন কোন গুপ্তরহস্য জানিবার জন্ম জর্মাণীর আগ্রহ আছে; যদি তাহারা কোন উপায়ে তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া ওভারকোট ও টুপি পরিয়া লইলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর উইজনের সহিত গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বোর্ডিং-হাউসের দ্বারে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া একটি পরিচারিকার সাক্ষাৎ পাইলেন; সে তাঁহাদের অনুরোধে মিসেস্ ডালিমোরকে তাঁহাদের নিকট ডাকিয়া আনিলে, মিঃ ব্লেক তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলেন।

মিসেস্ ডালিমোর সভয়ে বলিলেন, "আপনারা এখন কি করিতে চাহেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ বিভান ও মিস্ আমি লেথব্রীজ যে সকল কুঠুরীতে বাস করে, সেই কুঠুরীগুলি আমরা খানাতল্লাস করিতে চাই। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

মিসেস্ ডালিমোর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "তাঁহারা উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশীয়। আমার বোর্ডিং-হাউসে কোন বাজে লোককে বাসা দেওয়া হয় না। আমার বিশ্বাস আপনারা ভুল সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের ঘর খানাতল্লাস করিতে আসিয়াছেন; তাঁহারা কোন অন্যায় কাজ করিতে পারেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হয় ত আপনার অনুমান সত্য; কিন্তু তাহাদিগকে যখন সন্দেহ করা হইয়াছে, তখন সে সন্দেহ ভঞ্জন করাই কর্ত্তব্য। আমরা অবিলম্বে তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে চাই।"

মিসেস্ ডালিমোর বলিলেন, "কিন্তু আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে

অসমর্থ। তাঁহারা এখন ঘরে নাই, আমি আপনাদিগকে তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দিলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়িব না?"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "না মাডাম! আপনার বিপদের আশঙ্কা নাই; আমাদের সঙ্গে তল্লাসী পরোয়ানা আছে। আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমাদিগকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে; কিন্তু আমরা অশিষ্টাচরণের পক্ষপাতী নহি। আমরা এরূপ গোপনে তদন্ত শেষ করিব যে, আপনার এই বাসাবাড়ীর অন্য কোন লোক এ কথা জানিতে পারিবে না।"

মিসেস্ ডালিমোর নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের অনুরোধে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে জ্যাক ও আমির কুঠুরীর সম্মুখে লইয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। দরজার দ্বিতীয় চাবি তাঁহার কাছেই ছিল।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর উইজন যখন বোর্ডিং-হাউসে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তখন রাত্রি দশটার অধিক হয় নাই। যখন তাঁহারা খানাতল্লাস শেষ করিয়া সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিলেন—তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাদের তদন্ত শেষ হইল। তদন্তফলে তাঁহারা জানিতে পারিলেন, পত্রপ্রেরকের একটি কথাও মিথ্যা নহে। আমির ডেস্‌প্যাচ বাক্সে ও জ্যাকের খাটের গদীর ভিতর তাঁহারা যে সকল সামগ্রী পাইলেন তাহা ইন্‌স্পেক্টর উইজন পকেটে পুরিয়া লইয়া চলিলেন। এতদ্ভিন্ন আমির নোট-বহি দেখিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন—আমি লেহ্‌ব্রীজের প্রকৃত নাম গ্রেটা মার্কহিম; সে জর্ম্মানীর প্রজা, এবং জর্ম্মন গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর! জ্যাক বিভানও ছদ্মনামধারী বলিয়াই তাঁহাদের সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলেন না।

রসেল স্কোয়ারের দিকে দু'জনে চলিতে চলিতে ইন্‌স্পেক্টর উইজন মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "অভিযোগটা যে সত্য, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি; কি বলেন মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, খবর জরুরী বটে; আমরা স্বদেশের দুইটি প্রধান

শত্রুর গোপনীয় ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছি! আমি এই ছোকরার কথা পূর্ব্বেই জানিতাম, উহার নাম বিভান। সে গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানায় চাকরী করে; অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির জন্য সে সরকারের প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বাসী; ভারি কাযের লোক।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ছোকরা বোধ হয় ইংরাজ নহে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে আমাদেরই দেশের লোক; এই জন্যই তাহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। সে স্বদেশবাসী হইয়া জর্ম্মানীর এক বেটী গোয়েন্দানীকে নূতন বৃটীশ এরোপ্লেনের নির্ম্মাণ-কৌশল বলিয়া দিয়াছে—ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছু হইতে পারে কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ছোকরাটা বোধ হয় ছুঁড়ির প্রেমে মস্‌গুল হইয়া এই কুকর্ম্ম করিয়াছে! ছুঁড়ি যে শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা, তাহা বোধ হয় সে জানিতে পারে নাই; তথাপি গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানার গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, জ্যাক বিভান প্রেমের খাতিরেই এ কাজ করিয়াছে। মেয়েটা ভারি খেলোয়াড়! জ্যাক গোপনে নক্সাগুলির ফটো লইয়া তাহাকে দিয়াছিল, আর কয়েকখানি নিজের কাজে লাগাইবার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম না!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডেস্‌প্যাচ বাক্সের কল ভাঙ্গা ছিল! কেহ উহা জোর করিয়া খুলিয়াছিল। অবস্থা দেখিয়া মনে হইল—উহা টাট্‌কা ভাঙ্গা!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "মনের উৎসাহে বাক্সটা অতখানি খুটিনাটি করিয়া দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু উহা আমি প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মিস্ লেথব্রীজ নিজের বাক্স চাবি দিয়া না খুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে,—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "যে লোকটা উহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং ঐ বেনামী পত্রখানি লিখিয়াছিল—ইহা হয় ত তাহারই কাজ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই সম্ভব। সে ডেস্‌প্যাচ বাক্সটা ঐ ভাবে খুলিয়া, জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া ঐ পত্রখানি লিখিয়াছিল; তবে বাক্সে কি কি জিনিস ছিল—তাহা খুলিয়া দেখে নাই বটে। এই পত্রপ্রেরকটি কে, তাহা জানিতে আগ্রহ হইতেছে। চল, পথ হইতে একখান ট্যাক্সি লইয়া আগে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাই, সেখান হইতে দুইজন কন্‌ষ্টেবল লইয়া জ্যাক বিভান ও আমি লেথব্রীজকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। আমাদের বিলম্ব হইলে তাহারা রেস্তরাঁ হইতে সরিয়া পড়িতে পারে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রেস্তরাঁয় গ্রেপ্তার

রাত্রি তখন প্রায় বারটা, রাজপথ জনহীন ও নিস্তব্ধ। অধিকাংশ পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন; কিন্তু সাফ্‌টস্‌বারি এভিনিউস্থিত আলকাজার রেস্তরাঁ অসংখ্য দীপালোকে উদ্ভাসিত। সেই সুবৃহৎ ভোজনাগারের একটি আসনও তখন খালি ছিল না; দলে দলে নরনারী বিভিন্ন কক্ষে বসিয়া ভোজন করিতেছিল। ছুরী ও চামচের ঠুংঠাং শব্দ ভিন্ন কোন দিকে অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠিয়া কাঁটা চামচের শব্দের সহিত মিশিতেছিল। পরিচ্ছন্ন বেশধারী পরিবেশকের দল নিঃশব্দে বিভিন্ন টেবিলের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অধিকাংশ ভোক্তাই থিয়েটার অথবা সঙ্গীতশালা (music-halls) হইতে বাহির হইয়া এই ভোজনাগারে নৈশভোজন শেষ করিতে আসিয়াছিল; এই জন্য সকলেই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত। ভোজন-কক্ষের এক কোণে জ্যাক বিভান আমি লেথব্রীজের সঙ্গে আহার করিতে বসিয়াছিল। তাহাদের ভোজন শেষ হইয়াছিল, তাহারা তখন 'অরচেষ্ট্রা' শুনিতেছিল। জ্যাকের মুখ প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দপূর্ণ; আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা তাহার মনে স্থান পায় নাই। পরদিন প্রভাতে সে ব্রিকমুরে যাইবে, কতকাল পরে তাহার প্রিয়তমার মুখখানি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিবে, এই চিন্তায় সে তখন বিভোর। শ্যাম্পেনের মাধুর্য্য তাহার সুখস্বপ্নকে রঙ্গীন নেশায় মধুরতর করিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বড়দিনের আমোদ তাহার কিরূপ উপভোগ্য হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া অবিলম্বে লণ্ডন ত্যাগের জন্য সে অধীর হইয়াছিল; কোন রকমে রাত্রিটুকু কাটাইতে পারিলে তাহার দীর্ঘকালের কামনা পূর্ণ হইবে, ইহাই আশা করিতেছিল।

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গল্পগুজব বন্ধ করিয়া কি ভাবিতেছ ?"

জ্যাক বলিল, "বাড়ীর কথা ; সেই সঙ্গে আর একজনের মিষ্ট মুখখানিও মনে পড়িতেছে।"

আমি হাসিয়া বলিল, "কে সেই ভাগ্যবতী রূপসী ?"

জ্যাক বলিল, "আমার বাবার বন্ধুকন্যা ; আমার বাল্যসখী বাবাই এখন তাহার অভিভাবক।"

আমি বলিল, "তুমি বুঝি তাহাকে বড্ড ভালবাস ?"

জ্যাক বলিল, "ভালবাসার কথা কি বলিতেছ ? সে আমার নয়নের মণি, আমার আশার আলোক। আমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া না আসিলে এত দিন তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতাম। আমার দুর্ম্মতি ভিন্ন আর কি ! কিন্তু আশা আছে—আর অল্প দিন পরেই—" সে কথাটা শেষ না করিয়া অদূরবর্ত্তী পরিচারককে ডাকিয়া বলিল, "আমার বিল আন।"

আমি উঠিয়া 'ক্লোক'টা টানিয়া লইয়া, অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "হুঁ, তুমি যে তোমার পিতৃবন্ধুর কন্যার প্রেমে মজিয়া গিয়াছ—এ কথা আজ প্রথম শুনিলেও পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম !"—অভিমানে আমির চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল।

জ্যাক তাহা লক্ষ্য না করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "তাই না কি ? আমার যেন মনে হয় এ কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম।"

অরচেষ্ট্রার ঐক্যতান নীরব হইল ; বাদকগণ তাহাদের আসন ত্যাগ করিল। জ্যাক বিলের টাকা মিটাইয়া দিয়া, আমির পশ্চাতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। হঠাৎ মিঃ ব্লেক তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ইন্‌স্পেক্টর উইজনও আমির হাত ধরিয়া সুদৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারী। তোমাদিগকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সন্দেহে আমি তোমাদের উভয়কেই গ্রেপ্তার করিলাম।"

জ্যাক সবিস্ময়ে বলিল, "শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ? মিস্ লেথব্রীজ ! এ কথার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিছু জান না না কি ? ন্যাকামী রাখ ; ঐ অভিযোগে তোমাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

জ্যাক বলিল, "আমি ন্যাকামী করি নাই ; আপনার কথা সত্যই বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে বুঝাইয়া দিতেছি শোন :—তোমার সঙ্গিনী মিস্ আমি লেথব্রীজ বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেও উহার প্রকৃত নাম গ্রেটা মার্কহিম ! তুমি গবর্মেণ্টের হন্স্লো এরোপ্লেনের কারখানার কর্ম্মচারী হইয়া জর্ম্মানীর জন্য এই যুবতীকে এরোপ্লেন-নির্ম্মাণকৌশল-সংক্রান্ত অনেক গুপ্ত সংবাদ দিয়াছ। এই অপরাধে তোমাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।—এখন আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

জ্যাক মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত থাকিয়া, অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ অতি অসম্ভব কথা ! হাঁ, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি ? উন্মত্তের প্রলাপ !"—সে বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া রহিল ; কিন্তু অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল।

আমি লেথব্রীজের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার অপরাধ কিরূপ গুরুতর, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না ; সুতরাং আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া সে একটা হ্যাঁচ্কা টানে ইন্স্পেক্টর উইজনের হাত হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া, বুকের পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র পিস্তল বাহির করিল ; কিন্তু তাহা ইন্স্পেক্টরের বুকের উপর তুলিয়া ধরিবামাত্র ইন্স্পেক্টর তাহার হাতে একটা ধাক্কা দিলেন। পিস্তলের গুলি সশব্দে বাহির হইয়া, কয়েকজন লোকের মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া গিয়া টেবিলের একটা ফুলদানী চূর্ণ করিল !

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া ভোক্তার দল সভয়ে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। কেহ কেহ আহত হইবার আশঙ্কায় থামের অন্তরালে আশ্রয়-গ্রহণ করিল ; নারী-কণ্ঠে ভীতিসূচক আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। কাহারও কাহারও মূর্চ্ছার উপক্রম

হইল! কোন দিকে শৃঙ্খলা রহিল না। আমি সেথব্রীজ ইন্‌স্পেক্টরের কবল হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। জ্যাক আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু সে পলায়নের চেষ্টা করিল না। এ সকল কি কাণ্ড, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

যাহাহউক, দুই তিন মিনিট পরে জ্যাক প্রকৃতিস্থ হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "মহাশয়, আপনার ভুল হইয়াছে; এই ভ্রমের জন্য আপনাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে সম্ভাবনা থাকিলে কি তোমাকে গ্রেপ্তার করিতাম? না, আমার ভুল হয় নাই; আমরা জানিতে পারিয়াছি তোমার সঙ্গিনীর প্রকৃত নাম গ্রেটা মার্কহিম। সে জর্ম্মানীর গোয়েন্দা; তুমি তাহার গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্য করিতেছ।"

জ্যাক গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! আপনি কোন্ প্রমাণে এ কথা বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রমাণ? প্রমাণের অভাব নাই। আমরা গোয়ার ষ্ট্রীটে তোমাদের বোর্ডিং-হাউসে গিয়াছিলাম। তোমাদের ঘরে একটি ক্যামেরা, এবং গবর্মেণ্টের কারখানায় যে নূতন এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার ফটো ও কয়েকখানি নক্সা পাওয়া গিয়াছে!"

জ্যাক বলিল, "সেগুলি আমার জিনিস নয়; আমার ঘরেও তাহা থাকিতে পারে না। আপনি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন!"

আমিকে বলপ্রকাশ করিতে দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর উইজন তাহার হাতে হাতকড়া দিতে বাধ্য হইলেন। সে নিরুপায় হইয়া ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া, অভদ্র ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর তাহার দুর্ব্বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে রেস্তরাঁর বাহিরে লইয়া চলিলেন। মিঃ ব্লেক জ্যাককে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টরের আদেশে দুইজন কন্‌ষ্টেবল দুইখানি ট্যাক্সি লইয়া রেস্তরাঁর সম্মুখস্থ পথে অপেক্ষা করিতেছিল।

জ্যাক বারান্দায় আসিয়া আমিকে তাহার পাশে দেখিতে পাইল ; জ্যাকের বিশ্বাস হইল—আমিই অপরাধিনী ; এই জন্য সে বলিল, "আমি! এ সকল কি ব্যাপার ? আমি তোমার নিকট সত্য কথাই শুনিতে চাই। পুলিশকে জানাও—তোমার কোন কাজের জন্য আমি দায়ী নহি। তোমার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তুমি ত আমাকে কোন দিনও কোন কথা বল নাই! পুলিশের নিকট সে কথা তোমার স্বীকার করা উচিত।"

আমি বলিল, "উহাদিগকে আমার কিছুই বলিবার নাই ; তুমি অনর্থক আমাকে অনুরোধ করিতেছ।"

জ্যাক বলিল, "কিন্তু তুমি প্রথম হইতেই আমাকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছ ! তুমি জর্ম্মানের মেয়ে, নাম ভাঁড়াইয়া জর্ম্মান গবর্মেণ্টের গোয়েন্দাগিরি করিতেছ,—ইহা আমার স্বপ্নের অগোচর !"

আমি সরোষে বলিল, "বোকার মত যা তা বলিও না। সাধ্য হয় নিজের দোষস্খালন কর।"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন আমিকে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিলেন ; মিঃ ব্লেক জ্যাকসহ অন্য ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহারা ট্যাক্সির দ্বার রুদ্ধ করিলে ট্যাক্সি দু'খানি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নির্জ্জন পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

জ্যাক বলিল, "আপনারা কি সত্যই আমার ঘরে ক্যামেরা এবং এরোপ্লেনের ফটো ও নক্সাগুলি পাইয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সেগুলি তোমার শয়ন-কক্ষে খাটের গদীর ভিতর পাওয়া গিয়াছে। গ্রেটা মার্কহিমের ঘরেও তাহার অপরাধের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। সে যে সত্যই অপরাধিনী—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

জ্যাক বলিল, "কোন সূত্রে আপনারা সেখানে খানাতল্লাস করিতে গিয়াছিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ আজ সন্ধ্যার পর একখানি উড়ো চিঠি পাইয়াছিলেন। সেই পত্রে লেখা ছিল—তোমাদের ঘর খানাতল্লাস করিলে তোমাদের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে।"

জ্যাক বলিল, "আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ পাইয়াছেন। এখন বুঝিতেছি, আমি একটি হস্তীমূর্খ! আমি আমি লেথব্রীজকে আমাদের এরোপ্লেনের কারখানা দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলাম, একথা সরল ভাবে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু সে যে জর্ম্মানের মেয়ে, জর্ম্মান গবর্মেণ্টের গুপ্তচর—এ সন্দেহ কোন দিন আমার মনে স্থান পায় নাই। হাঁ, সে সেখানে একাধিক বার আমার সঙ্গে গিয়াছিল। তাহার দুরভিসন্ধি কোন দিন বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি সে আমাদের কারখানা দেখিবার যে সুযোগ পাইয়াছিল—সেই সুযোগের অপব্যবহার করিয়াছিল! আপনারা যে ক্যামেরা পাইয়াছেন তাহাও আমার নহে; আমার ক্যামেরা নাই। আমার ঘরে যে সকল জিনিস পাইয়াছেন বলিলেন—তাহা সেখানে কে রাখিয়াছিল জানি না। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি! আমি দেশের শত্রু জর্ম্মানীর গুপ্তচরকে কারখানার গুপ্ত সংবাদ দিয়া সাহায্য করিয়াছি? এরূপ মিথ্যা কলঙ্ক শুনিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে সুখী হইতাম।"

ক্ষোভে দুঃখে জ্যাকের কণ্ঠরোধ হইল। কয়েক মিনিট সে কোন কথা বলিতে পারিল না; অবশেষে যথাসাধ্য চেষ্টায় মন সংযত করিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে যে ইন্‌স্পেক্টরটি আসিয়াছেন, তিনি আপনাকে 'মিঃ ব্লেক' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আপনি সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক হইলে আমি প্রত্যাশা করিতে পারি—আপনি আমাকে এই লজ্জাজনক, অপমানজনক মিথ্যা অভিযোগ হইতে মুক্তিদান করিবেন। কারণ, আমি জানি আপনি চিরদিন ন্যায়ের বন্ধু, নিরপরাধ উৎপীড়িতের রক্ষাকর্ত্তা। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি অপরাধী নহি; কোন গর্হিত কাজ করি নাই। আমি লেথব্রীজ কোন দুরভিসন্ধিতে আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি! উঃ, কি ভীষণ প্রতারণা! আমি স্বদেশের কোন অপকার করিবার পূর্ব্বে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর মনে করিতাম। আমার একথা কি আপনি অবিশ্বাস করেন? না, আপনি মনে করিবেন না—মিথ্যা কথায় আপনাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছি।

মানুষের মনের ভাব বুঝিবার শক্তি আপনার অসাধারণ। আপনি নিশ্চয়ই আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছেন। কপটতার সাহায্যে কেহই আপনাকে প্রতারিত করিতে পারে না, তাহাও আমি জানি। আপনি বলিয়াছেন—আমার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।—সেই সকল প্রমাণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া যদি কেহ আমাকে কলঙ্কমুক্ত করিতে পারে—তাহা কেবল আপনিই পারিবেন, অন্য কাহারও সে শক্তি নাই। আমি সত্যই বলিতেছি আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য ঐ সকল জিনিস আমার গদীর ভিতর কে লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা জানি না, তাহা অনুমান করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "তোমার তাহা অনুমান করা উচিত। আর এক কথা,—ঐ যুবতী কি তোমার প্রণয়াকাজ্ক্ষিণী?"

জ্যাক বলিল, "উহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহার অধিক কিছুই নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে তোমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছিল?"

জ্যাক বলিল, "এখন ত তাহাই মনে হইতেছে! সে নানা ভাবে আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি তাহার ভালবাসায় কোন দিন উৎসাহ দিই নাই, কারণ আর এক জনকে আমি বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাও তোমার সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে। প্রত্যাখ্যাত নারীর প্রতিহিংসা কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা সম্ভবতঃ তোমার জানা নাই।"

জ্যাক বলিল, "আপনার ও কথার অর্থ বুঝিয়াছি। আপনি মনে করিয়াছেন আমি লেথব্রীজ আমার প্রণয়ে হতাশ লইয়া আমাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে, ঐ সকল জিনিস আমার অজ্ঞাতসারে আমার ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। না, আমি ইহা বিশ্বাস করি না। এ কাজ তাহা দ্বারা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে কাহার দ্বারা হইয়াছে মনে করিতেছ?"

জ্যাক বলিল, "তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য। পৃথিবীতে কাহারও

সহিত আমার শক্রতা নাই ; তবে আমাকে বিপন্ন করিবার জন্ত কে এ কাজ করিল কিরূপে বলিব ? বোর্ডিং-হাউজের সকলেরই সহিত আমার সদ্ভাব আছে।"

মিঃ ব্লেক জ্যাকের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু. অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিয়া আর কোন কথা বলিলেন না ; জ্যাককে আশা ভরসা দেওয়াও সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি কনষ্টেবলটার সম্মুখে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

জ্যাক আত্ম-সমর্থনের জন্ত মিঃ ব্লেককে যে সকল কথা বলিল, তাহা শুনিয়াও তাহার অপরাধ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি মনে করিলেন যদি তাহার অপরাধ ইচ্ছাকৃত না হয়, তথাপি সে দুঃশীলা জর্ম্মান যুবতীর বশীভুত হইয়া ও তাহার কার্য্যোদ্ধারের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে—তাহার মার্জ্জনা নাই। বস্তুতঃ, মিঃ ব্লেক কোন দিক দিয়াই তাহার নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। জ্যাককে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্ত কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক নিঃসন্দেহ হইলেন।

কাহার ষড়যন্ত্রে জ্যাককে এই ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছে তাহা সে স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিল—আমি লেথব্রীজই ঐ সকল দ্রব্য তাহার শয্যা-কক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; সুতরাং তাহার অনুকূলে আমি কোন কথা বলিবে—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আদালতে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে সে সুদীর্ঘ কালের জন্ত কারাগারে প্রেরিত হইবে, স্বদেশদ্রোহী ও শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াও (probably he would be shot) বিচিত্র নহে, এই কথা চিন্তা করিয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

জ্যাক হতাশ হইয়া মনে মনে বলিল, "ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, আমি আমার প্রকৃত নাম প্রকাশ করিব না। আমার জন্ত আমার পিতার বংশের দুর্নাম হইবে—ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

গাড়ী থামিলে মিঃ ব্লেক দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "এখানে আমাদিগকে নামিতে হইবে। আমরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক জ্যাকের হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া একটি ঘরে লইয়া চলিলেন। সেখানে তাহার ও আমির বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ হইলে, তাহাদিগকে ক্যানরো থানার হাজতে প্রেরণ করা হইল। যে দিন জ্যাক ব্রিকমুরে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রিয়তমার সহিত মিলনের জন্ম ব্যাকুল হইয়াছিল, ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সেই ২৪এ ডিসেম্বর তাহাকে হাজতে বসিয়া হতাশ ভাবে রোদন করিতে হইল! কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে অবসন্ন ভাবে সে সেই কক্ষের অনাদৃত মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

*　　　*　　　*　　　*

দীর্ঘকাল চিন্তার পর মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, জ্যাক আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছে—তাহা সত্য হইতেও পারে; সত্য হইলে জ্যাক যে তাঁহার সহানুভূতি লাভের অযোগ্য নহে, ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। যে যুবতী এই নির্ব্বোধ যুবককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপন্ন করিয়াছিল, তাঁহার সকল ক্রোধ তাহারই উপর গিয়া পড়িল। তিনি এক দিন হাজতে গিয়া ছদ্মনামধারিনী গ্রেটা মার্কহিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু জেরা করিয়া তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিলেন না। সে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সম্মত হইল না; কিন্তু সে-ই যে জ্যাকের শয়ন-কক্ষে পূর্ব্বোক্ত জিনিসগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এই বিশ্বাস তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। তিনি গোরার ষ্ট্রীটের বোর্ডিং-হাউসে গিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। কয়েকদিন তদন্তের পর এক দিন সায়ংকালে তিনি স্মিথকে বলিলেন, "কাল তোমাকে রবার্ট কুইন্‌টনের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। এই লোকটা মিসেস্ ডালিমোরের বোর্ডিং-হাউসে কয়েক সপ্তাহ বাস করিয়াছিল। যে রাত্রে গ্রেটা মার্কহিম ও জ্যাক বিভানকে গ্রেপ্তার করা হয়—সেই দিন সন্ধ্যার পর সে হঠাৎ বোর্ডিং-হাউস ত্যাগ করিয়াছিল।

"জ্যাক বিভান ও গ্রেটা মার্কহিমের বিরুদ্ধে যে বেনামা পত্র স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই বেনামা পত্রের লেখক যে রবার্ট কুইন্‌টন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে

তদন্তের খানিক সুবিধা হইবে ; তবে জ্যাক বিভানের সহিত তাহার বিরোধ নাই, এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু গ্রেটা মার্কহিমের ডেস্‌প্যাচ-বাক্স সে ভিন্ন অন্য কেহ ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। আমার বিশ্বাস—সে সেই ডেস্‌প্যাচ-বাক্সের কোন কোন জিনিস জ্যাকের অজ্ঞাতসারে তাহার খাটের গদির ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বেনামা চিঠিখানা পাঠাইয়াছিল। আমার এই ধারণা সত্য হইলে একটি বিষয় জানা আবশ্যক ; জ্যাক তাহার শত্রু নহে, তবে কি উদ্দেশ্যে জ্যাককে বিপন্ন করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল ?

"আজ রবার্ট কুইন্‌টনের একটু সন্ধান পাইয়াছি। যে ট্যাক্সিচালক তাহাকে রসেল ষ্ট্রীটের মোড় হইতে পিকাডেলিতে 'ডিষ্ট্রীক্ট মেসেঞ্জারে'র আফিস পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি ; আরও জানিতে পারিয়াছি—রবার্ট কুইন্‌টন সেই ট্যাক্সিতেই ওয়াটারলু পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সে মিসেস্ ডালিমোরকে বলিয়াছিল—মিড্‌ল্যাণ্ডস্ হইতে আসিয়া সে তাঁহার বোর্ডিং-হাউসে বাসা লইয়াছিল ; কিন্তু আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি তাহার বাড়ী 'লণ্ডন ও সাউথ ওয়েষ্টার্ণ' রেলের সন্নিহিত কোন স্থানে। কুইন্‌টন তাহার প্রকৃত নাম কি ছদ্মনাম, তাহা জানিতে পারি নাই। যদি তাহার সাক্ষাৎ পাই তাহা হইলেও তাহার নিকট হইতে কোন কাজের কথা জানিতে পারিব—এরূপ আশা নাই ; তথাপি তাহার সহিত দেখা হওয়া দরকার। এ পর্য্যন্ত কোন দিকেই সুবিধা করিতে পারিলাম না ; এ জন্য আর আমার পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কাল জ্যাক বিভান ও গ্রেটা মার্কহিমের বিচারের দিন ; বিচারের কি ফল হইবে—তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, তবে এইমাত্র বলিতে পারি একজন অপরাধীর দণ্ড নিশ্চয়ই সঙ্গত হইবে। স্ত্রীলোকটির অপরাধ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে জ্যাক বিভান ও আমি লেথব্রীজ ওরফে গ্রেটা মার্কহিমের স্বতন্ত্র ভাবে বিচার হইল, এবং বিচারক প্রকাশ্য আদালতের পরিবর্ত্তে খাস কামরায় তাহাদের বিচার করিলেন। কতকগুলি মামলার বিচার নানা কারণে প্রকাশ্য আদালতে না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; এই দুইটি মামলাও সেই শ্রেণীর। আসামীদ্বয়

তাহাদের পক্ষ-সমর্থনের জন্ম কৌন্সিলী নিযুক্ত করিয়াছিল, এবং তাহারা অপরাধ অস্বীকার করিলেও জজ ও জুরীর বিচারে শাস্তি পাইল। জজ আমি লেথব্রীজের প্রতি দশ বৎসর ও জ্যাক বিভানের প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। জর্ম্মানীর এই নারী-গোয়েন্দাকে দশ বৎসরের জন্ম সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন—সে রমণী বলিয়াই অপরাধের তুলনায় তাহার প্রতি লঘুদণ্ডের আদেশ হইল।

এই বিচারের সময় জ্যাক তাহার নাম ধাম প্রকাশ করে নাই; এমন কি, সে নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে সম্মত হয় নাই। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর উইজন গ্রেটা মার্কহিমের ডেস্‌প্যাচ-বাক্সে ও জ্যাকের শয়ন-কক্ষের গদির ভিতর নয়খানি মাত্র নক্সা সংগ্রহ করিতে পারিলেও, তাহার ডেস্‌প্যাচ-বাক্সে মোট তেরখানি নক্সা ছিল—এ কথা গ্রেটা প্রকাশ করে নাই। চারিখানি নক্সা গোপনে অদৃশ্য হইয়াছিল—ইহা তাহার স্মরণ ছিল না, কারণ, বিচারকালে সে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিল।

এই উভয় মামলার বিচার গোপনে খাস-কামরায় হইলেও মিঃ ব্লেক বিচারের সময় বিচারকের খাস-কামরায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বিচার-শেষে যখন জ্যাক বিভানকে হাজতে লইয়া যাওয়া হইল, সেই সময় মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর উইজনের সহিত বিচারকের কক্ষের বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু জ্যাক বিভানের হতাশ মুখচ্ছবি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল—বিনা অপরাধে তাহাকে সুদীর্ঘ সাত বৎসরের জন্ম কারাগারে প্রেরণ করা হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্যাক বিভানের চম্পট-দান

রবার্ট কুইন্‌টন জ্যাক বিভানের সর্ব্বনাশের সুব্যবস্থা করিয়া যে দিন মিসেস্ ডালিমোরের বোর্ডিং-হাউস হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল—তাহার পর একটি বৎসর অতীত হইয়াছে।—সেই ডিসেম্বর মাসের পর, বৎসর ঘুরিয়া, আর এক ডিসেম্বর আসিয়াছে; কিন্তু মিঃ ব্লেক এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাহার সন্ধান পান নাই। সে যেন হাওয়ায় মিশিয়া গিয়াছিল! জর্ম্মানীর সহিত তখনও মহা সমারোহে ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। ডিসেম্বরের গাঢ় কুজ্ঝটিকায় লণ্ডন নগর সমাচ্ছাদিত। কুয়াশা সমগ্র দেশকে যেন সাদা থান দিয়া মুড়িয়া দিয়াছিল! ডিভনসায়ারে তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় বৃষ্টির তোড়ে বরফ গলিয়া গেল। তাহার পর তুষার-শীতল বায়ুপ্রবাহে প্রচণ্ড শীতের আবির্ভাব হইল। ব্লিকমুরের সন্নিহিত অরণ্যাবৃত সমতল ভূখণ্ডে ঝটিকার প্রাবল্য লক্ষিত হইল।

ব্লিকমুরের দুর্ভেদ্য ও ভীষণদর্শন কারাগার সন্নিধানে, টাভিষ্টক রোডের পার্শ্বে যে পাষাণপ্রাকার-বেষ্টিত প্রান্তর আছে, সেই প্রান্তরে কয়েদীর পরিচ্ছদধারী একদল লোক বিভিন্ন প্রকার শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের অনেকের হাতে সাবল, কোদালী ও খন্তা ছিল। যাহার যে কাজ, সে সেই কার্য্যের উপযোগী অস্ত্র পাইয়াছিল। তাহাদের অদূরে সশস্ত্র ওয়ার্ডারেরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল।

এই কয়েদীর দলে বিভিন্ন বয়সের লোক ছিল। তাহারা বিভিন্ন সমাজ হইতে

আসিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। সমাজের উচ্চস্তরের কয়েদীও সেই দলে ছিল; কিন্তু এখানে সকলেই সমান। কেহ মহাপাপিষ্ঠ; কেহ বা হঠাৎ প্রলোভনে ভুলিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছিল, ধরা পড়িয়া অনুতপ্ত চিত্তে এখানে আসিয়াছিল; উভয়ের মনোভাবের ভিতর আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু এখানে সকলকে একই প্রকার শাসন মাথা পাতিয়া লইতে হয়। এখানে তাহাদের নাম নাই, এক একটি সংখ্যাই তাহাদের পরিচয়। যত দিন তাহারা মুক্তিলাভ করিতে না পারে—তত দিন পর্য্যন্ত, তাহাদের লোহার হাঁসুলীর চাক্তির নম্বরই তাহাদের নামের কাজ করে। এই জন্য অনেকে নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়! তাহারা জীবিত থাকিয়াও বহির্জ্জগতের চক্ষে মৃত। তাহারা জীবন্ত কল মাত্র!—সেই কলে সরকারের কাজ চলে।

মেজর হ্যামণ্ড যে কারাগারের অধ্যক্ষ, বিধাতার বিচিত্র বিধানে তাঁহার পুত্র জ্যাক বন্দীরূপে সেই ব্লিকমুর কারাগারেই প্রেরিত হইয়াছিল। জ্যাকের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলে, প্রথম নয় মাস সে লণ্ডনের অদূরবর্ত্তী কোন কারাগারে আবদ্ধ ছিল। নয় মাস পরে একদল কয়েদীর সহিত সে ব্লিকমুর কারাগারে প্রেরিত হয়। সে জানিত তাহার পিতাই ব্লিকমুর কারাগারের অধ্যক্ষ; পাছে তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন—এই ভয়ে ব্লিকমুরে আসিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কয়েদীর ইচ্ছায় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পরিবর্ত্তিত হয় না। সে কি জন্য ব্লিকমুরের পরিবর্ত্তে অন্য কোন কারাগারে বদলী হইতে চাহে, তাহাও সে বলিতে সাহস করিল না—পাছে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারেন।

যাহা হউক, জ্যাক ব্লিকমুর কারাগারে নীত হইলে, পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে ভাবিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল; কিন্তু মেজর হ্যামণ্ড সে সময় কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গমন করায় তাহাকে সহকারী কারাধ্যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সহকারী কারাধ্যক্ষ নবাগত কয়েদীগণকে কয়েকটি হিতোপদেশ দিয়া বিভিন্ন ওয়ার্ডারের জিম্বা করিয়া দিলেন।

তাহার পর কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত জ্যাককে তাহার পিতার সম্মুখে আসিতে

হয় নাই। জ্যাক সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকায় কারাধ্যক্ষ পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই; আর তাহাকে চিনিতে পারিলেও তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না। ক্ষোভে দুঃখে, বা আনন্দে উল্লাসে কখন তাঁহার মুখের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না।

মেজর হ্যামণ্ড সেখানে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি জ্যাকের বাল্যসখী এডিথ ভারননের অভিভাবক ছিলেন; এজন্য এডিথও সেখানে আসিয়াছিল। হঠাৎ এডিথের সহিত সাক্ষাৎ হইতেও পারে ভাবিয়া জ্যাক সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত; কিন্তু সে কোন দিন এডিথকে দেখিতে পাইল না। জ্যাক মনে করিল, কর্ণওয়ালে এডিথের আত্মীয় স্বজন আছে, সে হয় ত তাহাদেরই কাছে গিয়াছে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর জ্যাক যখন তাহার নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিরানন্দময় প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করিত, তখন অতীত জীবনের সকল কথাই তাহার মনে পড়িত। লণ্ডনের বোর্ডিং-হাউসে যে যুবতীর সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল—তাহারই ছলনায় তাহার এই দুরবস্থা; নিরপরাধ সে, তথাপি তাহাকে সুদীর্ঘ সাত বৎসর কঠোর কারাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে! তাহার গ্রেপ্তার, বিচার ও দণ্ডাদেশ যেন একটা উৎকট স্বপ্ন বলিয়াই তাহার মনে হইত। অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে সে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিত; দারুণ শীতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইত।

প্রথম নয় মাস জ্যাককে নির্জ্জন কারা-প্রকোষ্ঠে বাস করিতে হওয়ায় এই নির্জ্জনতা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ব্লিকমুরে আসিয়া সে শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া মনের কষ্ট ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু যখনই তাহার মনে হইত—আরও সুদীর্ঘ ছয় বৎসর তাহাকে এইভাবে কাটাইতে হইবে; তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইবার সকল আশা বিলুপ্ত হইয়াছে; জীবনের অবশিষ্ট কাল তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কধ্বজা বহন করিতে হইবে; তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিত না। জীবন তাহার দুর্ব্বহ মনে হইত। মুক্তিলাভ করিলেও আত্মীয় বন্ধুগণের ঘৃণার পাত্র হইয়া, সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, কোন্ আশায় জীবন ধারণ করিবে

তাহা সে বুঝিতে পারিত না। তথাপি বিনা-অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করা সে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করিত। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের জন্ত তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহার পিতা কারাগার হইতে কত দূরে বাসা করিয়াছিলেন, জ্যাক তাহা জানিবার সুযোগ না পাইলেও বুঝিতে পারিয়াছিল—কারাগারের অদূরেই তাঁহাকে বাসা করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রিন্স টাউনের প্রান্তভাগেই কারাধ্যক্ষের বাসা। তাঁহার গৃহসন্নিহিত কলের চিমনীগুলি পর্য্যন্ত জ্যাক কারাগার হইতে দেখিতে পাইত; সে কাজ করিতে করিতে সেই দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত। এত নিকট থাকিয়াও সে প্রিয়জনের কত দূরে বাস করিতেছে! এই ব্যবধান কি দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য! তাহার মাতা ও এডিথ অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসিয়া হয় ত তাহারই কথার আলোচনা করিতেছেন; আর সে কারাপ্রাঙ্গনে কতকগুলি পশুপ্রকৃতি, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যনামের অযোগ্য কয়েদীর দলে মিশিয়া ইট ভাঙ্গিতেছে ও মাটী কাটিতেছে! তাহার এই দুর্দ্দশা তাহার স্নেহময়ী জননীর, প্রেমময়ী প্রেয়সীর স্বপ্নেরও অগোচর।

জ্যাক্ অদূরবর্ত্তী প্রিন্স টাউনের সমুন্নত সৌধশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলিল, "এডিথ জানে না আমি তাহার এত নিকটে আছি! আমার পত্র না পাইয়া তাহার মন হয় ত দুঃখে ও অভিমানে পূর্ণ হইয়াছে। আমি কোথায় কিভাবে আছি, তাহা তাহার অনুমান করিবারও শক্তি নাই! কোনরূপে সে একথা জানিতে না পারে, জীবনে তাহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ না হয়—তাহা করিতেই হইবে। আমার সকল সুখ, সকল আশা সমাধিগর্ভে বিলীন হইয়াছে!"

খৃষ্টোৎসবের আর বিলম্ব নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনে তাহার হৃদয় কত আনন্দে, কত আশায় পূর্ণ ছিল, আর আজ?—জ্যাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিল। নানা চিন্তায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, এই জন্ত তাহার হাতের কাজ তেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল না; তাহা

লক্ষ্য করিয়া একজন ওয়ার্ডার তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "৮৯নং ! তুমি কাজে বড়ই গাফিলী করিতেছ। হাত চালাইয়া কাজ কর।"

জ্যাকই ৮৯নং কয়েদী। সে ওয়ার্ডারের তাড়ায় তাহার শুভ্র কোমল হস্তে কোদালী ধরিয়া পুনর্ব্বার তাড়াতাড়ি মাটী কাটিতে লাগিল। কয়েদীদের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছিল; তাহারা কারাগারে প্রত্যাগমন করিবে, এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠিল। প্রহরীরা কিছু দূরে আছে দেখিয়া জ্যাকের পার্শ্বস্থ কয়েদী ব্লিঙ্কি স্মিথ জ্যাককে নিম্নস্বরে বলিল, "তোমার ভাব দেখিয়া মনে হয়—তুমি এই খাঁচা হইতে বাহির হইতে পারিলেই যেন বাঁচ।"

জ্যাক বলিল, "তোমার অনুমান সত্য, কিন্তু উপায় কি ?"

ব্লিঙ্কি স্মিথ বলিল, "চেষ্টা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় কি ? একটা সুযোগ আসিতেছে; কিন্তু সুযোগটা কাজে লাগাইতে তোমার সাহস হইবে কি না জানি না।"

জ্যাক বলিল, "তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না !"

ব্লিঙ্কি স্মিথ গগনপ্রান্তস্থ গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ মেঘের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঝড় উঠিয়াছে; ঐদিকে চাহিলেই এই ঝড়ের পরিণাম ও তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।"

জ্যাক বলিল, "তা বটে; কিন্তু গুলি খাইয়া মরিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই।" (I don't care to be shot.)

ব্লিঙ্কি স্মিথ হাসিয়া বলিল, "তেমন কৌশলে সরিয়া পড়িতে জানিলে গুলি খাইবে কেন ? আমি বরং তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। এ সকল কাজে আমরা পরস্পরকে সাহায্য না করিলে আর কে করিবে ?"

ব্লিঙ্কি স্মিথের কথা শেষ হইতে না হইতে ঝটিকাসঞ্চালিত গাঢ় কুজ্ঝটিকার মেঘে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল। সেই অন্ধকারে দৃষ্টি চলিবার উপায় রহিল না।

ব্লিঙ্কি স্মিথ বলিল, "এরকম সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায় না ! এই মুহূর্ত্তেই চম্পট দাও।"

জ্যাক ব্রিহি স্মিথের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিল না; সাময়িক উত্তেজনায় সে মুক্তিলাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। পলায়ন করিলে তাহার বিপদের আশঙ্কা কিরূপ প্রবল—তাহা চিন্তা না করিয়াই, সে হাতের কোদালী ফেলিয়া দিল; তাহার পর পাষাণ-প্রাচীর অভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

একজন ওয়ার্ডার তাহার পদশব্দ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "থামো ৮৯নং! থামো, কোথায় যাও? শীঘ্র ফিরে এস।"

কিন্তু জ্যাক ওয়ার্ডারের আদেশ গ্রাহ্য করিল না; সে অন্ধকারে দৌড়াইতে লাগিল। ব্যাধভয়ে পলাতক মৃগের ন্যায় সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইল। তখন তাহার গতিরোধ করিবার জন্য তাহার পশ্চাদ্দিকে 'দুড়ুম দুড়ুম' শব্দে রাইফেলের গুলি ছুটিতে লাগিল। অন্ধকারে গুলি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল না, বোঁ-বোঁ শব্দে তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। একটা গুলি তাহার জানু স্পর্শ করিয়া দূরে পড়িল। জ্যাক ঈষৎ আহত হইল। সে আঘাত গুরুতর নহে; সে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া, ক্ষতস্থানে হাত দিয়া বুঝিতে পারিল—একটুখানি ছড়িয়া গিয়াছে মাত্র! সে পুনর্ব্বার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরে বন্দুকের আওয়াজ থামিয়া গেল। জ্যাক সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পাষাণ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, মুক্ত প্রান্তর দিয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিল। স্বাধীনতা লাভের আশায় সে তখন 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল।

কারাগারের প্রায় এক মাইল দূরে আসিয়া সে থামিল; রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "আজ আমি মুক্ত! স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি; প্রাণপণ চেষ্টায় নরক হইতে পলায়ন করিয়াছি। আর আমাকে ধরে কে?"

কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে লইয়া যাইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা হইয়াছিল। ৮৯ নং কয়েদীর পলায়নের সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইবামাত্র ঢং-ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতাসূচক কামানগর্জ্জন আরম্ভ হইল! সেই শব্দে বহুদূরের লোক জানিতে পারিল, কয়েদী পলায়ন করিয়াছে! একদল প্রহরী পলাতক জ্যাককে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইল। কারাপ্রাচীরের বাহিরে অরণ্য ও প্রান্তরে যে সকল গৃহস্থ বাস

করিত, কারা-প্রহরীগণের অনুরোধে তাহাদেরও কেহ কেহ পলাতক কয়েদীর অনুসন্ধানে চলিল।

ব্লিকমুর কারাগার হইতে কোন কোন কয়েদী এইভাবে মধ্যে মধ্যে পলায়ন করে; কিন্তু শতকরা নিরেনব্বই জন ব্লিকমুরের প্রান্তসীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়ে। তাহাদের পরিধানে তীরমার্কা জেলখানার পোষাক থাকে; পলাতক কয়েদীরা তাড়াতাড়ি সেই পরিচ্ছদ পরিত্যাগের সুযোগ পায় না, এই জন্যই তাহারা ধরা পড়িয়া যায়। পলাতক কয়েদী কোন নির্জ্জন স্থানে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিতেও পারে, কিন্তু সে সেখানে অনাহারে দীর্ঘকাল লুকাইয়া থাকিতে পারে না; ক্ষুধার তাড়নায় লোকালয়ে প্রবেশ করিলেই তাহাকে ধরা পড়িতে হয়।

জ্যাক বিভান মুক্তিলাভের আশায় পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু সে নিরাপদ স্থানে আসিয়া, নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল—পরিত্রাণ লাভ করা সহজ হইবে না; শীঘ্রই তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। তখন তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল; কিন্তু কারাগারে প্রত্যাগমন করিয়া দণ্ডের উপর গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিতে তাহার আগ্রহ হইল না। সুতরাং যাহাতে ধরা পড়িতে না হয়—সেই জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করাই সে সঙ্গত মনে করিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা বিলুপ্ত হইবে—তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। সে বুঝিল—আত্মরক্ষার জন্য প্রথমেই পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিতে হইলে তাহাকে চুরী করিতে হইবে; চুরী ভিন্ন তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল না। চৌর্য্যবৃত্তিকে জ্যাক অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত; তথাপি স্বাধীনতার লোভে এই হীন কার্য্যেও তাহার আগ্রহ হইল।

জ্যাক মনে মনে বলিল, "যদি কোন উপায়ে লণ্ডনে যাইতে পারি—তাহা হইলে মিঃ ব্লেকের আশ্রয় গ্রহণ করিব। আমি নিরপরাধ—একথা তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি কারাগার হইতে আমার পলায়নের সমর্থন না করিলেও দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দান করিবেন। আমি যে নিরপরাধ—ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্যও তিনি চেষ্টা করিতে পারেন।"

গুলি লাগিয়া তাহার পায়ে যে ক্ষত হইয়াছিল সেই ক্ষত অত্যন্ত টাটাইতে লাগিল; এই সকল স্থান তাহার পরিচিত হইলেও কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে সে পথ দেখিতে না পাওয়ায়, লক্ষ্যহীন ভাবে এক দিকে চলিতে লাগিল। তাহার আশা হইল এইভাবে চলিতে চলিতে সে টাভিষ্টকে বা ইয়েলভারটনের জংসন-ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিবে। যে-কোন একটা রেল-ষ্টেশন সে প্রার্থনীয় মনে করিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বে কোনও স্থান হইতে পোষাক চুরী করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। সে মনে করিল, বিনা-অপরাধে যাহার কারাদণ্ড হইয়াছে, যে কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিবার তাহার অধিকার আছে; এমন কি, এজন্য যদি নরহত্যা করিতে হয়—তাহাতেও সে কুণ্ঠিত হইবে না!

ক্রমে ঝটিকার বেগ প্রশমিত হইল, কিন্তু কুজ্ঝটিকার অন্ধকার হ্রাস হইল না। জ্যাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিল; কিন্তু কোথায় আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া অন্য দিকে নামিয়া গেল। যে সকল কারাপ্রহরী তাহাকে ধরিতে বাহির হইয়াছিল—এক এক সময় তাহারা তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়াও, অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া দূরে চলিয়া গেল। এক একবার তাহাদের কণ্ঠস্বরও তাহার কর্ণগোচর হইল।

অবশেষে সন্ধ্যা-সমাগম হইল। দীর্ঘকাল পথভ্রমণ করিয়া জ্যাক অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইল, তাহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে সে একটি বনের ধারে শ্রান্তদেহে শয়ন করিল। সে নয়ন মুদিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এডিথ এখন কি করিতেছে কে জানে? আমাকে এই অবস্থায় দেখিলে সে কি মনে করিত, বুঝিতে পারিতেছি না!"

শ্রান্তিভরে জ্যাকের চক্ষু মুদিয়া আসিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কারাধ্যক্ষের গৃহে

অল্পকাল পরে কিছু দূরে একটা কুকুরের ভক্-ভক্ শব্দ শুনিয়া জ্যাক বিস্তানের নিদ্রাভঙ্গ হইল; সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয় নাই। সে উঠিয়া বসিয়া, কুকুরটার চিৎকার শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।. উহা ব্লড-হাউণ্ড জাতীয় কুকুর!

জ্যাক অস্ফুট স্বরে বলিল, "জেলখানার প্রহরীগুলা আমার সন্ধানের জন্য ব্লড্ হাউণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছে? তবে আর আমার পরিত্রাণ নাই! কুকুরটার চীৎকার শুনিয়া তাহারা শীঘ্রই এখানে আসিয়া পড়িবে।"

জ্যাক ধরা পড়িবার ভয়ে বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সে পশ্চাতে কুকুরটার পদশব্দ শুনিতে না পাইয়া বুঝিতে পারিল কুকুর তাহার অনুসরণ করে নাই। কণ্টকাঘাতে তাহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল; সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল। এই ভাবে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সে সম্মুখে একটা আলোক-শিখা দেখিতে পাইল। তাহার ধারণা হইল উহা কোন গোলাবাড়ীর আলো। জ্যাক সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ক্রমে সে একটি ইষ্টকপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইল। প্রাচীরের ভিতর একটি বাগান। বাগানের এক প্রান্তে একটি অট্টালিকা। একটি প্রস্তরবদ্ধ পথ বাগানের ভিতর দিয়া সেই অট্টালিকার দ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত। সেই অট্টালিকার কয়েকটি জানালা দিয়া দীপালোক জ্যাকের দৃষ্টিগোচর হইল। অদূরবর্ত্তী পাকশালায় বোধ হয় তখন মাংস পাক হইতেছিল; তাহার গন্ধ জ্যাকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে ক্ষুধায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

জ্যাক মনে মনে বলিল, "আমার কিছু না খাইলে আর চলিতেছে না! কিন্তু আহারের চেষ্টায় ঐ বাড়ীতে গিয়া বিপদে পড়িব না ত?"

জ্যাক বাগানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় একখানি ট্রেণের

'হুইশ্ল' তাহার কর্ণগোচর হইল; তাহার পরেই ট্রেণ চলিবার ভস্-ভস্ শব্দ শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল কিছু দূরে কোন রেলের লাইন আছে।

জ্যাক বলিল,"ওঃ, কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি! আমি পথ হারাইয়া অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে বোধ হয় ইয়েলভারটন-জংসনের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। না, উল্টা দিকে চলিয়া অবশেষে প্রিন্স টাউনেই ফিরিয়া আসিলাম? হাঁ, হয় ইয়েল্ভারটন, না হয় প্রিন্স টাউন—এই দুইটির একস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি!"

সে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিবে কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। রেলপথে লণ্ডনে যাইতে হইলে পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য; নতুবা তাহাকে ধরা পড়িতেই হইবে। এতদ্ভিন্ন, সে ক্ষুধায় এতই কাতর হইয়াছিল যে, তাহার নড়িবারও সামর্থ্য ছিল না। এই জন্য সে ধীরে ধীরে বাগানে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল।

তখন সন্ধ্যা ছয়টা। সান্ধ্য অন্ধকারের ছায়া ধীরে ধীরে ধরাতল আচ্ছন্ন করিতেছিল। সেই সময় ব্লিকমুর কারাগারের অধ্যক্ষের প্রিন্স টাউনস্থিত বাড়ীতে দুই জনের অধিক লোক ছিল না। প্রধান পরিচারিকা সেদিন অপরাহ্নকালেই সেই রাত্রির মত ছুটী লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। মেজর হ্যামণ্ড তখন কারাগারে দৈনন্দিন কার্য্যে রত ছিলেন, বাসায় প্রত্যাগমন করেন নাই। তাঁহার স্ত্রী মধ্যাহ্নে বাজার করিতে গিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত বাজার হইতে ফিরিতে পারেন নাই; কেবল একটি অল্পবয়স্কা পাচিকা পাকশালায় রন্ধন করিতেছিল। মেজরের বন্ধু-কন্যা এডিথ ভারনন লাইব্রেরীতে বসিয়া তাহার প্রণয়ী জ্যাকের কথা চিন্তা করিতেছিল। বহুদিন জ্যাকের কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, মনে সুখ ছিল না।

এডিথের বয়স তখন একুশ বৎসর। পরমেশ্বর তাহাকে অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন; যে তাহাকে দেখিত—তাহার রূপ দেখিয়া তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইত। অনেক ধনাঢ্য যুবক তাহার উপাসনার জন্য ব্যাকুল হইয়া, 'লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা মুদিত পদ্মের কাছে'—তাহার চারি দিকে

গুন করিত ; কিন্তু সে বড় কঠিন স্থান ! কর্ণেল হ্যামণ্ডের ন্যায় কড়া অভিভাবকের গৃহে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এডিথও কাহারও সহিত মিশিতে ভালবাসিত না, জ্যাকের কাছেই তাহার মন পড়িয়া থাকিত।

লাইব্রেরী-কক্ষ তখন উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত ; এডিথ অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসিয়া চিন্তাকুল চিত্তে বহ্নিসেবন করিতেছিল। অগ্নিকুণ্ডের আগুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে অতীত সুখের কত উজ্জল চিত্র কল্পনা-নেত্রে উদ্ভাসিত দেখিতে পাইতেছিল !—তাহার মনে হইতেছিল—আজ কোথায় সেই সুখ, সেই আনন্দ, প্রথম যৌবনের সেই শান্তি ও তৃপ্তি ! প্রিয়তমের মুখ মনে পড়ায় তাহার বুকের ভিতর বিরহ-বিষাদ ও বেদনা যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। এক একবার তাহার সন্দেহ হইতেছিল—জ্যাক বিদেশে গিয়া কোন ভাগ্যবতী তরুণীর প্রেমে পড়িয়া—তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে ; সে আর তাহাকে ভালবাসে না, আর তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবে না ! তাহার 'এ বারের মত বসন্ত গত জীবনে।'—এডিথের অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে দীপালোক ঝলমল করিয়া উঠিল।

এডিথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল; "জ্যাক, জ্যাক ! তুমি যেখানে থাক, ফিরিয়া এসো। তোমার মা তোমার জন্য দিবা-নিশি বিলাপ করিতেছেন ; তোমাকে এই তিন বৎসর না দেখিয়া আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছি। তুমি কি নির্দ্দয় ! আমাকে কত ভালবাসিতে, সে ভালবাসা কি মৌখিক ? যদি আমার মত তোমার প্রেম গভীর হইত, তাহা হইলে কি এত দিনও আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতে ? কোথায় আছ জ্যাক ! এসো, ফিরে এসো। 'আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্তে বঁধু হে, ফিরে এসো' !"

বিধাতা কি সেই বিরহবিধুরা প্রেমিকা তরুণীর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন ?—মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এডিথ মুক্ত দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই, যুবতী পাচিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "মিস্, হঠাৎ বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম, কসুর মাফ করুন। আমার আত্মীয়া জিমি মার্স এই মাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিয়া

বলিয়া গেল আমার মা হঠাৎ বড়ই অসুস্থ হইয়াছেন ; আমার অবিলম্বে তাঁহার কাছে যাওয়া দরকার।”

এডিথ বলিল, “বড়ই দুঃখের বিষয়! এ অবস্থায় তোমার যাওয়াই উচিত। তোমার মায়ের অসুখ, কি করিয়া তোমাকে যাইতে নিষেধ করি? তুমি যাও, মা না আসা পর্য্যন্ত বাড়ীতে আমাকে একা থাকিতে হইবে, কিন্তু উপায় কি?”

পাচিকা বলিল, “কিন্তু আপনাদের খাবার দেওয়ার কি ব্যবস্থা হইবে? রান্না শেষ করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনারা আহারে বসিলে খাবার জিনিসগুলি গুছাইয়া না দিলে—”

এডিথ বলিল, “সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না জেন! আমি সব ঠিক করিয়া লইতে পারিব। তুমি যাহা করিতে পার আমি তাহা পারি না মনে করিও না; আমি তেমন অপদার্থ নই।”

জেন বলিল, “যদি মাকে একটু ভাল দেখি—তাহা হইলে আজ রাত্রেই ফিরিয়া আসিব। কর্ত্তাকে বলিবেন তিনি যেন রাগ না করেন।”

পাচিকা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। এডিথ আরও কয়েক মিনিট বসিয়া ভাবিল; তাহার পর রান্নার কত দূর কি হইয়াছে দেখিবার জন্য উঠিয়া পাকশালার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

এডিথ পাকশালার দ্বারে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার গা ছমছম্ করিয়া উঠিল! সে দেখিল—একজন লোক মাংসের ডেক্‌চির ঢাকনি খুলিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া আছে! তাহার পরিচ্ছদ কয়েদীদের পরিচ্ছদের ন্যায় তীর-চিহ্নবিশিষ্ট! সেই পরিচ্ছদ সিক্ত, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি একটা ঝুড়ির ভিতর রুটি মাখম ও কয়েকটি সুপক্ক ফল পুরিয়া লইল; তাহার পর রোষ্ট-করা একটা মুরগী লইয়া সেই ঝুড়ির ভিতর ফেলিল।

চোরটা হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেই দ্বারপ্রান্তে এডিথকে দেখিতে পাইল। সে স্তম্ভিত ভাবে এডিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,

মন সে স্থান কাল ও তাহার অবস্থার কথা বিস্মৃত হইল! এডিথ তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল; কিন্তু সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিল না, তাহার ব্যবহারেও আতঙ্ক প্রকাশিত হইল না। সে স্থিরদৃষ্টিতে জ্যাকের বিবর্ণ ক্লান্ত ও আতঙ্কবিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "দেখ চোর! তুমি মনে করিও না—এখান হইতে পলাইতে পারিবে। না, আমি তোমাকে পলায়ন করিতে দিব না। মেজর যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাড়ী না ফিরিবেন, ততক্ষণ তোমাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর যদি তুমি তাহার আগে চলিয়া যাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে—"

এডিথ হঠাৎ চুপ করিল, তাহার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জ্যাকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু তুমি কি জ্যাক? হা পরমেশ্বর! এই কি আমার জ্যাক?"

জ্যাক বলিল, "হাঁ, এডিথ! আমিই জ্যাক।"—তাহার হাতের ঝুড়িটা মেঝের উপর খসিয়া পড়িল; কিন্তু জ্যাক সেদিকে না চাহিয়া এডিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এডিথ সবিস্ময়ে স্খলিত স্বরে বলিল, "জ্যাক! তোমার এ বেশ কেন? এ ভাবেই বা এখানে আসিয়াছ কেন?"

জ্যাক বলিল, "আমি আজ প্রিকমুর কারাগার হইতে পলাইয়া আসিয়াছি।"

এডিথ বলিল, "হাঁ, শুনিয়াছি বটে—জেলখানা হইতে আজ একজন কয়েদী ঝড়ের সময় পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তুমি কয়েদী!—এ যে অতি অসম্ভব ব্যাপার!"

জ্যাক বলিল, "বিনা-অপরাধে আমার প্রতি কঠোর কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। আমি যে অপরাধ করি নাই, করিতে পারি না—সেই অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া—"

এডিথ বাধা দিয়া বলিল, "আমি যে তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতাম! শুনিয়াছিলাম বিভান নামক একটা লোক জর্ম্মানীর একটা নারীগুপ্তচরকে সাহায্য করিয়া ধরা পড়ায় সাতবৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করিয়াছে। জ্যাক! সে কি তুমি? তুমিই সেই জর্ম্মান স্ত্রীলোকটার কুকর্ম্মের সহকারী? কি ঘৃণা!"

জ্যাক বলিল, "হাঁ, সেই স্ত্রীলোকটা আমাকে মিথ্যাকথায় ভুলাইয়াছিল! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; মুখের আলাপ ভিন্ন তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। আমরা এক বাসায় বাস করিতাম বলিয়া তাহার সঙ্গে আমার একটু আলাপ হইয়াছিল। সে যে জর্ম্মান—তাহাও আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আমি স্বীকার করি—আমি নিতান্ত সরলপ্রকৃতির লোক এবং অসতর্ক, কিন্তু আমি স্বদেশ-দ্রোহী নহি।"

এডিথ বলিল, "কিন্তু বিচারক নিরপেক্ষ; তিনি অবিচারে নিরপরাধ ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইয়াছেন—একথা বিশ্বাস করা কঠিন।"

জ্যাক বলিল, "আমি সত্যই নিরপরাধ; তথাপি আমার প্রতি এই কঠোর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।"

এডিথ বলিল, "আমি তোমার মামলার সকল বিবরণ পড়িয়াছি। তোমার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ ছিল।"

জ্যাক বলিল, "কিন্তু প্রমাণগুলি সমস্তই মিথ্যা। আমার অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ ষড়যন্ত্র করিয়া ঐরূপ করিয়াছিল! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—সত্যই আমি নিরপরাধ। আজ পৃথিবীর চক্ষে আমি অপরাধী—আমি বিশ্বাসঘাতক নরাধম;—কিন্তু পরমেশ্বর জানেন আমি—"

জ্যাক আর কোন কথা বলিতে পারিল না, ক্ষোভে দুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মন সংযত করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার সকল কথা এডিথের গোচর করিল; একটি কথাও গোপন করিল না।

এডিথ জ্যাকের কোন কথা অবিশ্বাস করিল না; তাহার প্রণয়ীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সে বিহ্বল হইয়া পড়িল, এবং দুইহাতে জ্যাকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া আবেগভরে বলিল, "জ্যাক! আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি নিশ্চয়ই সত্য-কথা বলিয়াছ, প্রণয়িনীকে কেহ প্রতারণা করে না। উঃ, কি যন্ত্রণাই তুমি দিবানিশি সহ্য করিতেছ! বিনাদোষে তোমার এই লাঞ্ছনা?"

জ্যাক বলিল, "তুমি যে আমার কথা বিশ্বাস করিলে, ইহাতে আমি কতদূর সুখী হইয়াছি—তাহা কি করিয়া প্রকাশ করিব? জানি না কি উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর আমাকে এই পরীক্ষার অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন! জানি না আমার এই দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়াও তুমি পূর্ব্বের মত আমাকে ভালবাসিতে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে কি না।"

এডিথ বলিল, "হঁা, আমি তোমায় ভালবাসি।—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তোমাকে ভালবাসিব। জগৎ তোমার কলঙ্ক-ঘোষণা করিলেও আমি বুঝিলাম অপাত্রে প্রণয়স্থাপন করি নাই। নিরপরাধের এ কি কঠিন শাস্তি! পরমেশ্বরেরও কি দয়া মায়া নাই? হায়! কি উপায়ে তোমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব? প্রিয়তম, আর যে আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

জ্যাক এডিথকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু উপায় নাই। আমি আর অধিককাল এখানে থাকিতেও সাহস করি না। কোথায় আসিয়াছি তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে এখানে আসিতেও সাহস করিতাম না। তুমি এত নিকটে আছ—অথচ কোন দিন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই! দিবারাত্রি তোমার কথাই চিন্তা করিতাম। কিন্তু পলায়ন করিয়া আর আমার ধরা দেওয়ার ইচ্ছা নাই। আমাকে বিদায় দাও, প্রিয়তমে!"

এডিথ বলিল, "না জ্যাক! এখনই চলিয়া যাইও না। তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।"—সে জ্যাকের হাত ধরিল।

জ্যাক বলিল, "বাড়ীতে চাকরগুলা আছে; বিশেষতঃ, বাবা যদি হঠাৎ আসিয়া পড়েন! তিনি ত জানেন না যে আমি—

এডিথ বাধা দিয়া বলিল, "না জ্যাক! চাকরেরা এখন কেহই এখানে নাই; আর তোমার বাবা এখনও কারাগারে আফিস করিতেছেন, সেখানে তাঁহার আরও এক ঘণ্টা বিলম্ব হইতে পারে। তোমার মা আহারাদির পর প্লিমাউথে বাজার করিতে গিয়াছেন, রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে তিনি ফিরিবেন না। তিনি নয়টার ট্রেণে আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। চাকরাণীটাও ছুটী লইয়া গিয়াছে। পাচিকার মায়ের অসুখ, সে তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এখন বাড়ীতে আমি

ছাড়া আর কেহই নাই। ওয়ার্ডারগুলা তোমার সন্ধানে আর যেখানেই যাউক, এখানে নিশ্চয়ই আসিবে না।"

জ্যাক বলিল, "তাহা হইলে আমি আরও কয়েক মিনিট এখানে থাকিতে পারি। কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইল; আমার কি ইচ্ছা তোমাকে ছাড়িয়া যাই? কিন্তু যদি অন্য কেহ আমাকে হঠাৎ দেখিতে পায়—তাহা হইলে কি বিপদে পড়িব তাহা ত তুমি জান।"

এডিথ বলিল, "তুমি বোধ হয় ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আমি তোমাকে কিছু খাইতে দিই?"

জ্যাক বলিল, "হাঁ, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়াই কিছু আহারের চেষ্টায় এখানে আসিয়াছিলাম। তোমাকে দেখিয়া আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়াছে। তুমি যে বিশ্বাস করিয়াছ আমি নিরপরাধ—ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে; বিপদের সমুদ্রে ভাসিয়াও আমি শান্তি লাভ করিয়াছি।"

এডিথ পাকশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া জ্যাককে খাইতে দিল। জ্যাক এরূপ ব্যগ্রতার সহিত আহার করিতে লাগিল যে, তাহার অবস্থা দেখিয়া এডিথের চোখে জল আসিল।

জ্যাকের আহার শেষ হইলে এডিথ বলিল, "আশা করি তোমাকে আর ধরা পড়িতে হইবে না। যদি তোমাকে পুনর্ব্বার জেলখানায় প্রবেশ করিতে হয়—তাহা হইলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না।"

জ্যাক বলিল, "না, আর আমি ধরা দিব না; যদি আত্মরক্ষার চেষ্টায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়—তাহাও বাঞ্ছনীয় মনে করিব। বাবার যে সকল পুরাতন পরিচ্ছদ আছে তাহা হইতে দুইএকটা পোষাক আনিয়া দিতে পারিবে না? জেলখানার এই 'তীরমার্কা' পোষাক ত্যাগ করিতে না পারিলে আমার নিস্তার নাই; যে দেখিবে সে-ই আমাকে পলাতক কয়েদী বলিয়া চিনিতে পারিবে। বাবার পোষাক আমাকে দিয়াছ—ইহা যেন তিনি জানিতে না পারেন। কয়েদীর পোষাক ত্যাগ করিতে পারিলে আমি নিরাপদে লণ্ডনে উপস্থিত হইতে পারিব। লণ্ডনে পৌঁছিতে পারিলে আর আমার ধরা পড়িবার ভয় থাকিবে না।"

এডিথ বলিল, "আমি আর একটা প্রস্তাব করিতে চাই; তোমার মতলব অপেক্ষা সে অনেক ভাল।"

জ্যাক বলিল, "কি প্রস্তাব?"

এডিথ বলিল, "তোমার পিতার আস্তাবলটি এখন খালি পড়িয়া আছে। তিনি ব্লিকমুর কারাগারে চাকরী পাওয়ার পর ঘোড়াটিকে বিদায় করিয়াছেন। আস্তাবলে এখনও বিস্তর বিচালী স্তূপাকারে পড়িয়া আছে; তুমি ত সেই বিচালীর গাদার ভিতর অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পার। সেখানে দীর্ঘকাল লুকাইয়া থাকিলেও কেহ তোমার সন্ধান পাইবে না। আমি তোমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইব; তোমাকে অনাহারেও কষ্ট পাইতে হইবে না।"

জ্যাক মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ও প্রস্তাব ভাল মনে হয় না। কতদিন এখানে লুকাইয়া থাকিব? বিচালীর গাদায় কি দিবারাত্রি লুকাইয়া থাকা যায়? আজ রাত্রেই আমি প্লিমাউথে যাইব। সেখানে গিয়া যাহা সঙ্গত মনে হয়, করিব।"

এডিথ বলিল, "তাহা হইবে না। তোমাকে ধরিবার জন্য চারি দিকে লোক ছুটিয়াছে; তুমি অধিক দূরে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িবে। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াও কোন লাভ হইবে না। আমার প্রস্তাবে সম্মত হও,—আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিব।"

জ্যাক কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল, "বেশ, আমি তোমার স্নেহেই আত্মসমর্পণ করিলাম। যতদিন আমার অনুসন্ধান চলে—ততদিন তোমার আশ্রয়েই লুকাইয়া থাকি।"

এডিথ বলিল, "তোমার বাবাকে তোমার সম্বন্ধে কোন কথা বলিব কি?"

জ্যাক সভয়ে বলিল, "না না, এমন পাগলামি করিও না; তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না।"

এডিথ বলিল, "কিন্তু যদি তিনি বুঝিতে পারেন তুমি বিনা-অপরাধে শাস্তি পাইয়াছ—তাহা হইলে—"

জ্যাক বাধা দিয়া বলিল, "তাহা হইলেও আমার কোন উপকার হইবে

না। বিশেষতঃ, তিনি কি প্রকৃতির লোক তাহা আমি যেমন জানি—তুমি সেরূপ জান না। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক সংসারে বিরল। তিনি আমার সন্ধান পাইলেই আমাকে জেলখানায় লইয়া যাইবেন; পুত্রস্নেহ তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। তুমি অঙ্গীকার কর—আমার সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহাকে বলিবে না।"

এডিথ বলিল, "না; যদি তুমি নিষেধ কর, তাহা হইলে তাঁহাকে তোমার কথা নিশ্চয়ই বলিব না। কিন্তু তোমার পিতার সম্বন্ধে তোমার ধারণা সত্য নহে, তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইলেও নিষ্ঠুর বা অবিবেচক নহেন।"

জ্যাক বলিল, "তাঁহার কথা লইয়া তর্কবিতর্ক না করাই ভাল। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার কোন দোষ ছিল না; তিনিই রাগ করিয়া আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন!"

এডিথ বলিল, "কিন্তু তিনি পরে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন। তোমার মা তোমার জন্য সর্ব্বদাই দুঃখ করেন। তোমাকে হারাইয়া তাঁহার মনের সুখ শান্তি চলিয়া গিয়াছে।"

জ্যাক বলিল, "কতকাল মাকে দেখি নাই! যদি তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বড়ই সুখী হইতাম। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে সাহস হয় না। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সে কথা বাবাকে বলিবেন; তাহার পর আমার পলায়ন করা অসম্ভব হইবে।"

এডিথ বলিল, "হা, তাহা সম্ভব বটে; তা তুমি আস্তাবলে লুকাইয়া থাকিতে রাজী আছ ত?"

জ্যাক বলিল, "হাঁ, যেপর্য্যন্ত লণ্ডনে পলায়নের সুযোগ না পাই, তত দিন আস্তাবলেই লুকাইয়া থাকিব। লণ্ডন হইতে আমি কোন উপনিবেশে পলায়ন করিব; আশা করি তুমি পরে আমার সহিত যোগদান করিবে।"

এডিথ বলিল, "হাঁ, তোমার পত্র পাইলে আমি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইব। সেখানে আমরা বিবাহ করিয়া সুখে ঘর সংসার করিব।"

জ্যাক বলিল, "তুমি এই হতভাগ্যের জন্য স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিবে এডিথ? তোমার প্রণয় কি গভীর! আমার বিপদের মেঘে তোমার প্রেম যেন বিদ্যুদ্বিকাশ! কিন্তু তাহা চির অচঞ্চল; সৌদামিনীর ন্যায় প্রাণ-সংহার করে না, মাধুর্য্যমণ্ডিত নবজীবন দান করে। আমি ভাবিয়াছিলাম —তুমি হয় ত এতদিন অন্য কোন যুবককে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ। এতদিনের মধ্যেও আর কেহ কি তোমার পরিণয়প্রার্থী হয় নাই?"

এডিথ অভিমানভরে বলিল, "কি করিয়া তুমি একথা মুখে আনিলে? তোমাকে ভুলিয়া আমি অন্যকে ভালবাসিব? আমাকে তুমি এতই অবিশ্বাসিনী মনে কর? ছি!"

এডিথের কথা শুনিয়া হতভাগ্য জ্যাকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল; সে আবেগভরে বলিল, "কিন্তু প্রিয়তমে! আমি যে কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া গিয়াছি; আমার যে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার, সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় নাই! ইহা জানিয়াও তুমি আমাকে বিবাহ করিবে?"

এডিথ বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে বিবাহ করিব। বিনাদোষে তুমি এই দণ্ড ভোগ করিতেছ—ইহা কি আমি বিশ্বাস করি নাই? প্রেম কি কেবল সম্পদেরই আশ্রিত, বিপদ দেখিলে দূরে পলায়ন করিবে? কিন্তু তুমি যে চিরদিন মিথ্যা কলঙ্কের ধ্বজা ঘাড়ে লইয়া অভিশপ্ত জীবন বহন করিবে—ইহা অসহ্য। আমি যেরূপে পারি তোমার কলঙ্ক মোচন করিব।"

জ্যাক বলিল, "কিন্তু তোমার চেষ্টা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। গ্রেটা মার্কহিম যদি স্বীকার করিত—সে তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিবার জন্য আমাকে প্রতারিত করিয়াছিল, আমি স্বেচ্ছায় তাহাকে সাহায্য করি নাই—তাহা হইলে হয় ত আমি বিনাদণ্ডে মুক্তি লাভ করিতাম; কিন্তু এখন আর আমার উদ্ধারের কোন উপায় নাই।"

এডিথ বলিল, "কে তোমার শয়ন-কক্ষে গদির ভিতর সেই সকল জিনিস লুকাইয়া রাখিয়াছিল? কাহাকে সন্দেহ হয়?"

জ্যাক বলিল, "সেই জর্ম্মান যুবতী ভিন্ন আর কেহ করিয়াছিল বলিয়া ত

মনে হয় না, কিন্তু ইহাতে তাহার লাভ কি? নিজের বিপদ সে ডাকিয়া আনিবে কেন? এ বড়ই দুর্ভেদ্য রহস্য; আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।”

এডিথ বলিল, “তুমি লণ্ডনে গিয়া মিঃ রবার্ট ব্লেকের সহিত একবার দেখা করিও। তিনি চেষ্টা করিলে তোমার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। যদি তিনি তোমাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তোমাকে সাহায্য করিতেও পারেন।”

জ্যাক হতাশভাবে বলিল, “না, চেষ্টা করিলেও এখন তিনি আমার কোন উপকার করিতে পারিবেন না; তবে আর তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া লাভ কি?”

এডিথ বলিল, “কিন্তু আমি তোমার জীবন ওভাবে ব্যর্থ হইতে দিব না। অতঃপর কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এখন আর আলোচনার অবসর নাই; তোমার বাবার বাসায় ফিরিবার সময় হইয়াছে।”

এডিথ দ্বার খুলিয়া আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হইল। তখন পর্য্যন্ত কুজ্ঝটিকার প্রকোপ হ্রাস হয় নাই। জ্যাক সেই অন্ধকারের ভিতর এডিথের অনুসরণ করিল।—আস্তাবলটি কারাধ্যক্ষের বাসগৃহের পশ্চাতে অবস্থিত।

এডিথ আস্তাবলের দ্বার খুলিয়া দিলে, জ্যাক উভয় হস্তে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, তাহার পর আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া বিচালীর গাদার ভিতর লুকাইল।

সশস্ত্র ওয়ার্ডারেরা তখনও চতুর্দ্দিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিছুকাল পরে জ্যাকের পিতা মাতা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এডিথের সহিত ভোজনে বসিলেন। তখন জ্যাক বিচালীর গাদায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ

ভাগ্যসূত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া জ্যাক ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে তাহার পিতার আস্তাবলে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পলায়নের পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত জেলখানার প্রহরীরা চতুর্দ্দিকে তাহার অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সে যে কারাধ্যক্ষের আস্তাবলে বিচালীর গাদায় লুকাইয়া আছে—এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইল না। সকলেই মনে করিল—সে কোন কৌশলে লণ্ডনে পলায়ন করিয়াছে। বৃটীশ রাজধানীর বিশাল ইষ্টকারণ্যে ভীষণপ্রকৃতি হিংস্র দ্বিপদ জানোয়ারের অভাব নাই; পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। জ্যাককেও তাহারা গ্রেপ্তার করিবার আশা ত্যাগ করিল।

স্থানীয় পুলিশ ও জেলখানার ওয়ার্ডারেরা তাহার অনুসন্ধানে বিরত হইলে, জ্যাক তাহার পিতার পরিত্যক্ত পুরাতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লণ্ডনে পলায়নের উদ্দেশ্যে অদূরবর্ত্তী রেলষ্টেশনে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। এডিথ তাহাকে বিদায় দিতে কষ্টবোধ করিলেও, অবশেষে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। জ্যাক যত দিন আস্তাবলে লুকাইয়া ছিল—এডিথ তত দিন নিয়মিত রূপে তাহাকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিত; প্রত্যহই গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহাকে উৎসাহিত করিত; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সে জেলখানার তীর-মার্কা পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে নাই।

জ্যাক যে রাতে পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বদিন সায়ংকালে এডিথ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে বলিল, "তুমি যে পোষাক দিতে চাহিয়াছ—তাহা আনিয়া দাও; তুমি ত জান—কয়েদীর পোষাকে এখান হইতে বাহির হইলেই আমাকে ধরা পড়িতে হইবে।"

এডিথ বলিল, "হাঁ, তা জানি। পোষাকটা কাল তোমাকে আনিয়া দিব।

তাহা গোপনে সংগ্রহ করিতে হইবে; আর তোমার খরচ-পত্রের জন্ম কিছু টাকাও দিব।”

পরদিন সায়ংকালে সে একটি গাঁটরী লইয়া আস্তাবলে প্রবেশ করিল; আস্তাবলে আলো ছিল না; কিন্তু জানালা খুলিয়া দেওয়ায় উজ্জ্বল চন্দ্রালোক বাতায়ন-পথে আস্তাবলে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে গাঁটরী খুলিয়া জ্যাক দেখিল—তাহাতে খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই নাই; এডিথ তাহার জন্ম প্রতিশ্রুত পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিয়া আনে নাই! সে এডিথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, মুখে উদ্বেগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট!

জ্যাক সভয়ে বলিল, “কি হইয়াছে প্রিয়তমে! কোন দুঃসংবাদ আছে না কি?”

এডিথ বিমর্ষ ভাবে বলিল, “তুমি নিকটেই কোথাও লুকাইয়া আছ—তোমার পিতার মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস; কেবল তাহাই নহে, তিনি মনে করিয়াছেন আমিই তোমাকে গোপনে পানাহার জোগাইতেছি!”

জ্যাক্ বলিল, “কি সর্ব্বনাশ! তোমার প্রতি এরূপ সন্দেহের কারণ কি?”

এডিথ বলিল, “কারণের অভাব নাই প্রিয়তম। কাল রাত্রে বাবুর্চি তোমার মাকে বলিতেছিল—সে যে সকল খাদ্য দ্রব্য রাঁধিয়া রাখে, তাহার কিছু কিছু প্রত্যহই চুরী যাইতেছে! তোমার মা সেই কথা তোমার বাপকে বলেন। তাহা শুনিয়া তিনি আজ সারাদিন বাড়ীতেই ছিলেন, যেন আমারই ভাবভঙ্গি ও গতিবিধি লক্ষ্য করিতে ছিলেন! এইজন্যই তাঁহার বাক্স খুলিয়া পুরাতন পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিতে আমার সাহস হয় নাই। যখনই তাঁহার সম্মুখে গিয়াছি তখনই তিনি এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, যেন আমার মনের ভাব পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; সেই দৃষ্টি সন্দেহপূর্ণ! তাহাতে আমি বড়ই অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে ছিলাম।”

জ্যাক স্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিল, “তাই ত! এ ত ভাল লক্ষণ নয়; বাবা নিশ্চয়ই তোমাকে সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি এখন কোথায়? এখানে তোমার অনুসরণ করেন নাই ত?”

এডিথ বলিল, "না, তিনি কারাগারে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যতক্ষণ বাড়ী ছিলেন, ততক্ষণ এদিকে আসিতে আমার সাহস হয় নাই; আমি তাঁহার গৃহত্যাগের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

জ্যাক বলিল, "তাহা হইলে আর আমার এখানে থাকা উচিত নহে; আজ রাত্রেই আমি চম্পট দান করিব। আর এক ঘণ্টাও আমি এখানে নিরাপদ নহি; কিন্তু কয়েদীর পোষাক না ছাড়িয়া আমি যে এক পা-ও যাইতে পারিব না, পোষাকটা পাওয়াই চাই যে!"

এডিথ বলিল, "সে কথা সত্য; আজ রাত্রেই আমি তোমাকে যেরূপে পারি তাহা আনিয়া দিব। তোমার বাবা এখন নাই, আমি এখনই ঘরে গিয়া—"

হঠাৎ আস্তাবলের দ্বার ঠেলিবার শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোক শিখায় আস্তাবলের অভ্যন্তর আলোকিত হইল! তাহা আঁধারে, লণ্ঠনের আলো। জ্যাক ও এডিথ সভয়ে দ্বারের দিকে চাহিবামাত্র মেজর হ্যামণ্ডের দীর্ঘমূর্ত্তি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহার মুখ গম্ভীর, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ভ্রূকুটি-কুটিল!

মেজর হ্যামণ্ড ধীরে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি ঠিক এই রকমই সন্দেহ করিয়াছিলাম! এডিথ, তোমার ব্যবহারে আমি কতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছি—তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। ছি, এরূপ লজ্জাজনক জঘন্য কাজ করিতে তোমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হইল না? তুমি কি জান না জেলখানার পলাতক কয়েদীকে আশ্রয় দান করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, এই অপরাধে কারাদণ্ড হয়?"

অনন্তর তিনি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া জ্যাককে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে চল; কিন্তু যদি পলায়নের চেষ্টা কর, তাহা হইলে গুলি মারিয়া তোমাকে খোঁড়া করিব। এডিথ, তুমিও বাহিরে চল।"

জ্যাক ও এডিথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মেজর হ্যামণ্ডের অনুসরণ করিল। জ্যাক বুঝিয়াছিল—তাহাকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইবে; তাহার পিতা তাহাকে চিনিতে পারিবেন না—এইরূপই তাহার ধারণা হইয়াছিল।

মেজর হ্যামণ্ড জ্যাকের পলায়ন সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেও

তাঁহার সম্মুখে একটি প্রচণ্ড বাধা উপস্থিত হইল, সে বাধা এডিথ। এডিথই পলাতক কয়েদীকে আশ্রয় দান করিয়াছিল—লুকাইয়া রাখিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে তদন্ত আরম্ভ করিলে এডিথকে বাদ দিয়া জ্যাকের অপরাধের বিচার চলিতে পারে না; অথচ এডিথকে লইয়া টানাটানি করিলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিবে না! এজন্য তিনি গোপনেই তদন্ত করা সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি জ্যাককে কারাগারে প্রেরণ না করিয়া তাঁহার বাসগৃহে লইয়া চলিলেন। তিনি সদর দরজা দিয়া গৃহ প্রবেশ না করিয়া খিড়কি দিয়া জ্যাক ও এডিথসহ লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইলেন। লাইব্রেরী তখন উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত।

জ্যাক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে কারাধ্যক্ষ তাহাকে নীরস স্বরে বলিলেন, "৮৯ নং, তুমি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, তাহা অমার্জ্জনীয়। তোমার কি বলিবার আছে বল। আমি জানিতে চাই কত দিন হইতে তুমি আমার আস্তাবলে লুকাইয়া আছ। তুমি সেখানে গোপনে আশ্রয় লইয়াছ, ইহা মেয়েটাই বা কিরূপে জানিতে পারিল? তোমার প্রার্থনানুসারে সে তোমাকে সেখানে আশ্রয় দান করিয়াছিল? না স্বেচ্ছায়—"

কারাধ্যক্ষ কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তীক্ষ্দৃষ্টিতে জ্যাকের মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ যেন ক্ষোভে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, এ যে জ্যাক! আমারই হতভাগ্য সন্তান জ্যাক!—এতক্ষণে তিনি জ্যাককে চিনিতে পারিলেন।

এডিথ মুখ চুণ করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। জ্যাক ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় মস্তক অবনত করিল; পিতার মুখের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না। পুত্রকে চিনিতে পারিয়া মেজর হ্যামণ্ড যেন অকূল সমুদ্রে পড়িলেন! তাঁহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি হৃদয়ে মর্ম্মভেদী বেদনা অনুভব করিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আত্মসংবরণ করিয়া অচঞ্চল স্বরে জ্যাককে বলিলেন, "হাঁ, তোমাকে আমি চিনিয়াছি; তুমিই আমার হতভাগ্য পুত্র জ্যাক। আমার পুত্র স্বদেশদ্রোহিতার অপরাধে আজ জেলের কয়েদী; ছদ্মনাম ধারণ করিয়া শত্রুর

গুপ্তচর হইয়াছিলে! কি লজ্জা, কি ঘৃণা, কি পরিতাপের বিষয়! আমার পুত্রের এই কাজ!"

জ্যাক মাথা তুলিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা, আমি এ কাজ করি নাই; আমি নিরপরাধ।"

মেজর হ্যামণ্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। তুমিই মিথ্যা কথা বলিতেছ।"

জ্যাক বলিল, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি বাবা!—অবিচারে আমি কারাগারে প্রেরিত হইয়াছি। আমার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল—তাহা কোন দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রের ফল; যদি আপনি সকল কথা—"

জ্যাকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মাতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জ্যাকের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে কয়েদীর বেশে দেখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিতভাবে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইলেন; তাহার পর দ্রুতবেগে জ্যাকের নিকট উপস্থিত হইয়া, দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; এবং আবেগ কম্পিত স্বরে বলিলেন, "বাবা জ্যাক! কত কাল পরে তোমাকে ফিরিয়া পাইলাম! কিন্তু এ কি? তোমার এ বেশ কেন? এত দিন তুমি কোথা ছিলে বাবা!"

জ্যাকের মা আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চোখের জল জ্যাকের গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। জ্যাকের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

এই হৃদয়ভেদী সকরুণ দৃশ্যেও মেজর হ্যামণ্ড বিচলিত হইলেন না! তাঁহার মনে তখন কি ভাবের উদয় হইতেছিল—তাহা কেবল অন্তর্যামীই বলিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না! তিনি পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

এডিথ সরিয়া গিয়া মেজরের হাত ধরিল, এবং মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "জ্যাক নিরপরাধ; আমি জানি বিনা-দোষে তাহার কারাদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।"

মেজর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অসম্ভব! বিচারক অবিচারে কাহাকেও কারাগারে প্রেরণ করেন না।"

এডিথ বলিল, "কিন্তু বিচারকেরও ভ্রম হয়, মিথ্যা প্রমাণও অনেক সময় সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়। আমি আবার বলিতেছি—জ্যাক নিরপরাধ! আপনি নিশ্চয়ই তাহাকে পুনর্ব্বার কারাগারে পাঠাইবেন না।"

মেজর বলিলেন, "পাঠাইব না? নিশ্চয়ই পাঠাইব—আজ রাত্রেই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি উহার পিতা, কিন্তু আমি—কারাধ্যক্ষ; পুত্রস্নেহের অনুরোধে কারাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিব না। অন্য অপরাধী-সম্বন্ধে আমি যে ব্যবস্থা করিতাম, জ্যাকের সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইবে না।"

এডিথ বলিল, "কিন্তু আগে সকল কথা শুনিতেও কি আপনার আপত্তি আছে?"

মেজর বলিলেন, "না, কোনও আপত্তি নাই।"

জ্যাক তখন তাহার পিতামাতার নিকট তাহার প্রবাস-জীবনের সকল বিবরণ প্রকাশ করিল। সে কোনও কথা গোপন করিল না। জ্যাকের মাতা তাহার একটি কথাও অবিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু মেজর স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিয়া কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; তিনি জ্যাকের কথা বিশ্বাস করিলেন কি না তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিল না।

কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া মেজর হ্যামণ্ড ধীরে ধীরে বলিলেন, "জ্যাক, তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা যে সত্য, তাহার প্রমাণ আছে কি?"

জ্যাক বলিল, "না বাবা! আমার কোন প্রমাণ দেওয়ার উপায় নাই; আপনার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী আমি কোথায় পাইব?"

মেজর বলিলেন, "তুমি যাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলে, তাহারা কি এতই অমানুষ? ইহা তোমারই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, আমি আর কি করিব বল? তোমাকে রক্ষা করা আমার অসাধ্য।"

জ্যাক কাতরভাবে বলিল, "আপনি আমার সত্য কথা বিশ্বাস করিলেন না, ইহা আমারই দুর্ভাগ্য!"

মেজর বলিলেন, "আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন মূল্য নাই; প্রমাণ ভিন্ন কোন কথা গ্রাহ্য নহে। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি—তোমাকে রক্ষা করা আমার অসাধ্য।"

জ্যাকের মা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জ্যাক নিশ্চয়ই নিরপরাধ; একথা তুমি বিশ্বাস করিতেছ না কেন? ছেলেটাকে দয়া করিলে কি তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানের মাথায় বজ্রাঘাত হইবে? কি কঠিন পিতা তুমি! চিরজীবনটা তোমার একভাবেই কাটিল!"

মেজর বলিলেন, "আমি কে? আমার দয়া করিবার শক্তি কোথায়? আইনের শৃঙ্খলে আমার হাত পা বাঁধা; আমার নিজের সুখ দুঃখে রাজ্যের আইন পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। তোমার চক্ষুর জল কারাধ্যক্ষের কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাসাইয়া দিতে পারিবে না।"

মেজরপত্নী বলিলেন, "আমার বাছাকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া জেলে পাঠাইতে পারিবে না। আমি তোমার হুকুম মানি না। তুমি জেলখানায় গিয়া সর্দ্দারী করিও; আমার সংসারে তোমার সর্দ্দারী খাটিবে না। বাঘিনীর কোল হইতে তাহার শাবককে তুমি কিরূপে কাড়িয়া লইয়া যাও তাহাও আমি দেখিব। আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আর আমি সহ্য করিব না।"

মেজর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "মেরী! মেরী তুমি পাগলামী করিও না। কারাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য আমাকে পালন করিতেই হইবে। তুমি আমার স্ত্রী—জ্যাক আমার পুত্র, একথা ভুলিয়া গিয়া আমাকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। উঃ, কি কঠিন কর্ত্তব্য! কি কঠোর পরীক্ষা! কিন্তু আমি নিরুপায়!

মেজরপত্নী তীব্রস্বরে বলিলেন, "তুমি কি মানুষ নহ? তোমার হৃদয় নাই? স্নেহ প্রেম কিছুই নাই? তুমি কি শুষ্ক আইনের কেতাব? মনুষ্যের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ওরকম খয়ের-খাঁগিরি করিতে তোমার লজ্জা হয় না? ছেলেকে নিরপরাধ জানিয়াও, যে জেলে পুরিতে দুঃখ কষ্ট কুণ্ঠা বোধ না করে—সে যদি মানুষ হয়, তবে রাক্ষস কে? কেন, তুমি কি উহাকে বাড়ীতে রাখিয়া উহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে পার না?—তাহা কি

পিতার কর্ত্তব্য নহে? চাকরী যেন আর কেহই করে না, উনিই একা করিতেছেন! অমন চাকরীর মুখে আগুন!"

মেজর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, অনেকেই চাকরী করে। আমার অবস্থায় পড়িলে অন্যে কি করিত বলিতে পারি না; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমার সাংসারিক সুখ শান্তি আনন্দ—সকল অপেক্ষা বড়। সব যাক্, আমি কর্ত্তব্য-পথ ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি, আর কিছুই বলিবার নাই। ৮৯নং! আমার সঙ্গে কারাগারে চল; আমি অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, তোমাকে আর এখানে রাখিতে পারিব না।"

জ্যাক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বেশ, চলুন যাই; আমি আপনার অবাধ্য হইব না বাবা। তবে বড়দিনের উৎসব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমাকে এখানে থাকিবার অনুমতি দিলে আমি বড়ই সুখী হইতাম।"

জ্যাকের মাতা বলিলেন, "চার্লস! ছেলেটার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূর্ণ কর, ইহাতে তোমার অধর্ম্ম হইবে না; তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া যাইবে না!"

মেজর হ্যামণ্ড ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বেশ তাহাই হউক, কিন্তু এজন্য আমাকে হয় ত ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে! জ্যাক ডিসেম্বরের বাকি কয়েক দিনও এখানে লুকাইয়া থাকিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে আমি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিব; তবে আমি তাহাকে মুক্তিদান করিব—এ আশা মনেও স্থান দিও না। ডিসেম্বর মাস শেষ হইলেই তাহাকে কয়েদীর পরিচ্ছদে কারাগারে পুনঃ-প্রবেশ করিতে হইবে; এবং সে আমার বাড়ী লুকাইয়াছিল, একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না, বা এরূপ কোন কথা বলিবে না—যাহা শুনিয়া কেহ আমাকে উহার আশ্রয়দাতা বা উৎসাহদাতা বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে। জ্যাক, তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?—আশা করি তুমি এখান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে না।"

* * * *

মেজর হ্যামণ্ড তাঁহার স্ত্রীর নিকট যে সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন

তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। তিনি জেলখানার কোন কোন কর্ম্মচারীকে প্রসঙ্গ ক্রমে জানাইয়া রাখিলেন—তাহার স্ত্রীর একটি আত্মীয় যুবক লণ্ডন হইতে আসিয়া বড়দিনের সপ্তাহটা তাঁহার বাড়ীতে কাটাইয়া যাইবে!

মেজর হ্যামণ্ড ২২এ ডিসেম্বর রেলযোগে টার্ডিষ্টক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে ট্রেণ হইতে নামিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন। তিনি ট্যাক্সিতে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার জানালা বন্ধ করিলেন, এবং সেই অবস্থায় সেই ট্যাক্সিতে প্রিন্স টাউনে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময় ট্যাক্সি-খানি মেজর হ্যামণ্ডের অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল। মেজর অন্যের অলক্ষ্যে গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, জ্যাক আস্তাবল হইতে ঘরে আসিল, এবং কয়েদীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া ভদ্রবেশে সজ্জিত হইল। সে মুখে ঝুটা গোঁফ আঁটিয়া, মেজরপত্নীর আত্মীয় বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল!

খৃষ্টোৎসব-সমাগমে জ্যাক তাহার পিতা মাতা ও এডিথের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল; কিন্তু উৎসবান্তে তাহাকে কারাগারে পুনঃ-প্রবেশ করিতে হইবে বুঝিয়া, এই মিলন-সুখ সে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে পারিল না। মেজর হ্যামণ্ড উৎসব উপলক্ষে এক দিন রাত্রিকালে তাঁহার অধীনের কয়েকজন পদস্থ কর্ম্মচারী ও ওয়ার্ডারকে স্বগৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। জ্যাক তাহাদের দলে বসিয়া ভোজন করিল বটে, কিন্তু আর দুই একদিন পরেই তাহার সুখ ও স্বাধীনতার অবসান হইবে ভাবিয়া ক্ষুণ্নমনে ও হতাশভাবে অবিলম্বে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের বিস্ময়

ডিসেম্বরের ২৪এ ক্রিস্‌মাস-ইভ। সেদিন খৃষ্টোৎসবের অধিবাস-পর্ব্ব। এই আনন্দের দিন আমরা ব্রিকমুরের নিরানন্দময় কারাপ্রাঙ্গণে না গিয়া, পাঠক পাঠিকাগণের সঙ্গে লণ্ডনে যাইব। লণ্ডনে সেদিন মহা-সমারোহ, আনন্দের তুফান আরম্ভ হইয়াছিল। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেকের গৃহে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন, তিনি স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন। এই দিন তিনি প্রতি বৎসর দীনদুঃখিগণকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে বাহির হইতেন; এবারও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। উৎসবের দিন তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়া বহু নিরন্ন দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটিত; তাহা দেখিয়া তিনি তাঁহার দান সার্থক মনে করিতেন।

পকেট খালি করিয়া মিঃ ব্লেক যখন বাড়ীর দিকে ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। তাঁহারা বেকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়াই কিছু দূরে কি একটা গোলমাল শুনিতে পাইলেন! মিঃ ব্লেকের মনে হইল—শব্দটা তাঁহার বাড়ীর দিক হইতেই বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তিনি স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই শুনিলেন—তাঁহার হলঘরের ভিতর হইতে হাসির গররা উঠিতেছে! কেহ নাচিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ হাত তালি দিয়া বাহবা দিতেছে!

মিঃ ব্লেক দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ব্যাপার কি স্মিথ। আমার বাড়ীতে আসিয়া কাহারা এ ভাবে স্ফূর্ত্তি করিতেছে? অথচ আমি কিছুই জানি না!"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "বুঝিয়াছি, এ মিসেস্ বার্ডেলের কীর্ত্তি! সে বোধ হয় দলবল জুটাইয়া স্ফূর্ত্তি আরম্ভ করিয়াছে! বুড়ো মাগীর যদি এক রত্তি আকেল থাকে! বোধ হয় কতকগুলা ছোটলোক ইয়ার বন্ধু ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের

খানার জোগাড় করিয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে এক কিলে বেটীর জালার মত ভুঁড়িটা ফাঁসাইয়া দিই, চারি দিকে রস গড়াইয়া পড়ুক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নয়; তাই বটে! মাগীর ধাষ্টেমো দেখিয়া অবাক হইয়াছি! সে বোধ হয় মনে করিয়াছে রাত্রি শেষ না করিয়া আজ আমরা বাড়ী ফিরিব না।"

স্মিথ বলিল, "নিশ্চয়ই; কিন্তু উহাদের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমার হিংসা হইতেছে কর্ত্তা! আমরা কি ওরকম প্রাণ খুলিয়া আমোদে মাতিতে পারি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাদের স্ফূর্ত্তিতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়; উহাদের আমোদ নষ্ট করা হইবে না। বোধ হয় স্থানাভাবে আমার বাড়ীতেই উহারা আড্ডা জমাইয়াছে। আমার হল-ঘরের মত একটা হল ভাড়া করা ত অল্প টাকার কাজ নয়। চল চুপে চুপে গিয়া মজা দেখি।"

তাঁহারা পাকশালার ভিতর দিয়া নিঃশব্দে হল-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মিসেস্ বার্ডেলের বন্ধুগণের গান শুনিতে লাগিলেন। একদল যুবক তখন নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছিল :—

"মুখ খানি তার হাসিমাখা
চক্ষু দুটি কটা,
আর, বোতলার মতন সরু মাজা
তার, কিবে রূপের ছটা!
সে যে প্রাণ মন কেড়ে নিলে
ফিরিয়ে দিলে না;—
ফিরিয়ে দিলে না, আমারে
ফিরিয়ে দিলে না।
আবার, মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল,
চুমু নিলে না!
চুমু নিলে না রূপসী,
চুমু দিলে না।

মুখখানি তার হাসিভরা—
চক্ষু দুটী কটা।
আর, কিবে যে তার দেহের গড়ন,
কি যে রূপের ছটা!

গান থামিলে একটী রসিক যুবক বলিয়া উঠিল, "কিয়া মজার স্ফূর্ত্তি! দেখ বেট্‌সি! তোমার মনিব যে আজ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। প্যাঁচার মত গম্ভীর সেই ভদ্রলোকটী এ সময় বাড়ী থাকিলে আমরা কি দল বাঁধিয়া এখানে আসিয়া এ রকম প্রাণ খুলিয়া স্ফু—ওরে বাপ্‌রে! যাঃ, সব মাটী!"

ঠিক সেই সময় মিঃ ব্লেক ও স্মিথ টাইগারকে লইয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "না হে ভাই সকল! তোমাদের আমোদ মাটী হয় নাই; তোমাদের ভয় নাই। তোমরা প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতেছ দেখিয়া আমি ভারি খুসী হইয়াছি। আজ আমোদের দিন, আমোদ করিবে বৈ কি।"

মিঃ ব্লেককে দেখিয়া মিসেস্ বার্ডেলের নিমন্ত্রিত যুবকের দল নির্ব্বাক্ হইয়া, লজ্জায় মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিসেস্ বার্ডেলের হাতে একটা মদের গ্লাস ছিল, তাহা তাহার হাত হইতে খসিয়া মেঝের উপর সশব্দে পড়িয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইল! স্মিথ তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার একটু রাগও হইল; কারণ যে নয় দশটি যুবক সেখানে সমাগত হইয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছিল—তাহারা মিসেস্ বার্ডেলের অনুগ্রহে তাঁহারই মদের বোতলগুলি সাবাড় করিতেছিল—(they had been drinking at his expense). সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

এই লোকগুলি মিসেস্ বার্ডেলের সমশ্রেণীর লোক; তাহাদের মধ্যে দুইজন পুলিশম্যান এবং দুইজন মিঃ ব্লেকের কোন লর্ড-বন্ধুর খানসামা। এই আড্ডায় একটি যুবতী ছিল, তাহার পোষাকের ঘটা দেখিয়া হঠাৎ প্রজাপতি বলিয়া ভ্রম হইত! এই যুবতীই পূর্ব্বোক্ত গানটির লক্ষ্য কি না—তাহা বুঝিতে না পারিয়া স্মিথ আড়চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমরা আমোদ বন্ধ করিলে কেন ?"

স্মিথ বলিল, "তোফা নাচ গান চলিতেছিল, একদম ঠাণ্ডা ! অত্যন্ত বদ-রসিকের মত কাজ হইল।"

মিসেস্ বার্ডেল কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "হঠাৎ আপনাকে দেখিয়া উহাদের লজ্জা হইয়াছে কি না! আমি জানিতাম এখানে আমার বন্ধুরা স্ফুর্ত্তি করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেও আপনি রাগ করিবেন না। আপনার দয়ার উপর নিভর করিয়াই আমার এই কয়েকটী বন্ধুকে আমি এখানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। ইহাদের সকলেই পদস্থ ভদ্রলোক ; বিশেষতঃ আমার পাশে যাহাকে দেখিতেছিলেন, উঁহার নাম টবি খুড়ো। খুড়ো যে-সে লোক নহেন, উনি ট্যাক্সি গাড়ীর ড্রাইভার, পূর্ব্বে রাজবাড়ীতে মোটর চালাইতেন ; রাজপরিবারের অনেককে উনি পাশে বসাইয়া হাওয়া খাওয়াইয়াছেন ! আর আমার এই বন্ধুটির খবরের কাগজের একখানি দোকান আছে, অনেক লর্ড ব্যারণ বেড়াইতে বাহির হইয়া উঁহার দোকান হইতে খবরের কাগজ কিনিয়া পড়েন। এই যুবতী আমার বোন-ঝি, ও পিকাডেলী সার্কাশে ফুল বিক্রয় করে। লণ্ডনে এমন বড়লোক কে আছে— যে উহার কাছে মালা না কিনিয়াছে ? আর ও পাশের ঐ যুবকটি আমাদের প্রতিবেশী বেণের দোকানের সরকার। গান বাজনায় ভারি ওস্তাদ ! উহার নাম সাম বাগ্‌লে। আমার মামাতো ভাই বিলও আসিয়াছে ; আপনি বুঝি তাহাকে চেনেন না ? ঐ যে বিল, আমার মামাতো ভাই।"

বিল মিঃ ব্লেককে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার বাড়ীতে আমরা বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আপনি বড্ড ভদ্রলোক, আর দিদির প্রতি অত্যন্ত সদয়।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তোমরা খুব স্ফুর্ত্তি কর, আমি এখন চলিলাম।"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষ ত্যাগ করিবেন এমন সময় মেঝের উপর হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন সেখানে একটি বাঁকা তার পড়িয়া আছে, তাহার অগ্রভাগে একটু সোনার পাত ! (a scrap of gold foil.) এই জিনিসটি

দেখিয়াই তাঁহার মন সন্দেহে পূর্ণ হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইয়া অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "এটা কি ?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "আমার মাথার কাঁটা।" (hairpin)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে! এ রকম মাথার কাঁটা আর ত কখন দেখি নাই।"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে এখন ঐ রকম কাঁটাই প্রস্তুত হইতেছে। জর্ম্মানীর তৈয়েরী কাঁটার ত আর আমদানী নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ভাবিয়াছ আমি ভারি বোকা, কিছুই বুঝিতে পারি না! তা নয়। এ মাথার কাঁটা নয় আমার ক্লিকোর (cliquot) বোতলের কাক যে তার দিয়া আঁটা ছিল—এ সেই তার। আমার গুদামে ঐ মদ দু' বোতল ছিল, তাহা চুরি করিয়া আনিয়া অতিথিসৎকারে লাগাইয়াছ! ঠিক বল আমার কথা সত্য কি না ?"

মিসেস্ বার্ডেল তাড়া খাইয়া সভয়ে বলিল, "হাঁ, বোতল আপনার বটে, কিন্তু মদ আমার। আমি সত্য কথাই বলিতেছি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না! বোতল দুটো লইয়া এস দেখি।"

মিসেস্ বার্ডেল টেবিলের তলা হইতে হল্‌দে লেবেলবিশিষ্ট দুইটি খালি বোতল বাহির করিয়া আনিয়া, মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "কর্ত্তা আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। এই বোতল দুটি কাক ও তার সমেত খালি পড়িয়া ছিল। আপনি যে দামী মদ ব্যবহার করেন—তাহাই পান করিবার জন্য আমার বন্ধুরা আব্‌দার আরম্ভ করিলে আমি ঐ দুইটি বোতল শুঁড়ীর দোকানে লইয়া গিয়া মদ কিনিয়া আনিয়াছিলাম; তাহার পর উহাতে পুরাতন কাক আঁটিয়া, তার দিয়া বাঁধিয়া, আমার অতিথিদের বলিলাম—এই আমার মনিবের সেই সরেশ মাল, বড় বড় লর্ড ছাড়া এই দামী মাল আর কাহারও ভোগে লাগে না! আমার কথা শুনিয়া উহারা আপনার মদ মনে করিয়া খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়াছে, আর

স্ফূর্ত্তি করিয়াছে! আপনার খালি বোতলে আমার ইজ্জত বাড়িয়াছিল, কিন্তু শেষে আপনার কাছে ধরা পড়িয়াই মাটী হইলাম!"

মিসেস বার্ডেলের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; স্মিথ বলিল, "মাগীর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! দেখুন দেখি ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া কিভাবে তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে! সকলেই মানী লোক, উঁহারা কি ইহাতে অপমান বোধ করিবেন না?"

স্মিথের কথা শুনিয়া সমাগত অতিথিরা সকলেই মিসেস্ বার্ডেলের উপর রুখিয়া উঠিল। যাহার যাহা মনে আসিল সে তাহাই বলিয়া তাহাকে গালি দিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা সকলেই মজলিস ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। মিসেস্ বার্ডেল লজ্জায়, অপমানে, মনস্তাপে কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্যাপারটা অনেকদূর গড়ায় দেখিয়া মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলের অতিথিদের ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলেন, "দেখ, তোমাদের এ ভাবে চলিয়া যাওয়া ভাল দেখাইতেছে না। যাহারা ইতর চাষা, তাহারাই এই রকম অভদ্রতা প্রকাশ করে, কিন্তু তোমরা সকলেই ভদ্রলোক, তোমাদের কি ছোটলোকের ব্যবহার সাজে? প্রভু যিশু খৃষ্ট ক্ষমার অবতার ছিলেন, তাঁহার জন্মোৎসবের আনন্দ করিতে আসিয়াছ, মিসেস্ বার্ডেলের যদি অপরাধ হইয়া থাকে—তাহাকে ক্ষমা কর। সে তোমাদের খুসী করিতে চাহিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। তোমরা যেমন স্ফূর্ত্তি করিতেছিলে, সেই ভাবে আবার স্ফূর্ত্তি কর। ও সকল বাজে কথা ভুলিয়া যাও। আমি তোমাদের দু' বোতল দামী মদ পাঠাইয়া দিতেছি, তাহা পাইলে তোমাদের ক্ষোভ দূর হইবে। আর ভাল হাভানা চুরুটও এক বাণ্ডিল পাইবে; মন খুলিয়া স্ফূর্ত্তি কর। অপরাধীকে আজ যে ক্ষমা না করিবে—সে খ্রীষ্টান নহে।"

মি ব্লেকের কথায় সকলেই ঠাণ্ডা হইল। মিঃ ব্লেক স্মিথের মারফৎ দুই বোতল উৎকৃষ্ট শ্যাম্পেন ও এক বাণ্ডিল চুরুট পাঠাইলে, তাহারা পুনর্ব্বার নাচ গান আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে টাইগার টেবিলের উপর হইতে এক দলা মাংস তুলিয়া লইয়া সরিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক ঘরে আসিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর তাঁহার খানা ঠাণ্ডা হইয়া

গিয়াছে! তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া আহারে বসিলেন। সেই সময় বহির্দ্বারে কে সবেগে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এত রাত্রে কে দরজায় ঘা দিতেছে? এখন কি কাহারও সঙ্গে দেখা করিবার সময়? আমি নীচে গিয়া দেখিয়া আসি—কে আসিল। এই শব্দ মিসেস্ বার্ডেলের কাণে প্রবেশ করে নাই; সে এখন তাহার বন্ধুদের সঙ্গে আমোদে মাতিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক অবিলম্বে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। একজন পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি পত্রখানি লইয়া, পত্রবাহকের সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন; তাহার পর তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ কমিশনর একজন কর্ম্মচারীর মারফৎ এই পত্রখানি পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি জরুরী; ফেয়ারফক্স কি লিখিয়াছেন—দেখি।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া গম্ভীর ভাবে স্মিথের হাতে দিলেন। স্মিথ নিম্নস্বরে পাঠ করিতে লাগিল,—

"প্রিয় ব্লেক, প্রথমেই তোমাকে জানাইয়া রাখি—আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের একটা জরুরী কাজের ভার লইবার জন্য তোমাকে অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হইবে। বি ১৩ নং বৃটীশ সুপার-এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশের তিনখানি নক্সা সংপ্রতি লণ্ডন হইতে জর্ম্মানীতে প্রেরিত হইয়াছে।—এই সংবাদ আজই বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের এই নব-নির্ম্মিত এরোপ্লেনের উপর শত্রুপক্ষের সহিত বিমান যুদ্ধের সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে; এবং শত্রুপক্ষ এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন এরোপ্লেনের নির্ম্মাণ-কৌশল জানিতে পারিলে আমাদের ক্ষতি অপরিহার্য্য। শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা এই এরোপ্লেন-সংক্রান্ত বহু গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে; তাহা আমাদের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টজনক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। এক বৎসর পূর্ব্বে গবর্মেণ্টের হান্স্লোর কারখানায় যখন উক্ত এরোপ্লেনখানি নির্ম্মিত হইতেছিল—সেই সময় ঐ সকল নক্সা সংগৃহীত হইয়াছিল। চারিখানি নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই সকল নক্সায়

এরোপ্লেনখানির প্রধান প্রধান অংশের বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছিল; কিন্তু চতুর্থ নক্সাখানিতেই এরোপ্লেনের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল অংশের প্রতিকৃতি ছিল। সেই নক্সাখানির অভাবে অন্য তিনখানি নক্সা অসম্পূর্ণ ও মূল্যহীন। এই এরোপ্লেন জর্ম্মানীর পক্ষে কিরূপ আতঙ্কজনক হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিলে জর্ম্মান গবর্মেণ্ট তাহাদের গোয়েন্দাকে অর্থদানে সম্মত হইবে না বুঝিয়াই, প্রধান নক্সাখানি হাতে রাখিয়া চতুর গোয়েন্দা অবশিষ্ট তিনখানি তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে! দর দাম স্থির হইলে সে চতুর্থ নক্সাখানি পাঠাইয়া টাকা আদায় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, নক্সাগুলির দর দাম স্থির করিতে আরও কিছু সময় লাগিবে। চতুর্থ নক্সাখানি শত্রুপক্ষের হস্তগত হইতে না পারে—ইতিমধ্যে আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস জর্ম্মানীর সেই গুপ্তচর এবং জর্ম্মানীর যে এজেণ্টের সহিত তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেছে—তাহারা উভয়েই এখন লণ্ডনে আছে। তাহাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়—এ চেষ্টা তোমাকেই করিতে হইবে। কাজটি সহজ নহে বলিয়াই তোমাকে এই ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমি জানি তুমি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে উদাসীন নহ, তুমি গবর্মেণ্টকে অনেকবার অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছ; আশা করি এবারও আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবে না। আমার বিশ্বাস, তোমার চেষ্টা বিফল হইবে না। যদি এ সম্বন্ধে আমার সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার অবসর কালে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।

"তোমার চিরবিশ্বস্ত
উইলিয়ম ফেয়ারফক্স।"

পত্রের বিষয়টি মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত বলিয়া মনে হইল না; তিনি এক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। জ্যাক কি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। তাহার ও তাহার বান্ধবীর ঘরে যে সকল জিনিস সংগৃহীত হইয়াছিল—তাহা পুলিশের হেফাজাতে ছিল, তবে আর চারিখানি নক্সা কোথা হইতে আসিল?

তন্মধ্যে তিনখানি কে জর্ম্মানীতে পাঠাইল, কে এই সকল নক্সা বিক্রয় করিয়া জর্ম্মানীর নিকট টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে ?

স্মিথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তা ! আপনি কি ভাবিতেছেন তাহা বলিতে পারি। গত বৎসর জর্ম্মানীর গুপ্তচর গ্রেটা মার্কহিম জ্যাক্ বিভানের সঙ্গে গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানায় গিয়া কৌশলে এরোপ্লেনের নক্সা সংগ্রহ করিয়াছিল; তাহাদের উভয়েরই জেল হইয়াছে। এ অবস্থায় তিনখানি নক্সা কে জর্ম্মানীতে পাঠাইয়া কিছু টাকা মারিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহা আপনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। যাহারা এই ভাবে নক্সাগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারিত—তাহারা দু'জনেই ত জেল খাটিতেছে। তৃতীয় ব্যক্তি কোথা হইতে আসিল, আর সে ঐ সকল নক্সাই বা কোথায় পাইল ?"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনার স্মরণশক্তি কমিয়া গিয়াছে। আপনার কি স্মরণ নাই জ্যাক বিভান প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ব্লিকমুর কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে ? সে এখনও ধরা পড়ে নাই। আমার বিশ্বাস সে ছদ্মবেশে লণ্ডনে আসিয়াছে। গত বৎসর সে ধরা পড়িবার পূর্ব্বে ঐ নক্সাগুলি সম্ভবতঃ কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছিল; লণ্ডনে আসিয়াই সেগুলি জর্ম্মানীর কোন এজেণ্টের হাতে দিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে ! চতুর্থ নক্সাখানি তাহার হাতের পাঁচ, সে তাহা এখনও হাত-ছাড়া করে নাই। সোজা কথা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুমান-খণ্ডে তুমি পুলিশের গোয়েন্দাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছ ! তুমি কিরূপে বুঝিলে জ্যাক বিভান লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছে ? সে যে ব্লিকমুরের সন্নিহিত কোন স্থানে গোপ[illegible]স করিতেছে না, ইহার কি কোন প্রমাণ আছে ?"

স্মিথ বলিল, "না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে; কিন্তু সে ভিন্ন এ রকম লোক কে আছে যে জর্ম্মানীকে এরোপ্লেনের তিনখানি নক্সা দিতে পারে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও ত ঐ প্রশ্নেরই উত্তর চাই। সে রকম লোক আর কে আছে ? তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, কুইন্‌টন নামক একটা লোক

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একখানি বেনামা চিঠি পাঠাইয়া, যে রাত্রে বিভান ও তাহার সঙ্গিনীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল—সেই রাত্রেই গোয়ার ষ্ট্রীটের বোর্ডিংহাউস হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। আমার সন্দেহ, সেই কুইন্টনই জর্ম্মানীকে ঐ তিন-খানি নক্সা দিয়াছে। সে গ্রেটা মার্কহিমের ডেস্‌প্যাচ বাক্স খুলিয়া না দেখিলে বাক্সে কি ছিল তাহা কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল? সে বাক্স হইতে ঐ চারি-খানি নক্সা চুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের ফন্দী করিয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এই অনুমান সত্য হইলে, জ্যাককে নিরপরাধ মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু গ্রেটার বাক্স হইতে চারিখানা নক্সা সত্যই অপহৃত, তাহা হইলে কি সে বিচা-রকের নিকট সে কথা প্রকাশ করিত না? কিন্তু সে আদালতে নক্সা চুরীর কথা বলে নাই। সে কি মনে করিয়াছিল—সে কথা প্রকাশ করিলে তাহার অপ-রাধের গুরুত্ব বাড়িবে? নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করা হইবে ভাবিয়াই কি সে—"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলেন; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, এ সকল বিষয় লইয়া আমি এখন মাথা ঘামাইব না। খৃষ্টোৎসব শেষ হইলে আমি জেলখানায় গিয়া গ্রেটা মার্কহিমের সঙ্গে দেখা করিব। আশা করি তাহার মুখ হইতে দুই একটি কাজের কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব। জ্যাক্ বিভান বিনা-দোষে জেল খাটিতেছে বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে। তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, অন্ততঃ স্বদেশের হিতের জন্যও এই তদন্তভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। চতুর্থ নক্সাখানি যাহাতে জর্ম্মানীর হাতে না পড়ে—সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রেটা মার্কহিমের কথা

খ্রষ্টোৎসবের পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক সার উইলিয়াম ফেয়ারফক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইলেন। সার উইলিয়াম তাঁহাকে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন তাহার অধিক কোন কথাই মিঃ ব্লেক তাঁহার নিকট গিয়া জানিতে পারিলেন না। সেই দিন অপরাহ্নে মিঃ ব্লেক বাকিং-হাম-সায়ারের হালিবারী নামক স্থানে যাত্রা করিলেন; কারণ গ্রেটা মার্কহিম সে সময় হালিবারীর কারাগারে আবদ্ধ ছিল। যে সকল নারী কারাদণ্ডের আদেশ পাইত, তাহারা এই কারাগারেই প্রেরিত হইত; ইহা নারী-কারাগার। মিঃ ব্লেক গ্রেটা মার্কহিমের সহিত গোপনে সাক্ষাতের জন্য হোম আফিস হইতে যে অনুমতি পত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে গ্রেটার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন। একজন প্রহরিণী তাঁহাকে গ্রেটা মার্কহিমের প্রকোষ্ঠে রাখিয়া চলিয়া গেল।

গ্রেটা মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, এবং কোন কথা না বলিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বন্দিনীর বিশ্রী পরিচ্ছদেও তাহার রূপের প্রভা মলিন হয় নাই। মিঃ ব্লেক তাহার চেহারার কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন না; তবে কারা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তাহার গর্ব্ব যেন কতকটা খর্ব্ব হইয়াছিল বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। তাহার সুনীল নেত্রে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেকের আশা হইল, সে আর তাঁহার সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে না।

মিঃ ব্লেকই প্রথমে কথা কহিলেন। তিনি গ্রেটাকে বলিলেন, "কোন বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার উত্তরে সত্য কথা বলিলে তোমার কোন ক্ষতি

হইবে না, এ কথা তোমাকে প্রথমেই জানাইয়া রাখিতেছি। সত্য কথা বলিলে তোমার কারাদণ্ডের সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মুক্তিলাভেরও সম্ভাবনা আছে।"

গ্রেটা বলিল, "নির্দ্দিষ্ট সময়ের কত দিন পূর্ব্বে ইহারা আমাকে ছাড়িয়া দিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা এখন বলিতে পারি না; তবে যদি তোমার নিকট সন্তোষজনক উত্তর পাই, তুমি সত্য কথা গোপন না কর—তাহা হইলে তোমাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দেওয়ার জন্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিব। আমার অনুরোধ তাঁহারা অগ্রাহ্য করিবেন না।"

গ্রেটা বলিল, "আপনি কি কথা জানিতে আসিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক সার উইলিয়াম ফেয়ারফক্সের নিকট হইতে যে পত্রখানি পাইয়াছিলেন, তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়া গ্রেটার হাতে দিলেন, এবং বলিলেন, "এই পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেই আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন সেই পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে গ্রেটার মুখে দারুণ বিস্ময় পরিব্যক্ত হইল, যেন কি একটা আতঙ্কে সে বিহ্বল হইয়া উঠিল!

গ্রেটা পত্রখানি পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমারও সেই রকম মনে হইতেছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে তুমি হান্‌শ্লো নগরে গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানায় গিয়া যে সকল গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই এই নক্সাগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

গ্রেটা বলিল, "হাঁ, আপনার অনুমান সত্য। আমি ভিন্ন অন্য কেহ যে ঐ সকল গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল—ইহা আমিও বিশ্বাস করি না। আপনাদের গবর্মেণ্টের বি ১৩নং সুপার-এরোপ্লেনের নক্সাগুলি আমার কাছে ছিল বলিয়া আমার কারাদণ্ড হইয়াছে, অথচ এই সকল নক্সা আপনারা আমার ঘরে পান নাই, তথাপি আমার অপরাধ সপ্রমাণ হইল? এ কি রহস্য তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কারাদণ্ডের সহিত এই সকল নক্সার সম্বন্ধ

ছিল না; এমন কি, তোমার অপরাধের বিচার-কালে এই সকল নক্সার কথাও আলোচিত হয় নাই। অন্য অভিযোগে তোমার শাস্তি হইয়াছিল; তবে তোমার 'ডেস্‌প্যাচবাক্সে' আরও নক্সা ছিল।"

. .গ্রেটা বলিল, "হইতেও পারে; সে সময় আমার মনের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, কোন বিষয়ে আমার লক্ষ্য ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার বাক্সে কতগুলি নক্সা ছিল তাহা তোমার স্মরণ হয় কি ?"

গ্রেটা বলিল, "হাঁ, তেরখানি নক্সা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার বাক্সে পাঁচখানি, আর জ্যাকের গদীর ভিতর চারিখানি, এই নয়খানি মাত্র নক্সা পাওয়া গিয়াছিল।"

গ্রেটা বলিল, "যে চারিখানি বি, ১৩নং এরোপ্লেনের নক্সা, তাহা আপনারা পান নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না। এই পত্র পাইবার পূর্ব্বে সেই চারিখানি নক্সার কথা জানিতেই পারি নাই।"

গ্রেটা বলিল, "সে চারিখানিও আমার ডেস্‌প্যাচ-বাক্সে ছিল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় বাক্সে ঐ তেরখানি নক্সা রাখিয়া আমি বাহিরে গিয়াছিলাম; বাসায় ফিরিবার পূর্ব্বেই আমি রেঁস্তরায় গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক স্মরণ আছে ?"

গ্রেটা বলিল, "হাঁ; এরোপ্লেনের চারিখানি নক্সা সমেত মোট তেরখানি আমার ডেস্‌প্যাচ বাক্সে ছিল।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, রবার্ট কুইন্‌টন সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা অমূলক না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তিনি তখন মনে মনে সে সকল কথার আলোচনা না করিয়া, গ্রেটার নিকট যে নূতন কথা শুনিলেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুই এক মিনিট পরে তিনি বলিলেন, "জ্যাক বিভানের গদীর ভিতর যে সকল নক্সা পাওয়া গিয়াছিল—তাহা তুমি সেখানে লুকাইয়া রাখ নাই ?"

গ্রেটা বলিল, "না, সে কাজ আমি করি নাই; আমার বিশ্বাস আপনারা আমাদের বোর্ডিংহাউসে খানাতল্লাস করিতে যাইবার পূর্ব্বে অন্য কোন লোক গোপনে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া ঐ কাজ করিয়াছিল! মিঃ বিভান সত্যই নিরপরাধ; আমি তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্যই তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম; আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। আমি জর্ম্মানীর গুপ্তচর ইহা সে কোনদিন ধারণা করিতে পারে নাই; তবে সে অত্যন্ত অসাবধান। তাহার অসতর্কতার জন্যই আমি তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিয়াছিলাম, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিব। এই অসতর্কতা ভিন্ন তাহার অন্য কোন দোষ ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার জন্যই তাহাকে জেলে যাইতে হইয়াছে! তুমি ইচ্ছা করিলে বিচারের সময় তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে পারিতে; তাহা না করিবার কারণ কি?"

গ্রেটা বলিল, "কারণ ক্রোধ, প্রতিহিংসা! সে আমাকে বন্ধু মনে করিত, আর আমি তাহাকে বন্ধু অপেক্ষাও অধিক আপনার জন মনে করিতাম; তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম। কিন্তু সে আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া বুঝিযাছিলাম তাহার হৃদয়ে আমার স্থান নাই! নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়—তাহা পুরুষ আপনি বুঝিতে পারিবেন না। আমার প্রেম দারুণ ঘৃণায় পরিণত হইল, আমি সঙ্কল্প করিলাম যেরূপে পারি তাহার সর্ব্বনাশ করিব; কিন্তু কখনও তাহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া ধরাইয়া দেওয়ার দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। অবশেষে তাহার গ্রেপ্তারের পর সঙ্কল্প করিলাম—আমি একা জেল খাটিব না, তাহাকেও জেলে পুরিব। সে আর একজনকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল; আমি তাহাদের উভয়েরই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া ঘৃণাভরে বলিলেন, "উঃ কি পিশাচী! তোমার কপট ব্যবহারে সেই নিরপরাধ সরল যুবককে কি কষ্টই না সহ্য করিতে হইতেছে!"

গ্রেটা বলিল, "কিন্তু সে জন্য আমার এখন বড়ই অনুতাপ হইয়াছে; সে

আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসিতে পারিবে না, জোর করিয়া তাহার ভালবাসা আদায় করিবার আমার কি অধিকার আছে? আমি সত্যই তাহার প্রতি রাক্ষসীর মত ব্যবহার করিয়াছি! কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে; আমি যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। এখন যদি তাহাকে মুক্তি দান করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমার এই অন্তর্জ্বালা নিবারিত হইত; কিন্তু এখন আর তাহার অনুকূলে কোন কথা বলা নিষ্ফল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এখন তোমার কোন কথাতেই তাহার কোন উপকার হইবে না। তুমি যে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছ তাহা আর ফিরিবে না; তবে তুমি যে সকল কথা বলিলে তাহা আমার কাজে লাগিতেও পারে। আমি বুঝিতে পারিলাম—জ্যাক নিরপরাধ; এখন আমি তাহার কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা করিতে পারিব।—আর এক কথা,—জ্যাক কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিকমুর কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে, এখনও ধরা পড়ে নাই।"

গ্রেটা সোৎসাহে বলিল, "সুসংবাদ বটে! আশা করি আর তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে লণ্ডনে পলাইয়া গিয়া জর্ম্মানীর কোন এজেণ্টের নিকট ঐ নক্সাগুলি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে—এরূপ সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে স্থান পাইতেও পারে। সে ধরা পড়িবার পূর্ব্বে এরোপ্লেনের সেই চারিখানি নক্সা কোথাও লুকাইয়া রাখে নাই এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন!"

গ্রেটা দৃঢ় স্বরে বলিল, "না, এ কাজ সে নিশ্চয়ই করে নাই; আমি ইতর গোয়েন্দা, কিন্তু স্বদেশ-প্রেমের মহিমা আমারও অজ্ঞাত নহে। জ্যাকের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ; এরূপ স্বদেশদ্রোহিতা তাহার অসাধ্য। এমন কি, ঐ সকল নক্সার অস্তিত্বও তাহার অজ্ঞাত ছিল। আমি আপনাকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করিবার চেষ্টা করি নাই। যে সকল কথা আপনাকে বলিলাম, তাহা সত্য কথা; তবে আমার কথা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথার ভঙ্গি ও চোখ মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে

পারিলেন সে সত্য কথাই বলিয়াছে। যদি তিনি আর কোন নূতন কথা জানিতে পারেন—এই আশায় বলিলেন, "তোমার ডেস্‌প্যাচ-বাক্স হইতে নক্সাগুলি কে চুরি করিয়াছিল, কেনই বা চুরী করিয়াছিল—তাহা অনুমান করিতে পার?"

গ্রেটা বলিল, "না, তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য; আমি কাহাকেও সন্দেহ করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রবার্ট কুইন্‌টন নামক একজন লোক তোমাদের বোর্ডিং-হাউসে বাস করিত; তোমাদের গ্রেপ্তারের দিন সন্ধ্যার পর সে হঠাৎ লণ্ডন হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। তুমি সেই লোকটি সম্বন্ধে কি জান?"

গ্রেটা বলিল, "হাঁ, তাহাকে চিনিতাম বটে, কিন্তু কোন দিন তাহার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশি নাই, তাহার পরিচয় জানিবারও চেষ্টা করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের বিরুদ্ধে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যে বেনামা পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল, আমার বিশ্বাস ঐ লোকটাই পলায়নের পূর্ব্বে সেই পত্রখানি লিখিয়াছিল।"

গ্রেটা বলিল, "তাহা হইলে আমার ডেস্‌প্যাচ বাক্স খুলিয়া নক্সাগুলি চুরী করাও তাহারই কাজ! সে চারিখানি মূল্যবান নক্সা আত্মসাৎ করিয়া অবশিষ্টগুলি জ্যাকের গদীর ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়াছিল, শেষে বোধ হয় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পত্র পাঠাইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। জানি না আমার এই অনুমান সত্য কি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলেও তোমার এই অনুমান সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছে। তুমি জ্যাক সম্বন্ধে কি জান বল। সে তাহার বিচারের সময় নিজের সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই; এ জন্য আমরা তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারি নাই।"

গ্রেটা বলিল, "তাহার প্রকৃত পরিচয় আপনার নিকট প্রকাশ করিলে তাহার কি কোন উপকারের আশা আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, তাহা তাহার নির্দ্দোষিতা-প্রমাণে সহায়তা করিতেও পারে।"

গ্রেটা বলিল, "তবে শুনুন ; জ্যাক বিভান তাহার প্রকৃত নাম নহে, প্রকৃত নাম জ্যাক হ্যামণ্ড। সদ্বংশে তাহার জন্ম ; আপনি বোধ হয় তাহার পিতাকে চেনেন। তাহার পিতা মেজর হ্যামণ্ড এখন ব্লিকমুর কারাগারের অধ্যক্ষ।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ! তুমি যে বড়ই অদ্ভুত কথা বলিলে !"

গ্রেটা হাসিয়া বলিল, "অদ্ভুত হইতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্য। সত্যের মত অদ্ভুত—আর কিছু আছে কি ? জ্যাক তাহার পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিল। দুই বৎসর হইতে সে ছদ্ম নাম ব্যবহার করিতেছিল, এবং নানা স্থানে বাস করিতেছিল। শেষে তাহার অভিমান দূর হইয়াছিল। যে রাত্রে আপনারা আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন—তাহার পরদিন প্রভাতে সে তাহার পিতামাতার নিকট প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার করা না হইলে সে নিশ্চয়ই যাইত ; তাহার পিতামাতা ও প্রেয়সী নারীর সহিত মিলিত হইয়া বড়দিনের উৎসবে আনন্দ করিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বুঝিয়াছি ; তাহার সম্মানিত বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে সে প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়াছিল। আহা বেচারা ! তাহার অবস্থার কথা ভাবিলে কষ্ট হয়। সে তাহার পরিচয় গোপন না করিলে মেজর হ্যামণ্ড সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। তাঁহারও জীবন বিষময় হইত।"

গ্রেটা বলিল, "তাঁহারই জেলখানায় তাঁহার পুত্র অন্যান্য কয়েদীর মত পাথর ভাঙ্গিতেছে, মাটী কোপাইতেছে—এ দৃশ্য তিনি কি করিয়া সহ্য করিতেছেন ? তিনি জ্যাককে চিনিতে পারেন নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব কি ? কয়েদীর পরিচ্ছদে মানুষের ভোল বদ্‌লাইয়া যায়।"

অতঃপর প্রহরিণী আসিয়া মিঃ ব্লেককে জানাইল—এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে হইবে।

মিঃ ব্লেক গ্রেটা মার্কহিমকে ধন্যবাদ জানাইয়া এবং তাহার কারাদণ্ড লাঘবের চেষ্টা করিবেন—এইরূপ আশা দিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। এই সুন্দরী যুবতীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইল; তাঁহার মনে হইল—তাহার অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইলেও তাহার স্বদেশবাসী তাহার স্বদেশবাৎসল্যের, তাহার সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসা করিবে। একজনের চক্ষে সে মহা পাপিষ্ঠা, কাপট্যময়ী পিশাচী, অন্যের চক্ষে সে স্বদেশহিতৈষিণী বীর-নারী!—একদিন রাজদ্রোহী বলিয়া যাহার প্রাণদণ্ড হয়, কিছু দিন পরে স্বদেশ-প্রেমিক নিঃস্বার্থ পুরুষসিংহ বলিয়া লোকে তাহারই স্মৃতির পূজা করিয়া থাকে।—প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে নারী তাহার প্রেমাস্পদকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না—ইহা মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং জ্যাকের প্রতি গ্রেটার ব্যবহারে তিনি বিস্মিত হইলেন না।

মিঃ ব্লেক অতঃপর রেলষ্টেশনে গিয়া লণ্ডনগামী ট্রেণের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিলেন। গ্রেটা মার্কহিমের সহিত আলাপ করিয়া তিনি আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলেন। রবার্ট কুইন্‌টন গ্রেটার ডেস্‌প্যাচ-বাক্স হইতে চারিখানি নক্সা চুরী করিয়াছিল—এবং তাহারই তিনখানি নক্সা সে জর্ম্মানীর এজেণ্ট মারফৎ বার্লিনে পাঠাইয়া কিছু টাকা মারিবার চেষ্টা করিতেছিল, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, চতুর্থ নক্সাখানিও তাহারই কাছে আছে। জর্ম্মানীর এজেণ্ট তাহাকে তাহার দাবীর টাকা দিলেই সে তাহা জর্ম্মান গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবে।

পলাতক রবার্ট কুইন্‌টনকে খুঁজিয়া বাহির করা কিরূপ কঠিন, তাহা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক হতাশ হইলেন; কিন্তু আর একটা কথাও তাঁহার মনে হইল। জ্যাক্ হ্যামণ্ডের প্রতি তাহার বিদ্বেষের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে; নতুবা জ্যাককে বিপন্ন করিবার জন্য সে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া গদীর ভিতর নক্সা প্রভৃতি জিনিসগুলি লুকাইয়া রাখিবে কেন? জ্যাক কঠিন শাস্তি পায়—ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার এই আক্রোশের কারণ বলিয়া মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। গ্রেটার

সহিত কুইন্‌টনের বিন্দুমাত্র ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তাহা তিনি গ্রেটার কথাটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং জ্যাকের অতীত জীবনের কোন ঘটনার সহিত কুইন্‌টনের স্বার্থ বিজড়িত ছিল বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। এই জন্য তিনি প্রথমে এই রহস্যভেদেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, রবার্ট কুইন্‌টনের সন্ধান না হইলে তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে। তথাপি তিনি আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক সেই রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, স্মিথের সহিত দীর্ঘকাল পরামর্শ করিলেন। তিনি আহারাদির পর অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বিশ্রাম করিয়া, পরদিন প্রভাতে কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন, স্মিথকে বলিলেন—সে যেন তাঁহার টেলিগ্রাম পাইলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়; কিন্তু তিনি কোথায় যাইতেছেন—তাহা তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না!

মিঃ ব্লেক প্রথমে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া সার উইলিয়ম ফেয়ার-ফক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া ওয়াটারলু ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। ওয়াটারলু ষ্টেশন হইতে তখন প্লিমাউথের ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব ছিল না; তিনি সেই ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন। সেই ট্রেণ যথাসময়ে ইয়েলভারটন-জংশন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, মিঃ ব্লেক ট্রেণ হইতে নামিয়া প্রিন্সটাউনে যাত্রা করিলেন।—কিছুদিন পূর্ব্বে 'কারা রহস্য' ভেদ করিবার জন্য তিনি প্রিন্সটাউন কারাগারে বন্দীভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন; সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন অন্য লোক কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

মিঃ ব্লেক সেইদিন সায়ংকালে প্রিন্স-টাউনের দুই মাইল দূরবর্ত্তী টু-ব্রীজেস্‌ নামক পল্লীর একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ছদ্মবেশে এই হোটেলে উপস্থিত হইলেন, এবং হোটেলওয়ালাকে জানাইলেন—তাঁহার নাম জর্জ্জ এলিসন; তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সেখানে কিছুদিন বাস করিতে আসিয়াছেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিষাদপূর্ণ কাহিনী

ট্রি-ব্রীজেস্ পল্লীর হোটেলটি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত; তাহার নিকটে অধিক লোকের বসতি ছিল না। এই হোটেল-সন্নিহিত ডার্ট নদীর অন্য তীরে কয়েকখানি কুটীর ও দুইটি ছোট গোলাবাড়ী ছিল। অদূরবর্ত্তী প্রিন্স-টাউন এবং ব্রিকমুর কারাগারের অট্টালিকাশ্রেণী অরণ্যের অন্তরালে থাকায় এই হোটেল হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না।

মিঃ ব্লেক পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় সেই রাত্রে তদন্তে বাহির হইতে পারিলেন না; কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবারও সুযোগ হইল না। তিনি আহারান্তে শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাত সাতটার সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া পোষাক পরিতে পরিতে জানালা দিয়া বহিঃপ্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলেন। ব্রিকমুরের চতুঃপ্রান্তবর্ত্তী অরণ্যের শোভা অনুপম। তিনি দেখিলেন, অপ্রশস্ত নদীটি তাহার তীরবর্ত্তী অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় বাঁকিয়া চলিয়াছে, এবং কিছু দূরে গিরি-অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ তুষাররাশিতে সমাচ্ছন্ন; সেই শুভ্র তুষাররাশি প্রাতঃসূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

সেদিন সেই হোটেলে দুই তিন জনের অধিক অতিথি ছিল না। এই সময় সেখানে তেমন বেশী লোকের ভীড় হয় না; যে সকল যাত্রী মোটর-যোগে টাভিষ্টক প্রভৃতি নগরে গমন করে, তাহারা এখানেই মোটর থামাইয়া জলযোগ করে, তাহার পর গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়।

মিঃ ব্লেক হোটেলের ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রাতর্ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন; আহার শেষে তিনি ধূমপান করিতেছেন—এমন সময় হোটেলওয়ালা রোজার ট্রিজেলিস্ একখানি খবরের কাগজ হাতে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আজ কেমন আছেন মহাশয় ? বোধ হয় কাল চেয়ে একটু ভাল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আজ অনেকটা ভালই আছি; আশা হইতেছে কয়েক দিন এখানে বাস করিলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিব।"

হোটেলওয়ালা মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই আপনার শরীর সুধ্‌রাইয়া যাইবে; আমাদের এখানকার জল হাওয়া বড়ই চমৎকার, দুর্ব্বল দেহে সালসার কাজ করে! এরকম স্বাস্থ্যকর স্থান এ অঞ্চলে আর একটিও নাই। উত্থানশক্তিহীন রোগী এখানে এক সপ্তাহ থাকিলে শরীরে এতই বল পায় যে, দৌড়াইতেও তাহার কষ্ট হয় না। এখানকার জল বাতাশ সত্যই সালসা মহাশয়, সালসা! কিন্তু আপনাকে ত তেমন বেশী কাহিল দেখিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, বেশী কাহিল হইবার পূর্ব্বেই আমি এখানে চলিয়া আসিলাম। আমার তেমন কোন রোগও নাই; অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এই জন্যই এখানে কয়েক দিন বিশ্রাম করিতে আসিয়াছি। ডাক্তার বলিয়াছে, প্রত্যহ আমাকে খানিক হাঁটিয়া বেড়াইতে হইবে।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "আমার হোটেলের চারি দিকেই মাঠ, বন জঙ্গলেরও অভাব নাই, বেড়াইবার অসুবিধা হইবে না; তবে এ অঞ্চলটা আপনার পরিচিত হইলে আর কথা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এ অঞ্চলের সহিত আমার কতকটা পরিচয় আছে বৈ কি! আমার বন্ধু কর্ণেল জারিং কিছু দিন পূর্ব্বে ব্লিকমুর কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন; আমি কয়েক বার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। আহা, বছর-দুই পূর্ব্বে বেচারার মৃত্যু হইয়াছে। কর্ণেল বড়ই ভাল লোক ছিলেন।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "হাঁ, কর্ণেল জারিংএর মৃত্যুর পর মেজর হ্যামণ্ড কারাগারের অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তিনিও লোক ভাল, তবে মেজাজ ভারি কড়া।

সমর বিভাগের লোক কি না, তাঁহার তর্জ্জন-গর্জ্জন কামানের আওয়াজের মতই গম্ভীর!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার বুঝি স্ত্রী নাই? মেম না থাকিলে লোকের, বিশেষতঃ যোদ্ধাদের মেজাজ একটু কড়া হইতেই দেখা যায়। প্রেম জিনিসটা আগুনের মত, লোহার মত কড়া মেজাজও নরম করে, 'প্রেমে জল হয়ে যায় গলে'!"

হোটেলওয়ালা বলিল, "হাঁ, তাঁহার মেম আছে বৈ কি! আর একটি সুন্দরী মেয়ে তাঁহার বাড়ীতেই থাকে, শুনিয়াছি—মেজরের কোন বড়লোক বন্ধুর মেয়ে। মেয়েটির বাপ মা মারা যাওয়ার পর মেজরই তাহার অভিভাবক হইয়াছেন। খাসা মেয়েটি। তাহার নাম মিস্ এডিথ ভারনন। শুনিয়াছি তাহার পিতার অগাধ সম্পত্তি, সম্পত্তির আয় না কি বার্ষিক ষাট হাজার পাউণ্ড! মাসিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড আয়! এ কি সাধারণ কথা? রাজ-কন্যা বলিলেও চলে। মেজর [illegible] সাহেবের একটি ছেলে ছিল; কিন্তু সে না কি—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে মিঃ ব্লেকের পাশের একখানি চেয়ারে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেকের ন্যায় সহিষ্ণু শ্রোতা পাইয়া তাহার গল্প করিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। সে গল্প করিতে ভালবাসিত, কিন্তু মনের মত শ্রোতা পাইত না; আজ সে গল্প করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মেজরের ছেলে ছিল বলিলে, ছেলেটি কি মারা গিয়াছে?"

হোটেলওয়ালা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়!—সে বড়ই বিষাদপূর্ণ কাহিনী। মেজর হ্যামণ্ড প্রিন্স টাউনের একটা পুরাতন অট্টালিকায় বহুদিন ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন; সেই বাড়ীতেই তাঁহার পুত্র জ্যাকের জন্ম হইয়াছিল। জ্যাক একটু বড় হইলে, মেজর সপরিবারে লণ্ডনে চলিয়া যান। সেখানে তিনি সমর বিভাগে কি একটা বড় চাকরী পাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কারাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া প্রিন্সটাউনে আসেন। তাঁহার স্ত্রী ও মিস্

ভারনন তাঁহার সঙ্গে আসিলেন বটে, কিন্তু জ্যাক আসিল না; তাহার কোন সংবাদও জানিতে পারি নাই। মেজর জ্যাকের সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলেন না, তাহার নাম পর্য্যন্ত যেন তাঁহার অসহ্য! জ্যাকের মায়ের মুখে হাসি দেখিতে পাওয়া যায় না; তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকেন। কারণ শুনিয়াছি মেজর জ্যাকের সহিত ঝগড়া করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন! জ্যাক লণ্ডন হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। উহাদের পিতাপুত্রে আর কখন মিলন হইবে কি না সন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, কি বল?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "সে কথা কি আর বলিতে হইবে? আমার বিশ্বাস, মেজরের দোষেই এই বিবাদ হইয়াছিল। সাধে কি বলিয়াছি তাহার মেজাজ অত্যন্ত কড়া? জ্যাক ছেলেমানুষ, সে আমোদ-প্রমোদ ভালবাসিত কিন্তু মেজর তাহাকে জেলখানার কয়েদীর মত চোখে চোখে রাখিতে চাহিতেন, একটু আল্‌গা দিতেন না! কিন্তু মিস্ ভারননকে তিনি বড়ই স্নেহ করেন, তাহার কাছে মেজর মাখমের মত নরম!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মেয়েটির ত বয়স হইয়াছে; সে অত-বড় সম্পত্তির মালিক, অথচ এখনও তাহার বর জুটিল না! বড়ই তাজ্জবের কথা নয় কি?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "মিস্ ভারনন না কি জ্যাককেই ভালবাসে. তাহাকে বিবাহ করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। শুনিয়াছি জ্যাক নিরুদ্দেশ হইলেও মেয়েটা এখনও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই! সে না কি অন্য কোন যুবককে বিবাহ করিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে? তবে ত মেয়েটি খুব ভাল!"

হোটেলওয়ালা বলিল, "কিন্তু তাহার সম্পত্তির লোভে একটা লোক তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে; যদি ভবিষ্যতে তাহার আশা পূর্ণ হয় তাহা হইলে লোকটা রাজা হইয়া যাইবে!"

মিঃ ব্লেক কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "সত্য না কি ? সেই লোকটি কে ?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তাহার নাম রিউপার্ট কোয়েলি। তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরেরও বেশী হইয়াছে। লোকটার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে তাহাকে ধনবান বলা যায় না। অল্পদিন পূর্ব্বে সে লণ্ডন হইতে ব্লিকমুরে আসিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস্ ভারননের উপর কত দিন হইতে এই শিকারীটির নজর পড়িয়াছে ?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তা প্রায় বছর-দুই হইবে, অর্থাৎ মেজর হ্যামণ্ড লণ্ডন হইতে এখানে আসিবার পরেই। আমার বিশ্বাস, সে মেজর হ্যামণ্ডকে ভুলাইয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। শুনিয়াছি মেজর হ্যামণ্ড তাহার প্রার্থনা অসঙ্গত মনে করেন নাই। মিস্ ভারননের সম্মতি থাকিলে এত দিন হয় ত তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত; কিন্তু মিস্ ভারনন তাহাকে কাছে ঘেঁসিতে দিতেছে না, বিবাহে মত দেওয়া ত দূরের কথা! ওদিকে রিউপার্ট কোয়েলিও নাছোড়বান্দা! সে যে মেয়েটাকে বিবাহ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে—এ রকম ত মনে হয় না! কিন্তু আমার মনে হয়—মিস্ ভারনন ঐ লোকটাকে বিবাহ না করিলেই ভাল করিবে। টাকার লোভে যে বড়মানুষের মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়—সে নিশ্চয়ই ভাল লোক নয়, আর সেই বিবাহে সুখও হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিস্ ভারনন জ্যাকেরই পক্ষপাতিনী, একথা রিউপার্ট কোয়েলি জানে ত ? মিস্ ভারনন কি তাহাকে সে কথা বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে নাই ?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "হাঁ, শুনিয়াছি মিস্ ভারনন তাহাকে বলিয়াছিল সে অন্য লোককে ভালবাসে; কিন্তু কোয়েলিটা এমনই ছুঁচো যে, সে কথা শুনিয়াও তাহার আশা ত্যাগ করে নাই; জোঁকের মত লাগিয়াই আছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রিউপার্ট কোয়েলি এখানে থাকে কোথায় ?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "এখান হইতে টাভিষ্টকে যাইবার যে পথ আছে —সেই পথের ধারেই 'গ্লেন হাউস' নামক একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় সে বাস করে। এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সেই বাড়ীটা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই বাড়ীতে আর কে থাকে?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "একটা বুড়ো আধ-পাগলা চাকর ছাড়া আর কেহই থাকে না। তাহার কোন বন্ধু বান্ধবও সেখানে না কি আসে না শুনিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রিউপার্ট কোয়েলি বোধ হয় প্রায়ই লণ্ডনে যায়?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "হাঁ, সে দুই চারিদিন অন্তরই ট্রেণে চাপিয়া কোথায় যায়, বোধ হয় লণ্ডনেই যায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লণ্ডনে গিয়া কখন সে দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিয়াছিল কি না বলিতে পার?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "হাঁ, গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে সে লণ্ডনে গিয়া সেখানে কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া আসিয়াছিল। বড় দিনের উৎসবের দুই একদিন পূর্ব্বে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল—একথা আমার বেশ স্মরণ আছে; তবে সে লণ্ডন হইতে আসিয়াছিল—কি অন্য কোন নগর হইতে আসিয়াছিল—তাহা আমার জানা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটার চেহারা কি রকম?"

হোটেলওয়ালা বলিল, "লম্বা, ছিপ্‌ছিপে চেহারা; চোখের তারা কাল; চুলগুলিও কাল। মুখে দাড়ি গোঁফ নাই।—আপনি তাহার সম্বন্ধে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ঐ নামের একটি লোককে চিনিতাম; সেই লোকই কি না জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে; কিন্তু তুমি তাহার চেহারার যে বর্ণনা দিলে, তাহা শুনিয়া মনে হইতেছে সে আমার পরিচিত কোয়েলি নহে, অন্য কোন লোক।"

সেই সময় একজন কৃষক একখানি বেত হাতে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ

করিয়া এক গ্লাস পানীয় চাহিল। হোটেলওয়ালা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল। মিঃ ব্লেক সেই সুযোগে হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—তিনি যাহার সন্ধানে এখানে আসিয়াছেন—হোটেলওয়ালা তাঁহাকে সেই লোকেরই সন্ধান দিয়াছে! তিনি সোৎসাহে প্রিন্স-টাউনের দিকে অগ্রসর হইলেন। বস্তুতঃ, রিউপার্ট কোয়েলিই যে ছদ্মনাম ধারণ করিয়া লণ্ডনের গোয়ার ষ্ট্রীটের বোর্ডিং-হাউসে পূর্ব্ববৎসর ডিসেম্বর মাসে বাস করিয়াছিল, এবং রবার্ট কুইন্‌টন এই রিউপার্ট কোয়েলি ভিন্ন অন্য লোক নহে—এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, পূর্ব্বোক্ত নক্সা চারিখানি এই ব্যক্তিই গ্রেটা মার্কহিমের ডেস্‌প্যাচ-বাক্স হইতে অপহরণ করিয়াছিল, এবং চতুর্থ নক্সাখানি তাহার নিকটেই আছে।

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে বলিলেন, "না, আর বিলম্ব করা হইবে না। স্মিথকে অবিলম্বে এখানে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করি। তাহাকে তাহার সাইকেলখানাও লইয়া আসিতে আদেশ করিব; এখানে সাইকেল আনিলে তাহার কাজে লাগিবে।"

* * * *

স্মিথ মিঃ ব্লেকের টেলিগ্রাম পাইয়া সেই দিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় টু-ব্রীজেসের হোটেলে উপস্থিত হইল। সে গ্রেট্‌ ওয়েষ্টার্ণ রেল-পথে ট্যাভিষ্টকে আসিয়াছিল; সেখান হইতে সাইকেলে চাপিয়া হোটেলে আসিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে তাঁহার ভাই বলিয়া হোটেলওয়ালার নিকট পরিচিত করিলেন। গোয়েন্দাগিরি করিবার সময় তিনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও সত্যনিষ্ঠায় পরাস্ত করিতেন! মিঃ ব্লেক আহারাদির পর স্মিথকে তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া, হোটেলওয়ালার নিকট তিনি যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই বলিলেন। তাহার পর তিনি ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "এই রিউপার্ট কোয়েলি যে রবার্ট কুইন্‌টন, এ বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই স্মিথ! রিউপার্ট এই অঞ্চলে বাসা লইয়া বাস করিবার সময় মিস্‌ ভারননকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার ন্যায় রূপসী তরুণীকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জানিবার জন্য নিশ্চয়ই

তাহার আগ্রহ হইয়াছিল। সে সহজেই জানিতে পারিল, মেয়েটি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী; সুতরাং বুঝিল—এ একটা প্রকাণ্ড শিকার! তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রিউপার্টের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মেয়েটি একে অসামান্যা রূপবতী, তাহার উপর বিপুল সম্পত্তির মালিক! এত বড় দাঁও কি সে সহজে ছাড়িতে পারে?—সে মিস্ ভারননের সহিত আলাপ করিয়া, সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ভালবাসা জানাইয়াছিল, সম্ভবতঃ, বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিল; কিন্তু মেয়েটা জ্যাককে ভালবাসে; জ্যাক বিভান নিরুদ্দেশ হইলেও, সে জ্যাক ভিন্ন অন্যকে বিবাহ করিতে পারিবে না, এ কথাও নিশ্চয়ই বলিয়াছিল।

"কোয়েলি যদি ভদ্রলোক হইত, তাহা হইলে অন্যের প্রণয়িনীকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত না; কিন্তু লোকটা ইতর ও লোভী। সে সম্পত্তির লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, যেরূপে হউক, জ্যাককে তাহার পথ হইতে সরাইয়া, মিস্ ভারননকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিল।—আমার যাহা অনুমান, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, জ্যাক লণ্ডনের গোয়ার ষ্ট্রীটে একটা বোর্ডিং-হাউসে বাসা লইয়া বাস করিতেছে। কোয়েলিও রবার্ট কুইন্টন নাম ধারণ করিয়া সেই বোর্ডিং-হাউসে বাসা লইল, এবং জ্যাককে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ক্রমে জানিতে পারিল—জ্যাকের বান্ধবী আমি লেথব্রীজ জর্ম্মানীর গুপ্তচর; এই স্ত্রীলোকটা জ্যাককে ভুলাইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে!—কোয়েলি এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। অবশেষে সে আমি লেথব্রীজ অর্থাৎ গ্রেটা মার্কহিমের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার ডেস্প্যাচ-বাক্স খুলিয়া ফেলিল, এবং সেই বাক্সে এরোপ্লেনের নক্সা প্রভৃতি যে সকল জিনিস পাইল, তাহা চুরী করিয়া কতক জ্যাকের গদীর ভিতর লুকাইয়া রাখিল, আর যে চারিখানি নক্সা জর্ম্মানীর নিকট বিক্রয় করিলে কিছু টাকা পাওয়া যাইবে বুঝিতে পারিল, তাহা লইয়া বোর্ডিং-হাউস হইতে চম্পট দান করিল। কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে সে এক বেনামা চিঠি লিখিয়া স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গ্রেটা মার্কহিমের ও জ্যাকের বিরুদ্ধে যে সকল কথা লিখিল, এবং সেই পত্রের যে ফল হইল

তাহা তোমার জানা আছে।—রিউপার্ট কোয়েলি কিস্তীমাৎ করিয়াছে ভাবিয়া লণ্ডন হইতে পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছে; কিন্তু সে যে আশায় এই কুকর্ম্ম করিয়াছে—সেই আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না! কারণ মিস্ ভারনন তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই।

স্মিথ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া মিঃ ব্লেকের কথাগুলি যেন গ্রাস করিতেছিল; মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইলে সে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। আপনার সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত—এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি; আপনার এই যুক্তির ভিতর কোন গলদ বাহির করিবার উপায় নাই। রবার্ট ব্রেইনটনই এই বদমায়েস রিউপার্ট কোয়েলি। এ কথা মিথ্যা হইলে আমার নাম মিথ্যা! কিন্তু এই শয়তানটাকে ধরিবার উপায় কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যেরূপে হউক, তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। সে এরোপ্লেনের তিনখানি নক্সা একজন জর্ম্মানকে দিয়াছে; কিন্তু দর-দাম ঠিক না হইলে প্রধান নক্সাখানি জর্ম্মানীকে দিবে না স্থির করিয়া, তাহা এখনও হাত-ছাড়া করে নাই। আমরা তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিব; নক্সাগুলির দর-দাম ঠিক হইলে, যখন সে চতুর্থ নক্সাখানি জর্ম্মানীর এজেন্টকে দিয়া টাকা লইবে—সেই সময় তাহাদের উভয়কেই গ্রেপ্তার করিব। তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইলেই কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিবেন জ্যাক প্রকৃতই নিরপরাধ; উহাদেরই ষড়যন্ত্রে তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার মতলব বুঝিতে পারিলাম; রিউপার্ট কোয়েলির উপর দৃষ্টি রাখাই এখন আমাদের প্রধান কাজ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এই জন্যই তোমাকে এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "আমি কি আপনার সঙ্গে এই হোটেলেই বাস করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তোমার এখানে থাকা হইবে না; কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে না পারে—এই ভাবে কাজ করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "তবে আমি এখন কোথায় যাইব ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রিউপার্ট কোয়েলি যেখানে বাস করিতেছে—সেই বাড়ীটার নাম 'গ্রেন হাউস'। সেইস্থানেই তোমাকে যাইতে হইবে। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, রিউপার্ট এখন সেই বাড়ীতেই আছে। সেই বাড়ীর কাছে একজন দোকানদারের গদী আছে ; সেই গদীতে তোমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। দোকানদারকে বলিয়াছি—তোমার নাম টম ওয়াট্‌সন। সে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি তাহাকে জানাইয়াছি—তুমি অসুস্থ, বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য লণ্ডন হইতে এখানে আসিতেছ। সেখান হইতে তুমি রিউপার্টের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারিবে। সে যখন কোথাও যাইবে, দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিবে। তাহার গাড়ী ঘোড়া আছে, যদি সে ঘোড়ার গাড়ীতে যায়—তাহা হইলে তোমার সাইকেলে চাপিয়া তাহার অনুসরণ করিবে। এইজন্যই তোমাকে সাইকেল আনিতে লিখিয়াছিলাম। হয় ত তোমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে ; কিন্তু এক দিন সে জর্ম্মান এজেণ্টকে নক্সাখানি দিয়া টাকা আনিতে যাইবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সেই দিন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ হইবে। চল, আমি তোমাকে তোমার নূতন বাসায় লইয়া যাই ; চলিতে চলিতে তোমাকে আরও দুই একটি বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিব।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হোটেল হইতে বাহির হইলেন, এবং তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীপথে অগ্রসর হইলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কোয়েলির পৈশাচিক সঙ্কল্প

ডিসেম্বরের অবসানের সঙ্গে খৃষ্টোৎসব শেষ হইল। মিঃ ব্লেক জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহও টু-ব্রীজেসের হোটেলে বাস করিলেন; স্মিথকেও সেখানে থাকিতে হইল। স্মিথ রিউপার্ট কোয়েলির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া কোন গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিল না। রিউপার্ট প্রতিদিন প্রভাতে ও অপরাহ্নে ভ্রমণে বাহির হইলে, স্মিথ দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিত। রিউপার্ট ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমে প্রিন্স টাউনের 'ডচি হোটেল' নামক হোটেলে গিয়া দুই এক গ্লাস সরাপ টানিয়া পিপাসা দূর করিত; তাহার পর মনের আনন্দে গুণগুণ স্বরে গান করিতে করিতে মেজর হ্যামণ্ডের গৃহে উপস্থিত হইত, এবং সেখানে কিছুকাল থাকিয়া বাসায় ফিরিত। স্মিথ তাহাকে কোন দিন কোন অপরিচিত লোকের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিল না।

একদিন অপরাহ্ন কালে ছদ্মবেশী জ্যাক হ্যামণ্ড তাহার প্রণয়িনী এডিথ ভারননকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইল। উভয়েই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল। তাহারা একত্র চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু উভয়েই নির্ব্বাক, এক ঘণ্টার মধ্যে কেহই কোন কথা বলিল না। জ্যাক দুই একদিন পরেই কয়েদীর পরিচ্ছদে পুনর্ব্বার কারাগারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত বিমর্ষভাবে চলিতেছিল। তাহারা ডার্ট নদীর তীর দিয়া চলিতে চলিতে নদীকূলে সবুজ মখমলের মত প্রসারিত ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। স্থানটি বড়ই নির্জ্জন, তাহাদের পশ্চাতে পার্ব্বত্য অরণ্য; গিরিপাদমূল নানাজাতীয় বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন

গ্রীষ্মকালে অরণ্যের সেই অংশে প্রচুর বিষময় সর্প বিচরণ করিত বলিয়া নগরের লোক সে সময় সেদিকে বেড়াইতে যাইত না।

জ্যাক এডিথকে বলিল, "অনেক দিন আগে আমরা এখানে বেড়াইতে আসিলে একটা সাপ হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে আসিয়া ফণা তুলিয়া তোমাকে কামড়াইতে উদ্যত হইয়াছিল ; আমি পাতর দিয়া সাপটার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম।—সে কথা তোমার স্মরণ আছে কি ?"

এডিথ বলিল, "হাঁ, সেদিন তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে ; সে কথা কি ভুলিতে পারি ? যদি সেই সুখের দিন আবার ফিরিয়া পাইতাম! কি সুখ শান্তি ও আনন্দে আমাদের দিনগুলি কাটিত ! সে সকল কথা আজ যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে !"

জ্যাক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর কি তেমন সুখের জীবন ফিরিয়া পাইব ? আবার আমাকে কারাগারে গিয়া মাটী কাটিতে হইবে, পাতর ভাঙ্গিতে হইবে ; আরও কত কি কঠিন কাজ করিতে হইবে! বৎসরের পর বৎসর এই ভাবেই কাটাইতে হইবে! হয় ত কারাগারেই জীবনের অবসান হইবে।"

এডিথ বলিল, "ও কথা আমাকে শুনাইও না জ্যাক ! উহা আমার অসহ্য। —হয় ত তোমার পিতা তোমার মুক্তিদানের কোন ব্যবস্থা করিবেন।"

জ্যাক বলিল, "না এডিথ ! বাবা সে সকল কিছুই করিবেন না। তাঁহার হৃদয় ইস্পাতের মত কঠিন ; তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের কাছে স্নেহ মমতা, দয়া সহানুভূতি সবই ব্যর্থ! যে সময় আমার কারাগারে ফিরিবার কথা ছিল, তাহার পরেও তিনি কয়েকদিন আমাকে বাড়ীতে রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট আর কোন অনুগ্রহের আশা নাই। আমার সুখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সপ্তাহের শেষেই আমাকে তোমাদের নিকট বিদায় লইতে হইবে। কারাগারের লৌহদ্বার আমার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে !"

এডিথ বলিল, "কিন্তু তোমাকে গ্রাস করিতে পারিবে না।"

জ্যাক সবিস্ময়ে বলিল, "গ্রাস করিতে পারিবে না—এ কথার মর্ম্ম কি ?"

এডিথ বলিল, "অর্থাৎ তোমাকে কারাগারে পুনঃ-প্রবেশ করিতে হইবে না।

কিরূপে ইহা সম্ভব হইবে—সে কথা আমি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াছি , অবশেষে একটা উপায় স্থির করিয়াছি।"

জ্যাক বলিল, "উপায় স্থির করিয়াছ! তবে কি তোমার ইচ্ছা—আমি বাবার অজ্ঞাতসারে এখান হইতে পলায়ন করি?"

এডিথ বলিল, "আগে আমার কথা শেষ করিতে দাও,—গত দুই সপ্তাহ তোমাকে পাইয়া আমি কত সুখী হইয়াছি, তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আবার তুমি কারাগারে প্রবেশ করিবে—এ চিন্তাও আমার অসহ্য। না, আমি তোমার জীবন আমার জীবন এ ভাবে ব্যর্থ হইতে দিব না। তোমাকে বিদায় দিয়া আমি বাঁচিব না, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে; ভগ্ন হৃদয়ে আমি প্রাণত্যাগ করিব। তাহার পর যখন তুমি মুক্তিলাভ করিবে—তখন সমাধিক্ষেত্রে আমার বিস্মৃতপ্রায় সমাধি ভিন্ন আমার কোন স্মৃতিচিহ্নই দেখিতে পাইবে না।"

জ্যাক কাতর স্বরে বলিল, "এডিথ! আমাকে দয়া কর; ঐ সকল কথা বলিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিও না।"

এডিথ বলিল, "কিন্তু আমাদের উভয়েরই মঙ্গলের আশায় তোমাকে এ সকল কথা বলিতেছি। আমাদের বয়স অল্প—সুখের সংসার সহস্র প্রলোভন লইয়া বিচিত্র মায়াচিত্রের ন্যায় আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদের জীবনের সকল কামনাই যে অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। এ বয়সে কাহার মরিতে ইচ্ছা হয় প্রিয়তম! চল, আমরা উভয়ে গোপনে পলায়ন করি।—ইহাই আমাদের মিলনরে একমাত্র উপায়।"

জ্যাক মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমাকে লইয়া পলায়ন করিব? অসম্ভব!"

এডিথ দৃঢ় স্বরে বলিল, "না, একটুও অসম্ভব নহে; ইহা অত্যন্ত সহজ।"

জ্যাক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "এডিথ! বাবার কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইতেছ কেন? আমি তাঁহাকে বলিয়াছি—তাঁহার আশ্রয় হইতে নিশ্চয়ই পলায়ন করিব না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কারাগারে পুনঃ-প্রবেশ করিব। আমি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না।"

এডিথ বলিল, "অবিচারে যাহার কারাদণ্ড হইয়াছে, সে ঐরূপ অসঙ্গত অঙ্গীকার পালন করিতে বাধ্য নহে।"

জ্যাক বলিল, "তুমিই অত্যন্ত অসঙ্গত কথা বলিতেছ! আমি অঙ্গীকার করিয়া তাহা ভঙ্গ করা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ বলিয়াই মনে করি। কয়েদী হইলেও আমার আত্মসম্মান আছে; স্বাধীনতার জন্যও আমি তাহা বিসর্জ্জন দিব না। দুই বার একই রকম ভুল করিব না।"

জ্যাকের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত এডিথের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; কিন্তু সে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। সে আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল, "কিন্তু আমাদের উভয়ের ভবিষ্যৎ সুখের তুলনায় তোমার এই অঙ্গীকার কি নিতান্তই তুচ্ছ নহে? তুমি নিরপরাধ, তথাপি একটা অন্যায় অঙ্গীকার পালনের জন্য দুইটি জীবন নষ্ট করিতে চাও? যদি কেহ আত্মহত্যার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়—তাহার সেই অঙ্গীকারপালন কি পৌরুষের নিদর্শন? যে রাজবিধান অন্যায় করিয়া তোমাকে পীড়ন করিতেছে, তুমি কি সেই বিধান মানিয়া লইতে বাধ্য? এখনও তিন দিন সময় আছে—চল, আমরা তাহার পূর্ব্বেই গোপনে পলায়ন করি। আমরা এই সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া লইতে পারিব। আমি প্লিমাউথে গিয়া তোমার ও আমার জন্য পোষাক কিনিয়া আনিব। সেই পোষাকে তোমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। অন্য রকম দাড়ি গোঁফ পরিয়া, চোখে চশমা আঁটিলে তুমি অনায়াসে পুলিশকে প্রতারিত করিতে পারিবে। এইসকল জিনিস আমি গোপনে সংগ্রহ করিয়া আনিব। আমিও ছদ্মবেশ ধারণ করিব। আমাকে দেখিয়াও কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

জ্যাক বলিল, "না, এডিথ! ওসকল কাজ করিও না; এই পাগলামী ছাড়িয়া দাও।"

এডিথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাধা দিও না, জ্যাক! যাহা বলি শোন। আমরা উভয়ে এইরূপ ছদ্মবেশে পরশু বৈকালে গৃহত্যাগ করিব। তুমি কারাধ্যক্ষের অতিথি—একথা সকলেই জানে; সুতরাং আমাদিগকে ট্রেণে উঠিতে দেখিলে কেহই তোমাকে সন্দেহ করিবে না। আমরা একসিটারে ট্রেণ হইতে

নামিয়া একখানা মোটর ভাড়া করিব। আমরা মোটরে লণ্ডনে রওনা হইলে ধরা পড়িবার ভয় নাই; যখন আমাদের অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে—তাহার পূর্ব্বেই ট্রেণ পরিত্যাগ করিব। প্লিমাউথ হইতে চেক ভাঙ্গাইয়া আমি অনেক টাকা সংগ্রহ করিব, এবং ব্যাঙ্ক হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে 'সিকিউরিটি' লইব; টাকার অভাব হইলে তাহা ভাঙ্গাইলেই টাকা পাওয়া যাইবে। তুমি পলায়ন করিয়াছ—এ সংবাদ পাইলেও তোমার বাবা সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে কথাটা গোপন রাখিতেই হইবে। তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ করা তাঁহার অসাধ্য হইবে।"

জ্যাক বলিল, "সে কথা তিনি প্রকাশ না করুন, কিন্তু আমার গ্রেপ্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি অসম্পন্ন রাখিবেন না।"

এডিথ বলিল, "কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তোমাকে ধরিতে পারিবেন না। আমরা লণ্ডনে পৌঁছিয়া ছদ্মনামে বিবাহ করিব; তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া কোনও জাহাজে ইংলণ্ড ত্যাগ করিব। এ রকম কোন দেশে যাইব—যেখানে ইংরাজের আইন হাত বাড়াইয়া তোমাকে ধরিতে না পারে। সেখানে আমরা সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিব। আমরা উভয়ে একত্র নরকে গিয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারিব।"

জ্যাক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এডিথ! তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ; জাগিয়াই সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছ! সত্যই তোমার এই কল্পনা অসার স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

এডিথ বলিল, "কিন্তু এই স্বপ্ন সফল করিতে হইবে। জ্যাক, প্রিয়তম! তুমি আর আপত্তি করিও না, আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিও না।"

জ্যাক দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহা হইবে না, এডিথ! আমি তোমার প্রস্তাবে অসম্মত। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে যে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতেছ, তাহার প্রভাব অতিক্রম করা কিরূপ কঠিন তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি; তথাপি আমি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন করিব না, বাবার নিকট যে অঙ্গীকার

করিয়াছি তাহা পালন করিবই। ইহাতে আমার হৃদয় চূর্ণ হয় হউক; জীবনের সেই ব্যর্থতা বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিব।"

এডিথ জ্যাকের কথা শুনিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "না জ্যাক! তুমি ওকাজ করিও না, আমার তরুণ জীবন মরুভূমিতে পরিণত করিও না; আমার সুখশান্তির আশা ব্যর্থ করিও না। তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না। আর আমি তোমাকে কারাগারে ফিরিতে দিব না। তুমি আমাকে আর কাঁদাইও না। তুমি আমার সর্ব্বস্ব; আমাকে অকুলে ভাসাইয়া দিও না। তোমার মুখ চাহিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি, আমাকে বধ করিও না।"

জ্যাক ধীরে ধীরে এডিথের আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিল, "আমার সঙ্কল্প অপরিবর্ত্তনীয়। আমার শেষ কথা তোমাকে বলিয়াছি। আমি স্বহস্তে আমার হৃৎপিণ্ড চূর্ণ করিব, তথাপি তোমার লোভনীয় প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার অনুসরণ করিও না; কিছু কাল আমি একাকী থাকিতে চাহি।"

জ্যাক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং এডিথের মুখের দিকে না চাহিয়া একাকী নদীর ধার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এডিথ সেই স্থানে একাকিনী বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। জ্যাকের নিষ্ঠুরতায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে সে অধীর হইয়া উঠিল।

কয়েক মিনিট পরে সে মুখ তুলিয়া দেখিল—জ্যাক নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। নির্জ্জন নদীতীরে একাকিনী বসিয়া থাকিতে তাহার সাহস হইল না, বিশেষতঃ তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। এডিথ চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর সে যেদিক হইতে আসিয়াছিল—সেই দিকে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে—এমন সময় পশ্চাতে হঠাৎ কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল।

এডিথ ভয় পাইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই একটি দীর্ঘাকৃতি সুবেশধারী

যুবককে দেখিতে পাইল। তাহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই যুবকটি টুপি খুলিয়া এডিথের আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

এডিথ সভয়ে সবিস্ময়ে বলিল, "রিউপার্ট! কি আশ্চর্য্য! তুমি এখানে? তুমি এদিকে কখন আসিয়াছিলে?"

রিউপার্ট কোয়েলি হাসিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে এখানে বসিয়া যখন গল্প আরম্ভ করিয়াছিলে তখন আমি অধিক দূরে ছিলাম না, তবে একটু আড়ালে ছিলাম বটে।"

এডিথ বলিল, "বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের অনুসরণ করিয়াছিলে! বোধ হয় লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ?"

রিউপার্ট হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তোমাদের সকল কথাই শুনিয়াছি; ঐ ঝোপের আড়ালে বসিয়া তোমাদের কথা শুনিবার একটুও অসুবিধা হয় নাই। সে দিন তোমাদের বাড়ী গিয়া তোমার পিতার ঐ অতিথির সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম; তখনই আমার মনে হইয়াছিল—লোকটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি! সে ছদ্মবেশী বলিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। তোমাদের প্রেমালাপ শুনিয়া বুঝিলাম আমার সন্দেহ অমূলক নহে। জ্যাক হ্যামণ্ড কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া একটু চিন্তিতই হইয়াছিলাম; এখন জানিতে পারিলাম—তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতাই তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছেন! আঃ—এত দিনে আমার একটা দুশ্চিন্তা দূর হইল। তুমি তাহার সহিত পলায়ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে না? লণ্ডনে গিয়া গোপনে তাহাকে বিবাহ করিতেও চাহিয়াছিলে!—তুমি একটা স্বদেশদ্রোহীর—জেলখানার একটা কয়েদীর প্রেমে মজিয়া জীবন ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছ শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম! ছিঃ—তোমার এমন হীন প্রবৃত্তি! এমন জঘন্য রুচি!"

এডিথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "জ্যাক নিরপরাধ, একটা ইতর লোকের ষড়যন্ত্রে তাহাকে জেলে যাইতে হইয়াছে।—আমি তাহাকে ভালবাসি; যত দিন বাঁচিব, ভালবাসিব।—তুমি কেন অনধিকার-চর্চ্চা করিতে আসিয়াছ?"

রিউপার্ট বলিল, "আমার ধারণা ছিল তুমি বুদ্ধিমতী; এখন দেখিতেছি তুমি নিতান্তই হাবা! এক সময় তুমি উহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে কিন্তু এখন সে জেলের কয়েদী, উহার ছায়া স্পর্শ করাও এখন তোমার পক্ষে অপমানজনক।"

এডিথ বলিল, "তোমার ধারণা তোমারই থাক্; আমার ধারণা অন্যরূপ এবং তোমার উপদেশে আমার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই তুমি বুঝিয়াছ আমার প্রবৃত্তি হীন, আমার রুচি জঘন্য;—সুতরাং এরূপ ইতরের সংস্রবে তোমার না আসাই উচিত। তুমি আমার ছায়াও স্পর্শ করিও না, তোমার পবিত্র দেহে কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে। আশা করি তোমার মত মহৎচরিত্র সদাশয় ব্যক্তি জ্যাককে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবে না; তুমি নিশ্চয়ই ততদূর ইতর নহ।"

রিউপার্ট বলিল, "পলাতক কয়েদীকে ধরাইয়া দেওয়া কি ইতরতা? উহা ভদ্রলোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি নিশ্চয়ই উহাকে ধরাইয়া দিব। উহার বাপের কীর্ত্তিও কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিব।—তবে তুমি যদি দুইটি সর্ত্তে সম্মত হও তাহা হইলে আমি এই চেষ্টায় বিরত থাকিতে পারি।"

এডিথ বলিল, "কিরূপ সর্ত্ত?"

রিউপার্ট বলিল, "প্রথম সর্ত্ত—জ্যাক হ্যামণ্ড এই সপ্তাহের শেষে জেলখানায় প্রত্যাগমন করিবে; দ্বিতীয় সর্ত্তটা কি—তাহা আমি নাবলিলেও আশা করি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।"

এডিথ বলিল, "না, আমি বুঝিতে পারি নাই; কি সর্ত্ত, তাহা তোমার স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত।"

রিউপার্ট বলিল, "দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে; আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার অভিভাবকও আমাকে তোমার যোগ্য বর বলিয়াই মনে করেন। আমার হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিতে তাঁহার অনিচ্ছা নাই, কিন্তু তুমিই আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত। তোমার পাগলামি ত্যাগ কর, আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও।"

এডিথ অবজ্ঞাভরে বলিল, "তোমাকে বিবাহ? এ কাঠামো থাকিতে ত নয়।"

রিউপার্ট উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি তোমাকে বিবাহ করিবই। হাঁ, তিন সপ্তাহ মধ্যেই তুমি আমার স্ত্রী হইবে; আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে। বেশী দিন নয়, তিন সপ্তাহের মধ্যেই।"

এডিথ বলিল, "কখন তোমাকে বিবাহ করিব না। তোমার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি!"

রিউপার্ট বলিল, "তুমি আমার অবাধ্য হইলে কয়েদী জ্যাককে নিশ্চয়ই ধরাইয়া দিব; তাহাকে পুনর্ব্বার জেলে পুরিব।"

এডিথ বলিল, "তোমার ততখানি কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হইবে না। জ্যাক নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বেচ্ছায় কারাগারে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি ত লুকাইয়া থাকিয়া শুনিয়াছ - কোন কারণেই সে অঙ্গীকারভঙ্গ করিবে না; তবে আর ও ভয় দেখাইয়া ফল কি?"

রিউপার্ট বলিল, "কিন্তু তাহার বাপকেও সেই সঙ্গে জেলে পুরিব যে! আর জ্যাকের মুখ চাহিয়া থাকিয়া তোমার কি লাভ? জ্যাক অপরাধী হউক, আর নিরপরাধ হউক, তাহার নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই। বিচারকের রায় ফিরিবে না,—তাহাকে আরও সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই ছয় বৎসর পরে সে জীবিত অবস্থায় কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেও তাহাকে তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না। জেলখালাসী বদমায়েস সমাজে অচল। কোন ভদ্রলোক তাহাকে কাছে বসিতে দিবে না, তাহার সহিত কথা কহিবে না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিবে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে, সমাজে তোমার প্রচুর মান সম্ভ্রম,—তাহাকে তুমি বিবাহ করিবে?—তাহার পর মেজর হ্যামণ্ড পলাতক কয়েদীকে গৃহে আশ্রয় দান করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন—তাহার মার্জ্জনা নাই; তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না; ফলে তাঁহার কারাদণ্ড হইবে। কারাদণ্ড না হইলেও তিনি অপমানিত ও পদচ্যুত হইবেন—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অপমানে

ও লাঞ্ছনায় তিনি মনে যে আঘাত পাইবেন—সেই ধাক্কা নিশ্চয়ই সাম্‌লাইতে পারিবেন না ; মনের ঘৃণায় অকালে তাঁহার মৃত্যু হইবে। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিবেন। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি তাঁহাদিগকে এই শোচনীয় পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে পার। যদি আমাকে বিবাহ না কর—তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সকল কথা প্রকাশ করিব ; তুমি যে সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ—তাহা বিধ্বস্ত করিব।—ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।"

এডিথ এই পিশাচের কথায় আতঙ্কে অভিভূত হইল ; তাহার চোখে মুখে নিরাশার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "উঃ—তুমি কি পিশাচ! তোমার কি দয়া মায়া নাই? বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই?"

রিউপার্ট বলিল, "না। আমি তোমাকে চাই। তোমাকে লাভ করিবার জন্য জগতে এমন কোনও জঘন্য কাজ নাই, যাহা করিতে কুণ্ঠিত হইব। বল, আমাকে বিবাহ করিবে?"

এডিথ বলিল, "না ; আমি অন্যকে ভালবাসি। যদি জ্যাককে লাভ করিবার আশা না-ও থাকে, তথাপি তোমার মত নরপিশাচকে বিবাহ করিব না। যে নারীর বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান আছে—তোমার চরিত্রের পরিচয় পাইলে সে তোমাকে বিবাহ করিবে না। তুমি পশুর অধম। যাঁহারা আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, কন্যার ন্যায় আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিও না। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস না, তুমি ভালবাস আমার টাকা। আমার সম্পত্তির লোভেই তুমি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ! যদি তুমি আমার অভিভাবকের কোন অপকার না কর—তাহা হইলে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

রিউপার্ট আবেগভরে বলিল, "কিন্তু আমি তোমাকেই চাই ; তোমার সম্পত্তির জন্য আমার কোন চিন্তা নাই। তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমাকে

বিবাহ করিবে;—তাহা হইলে তোমার আশ্রয়দাতা মেজর হ্যামণ্ডের গুপ্তকথা প্রকাশিত হইবে না; নতুবা আমি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিব। তাঁহার সুখের সংসারে আগুন লাগাইয়া দিব।"

এডিথ কাতর স্বরে বলিল, "না, তুমি তাহা করিও না। আমার আশ্রয়দাতার, আমার প্রতিপালকের সর্ব্বনাশ করিও না। আমাকে দয়া কর।"

রিউপার্ট বলিল, "আমার দয়া নাই। আমি তোমাকে ভালবাসি—যেরূপে পারি তোমাকে বিবাহ করিব।"

এডিথ বলিল, "আমি ভাবিয়া দেখি, আমাকে দুই দিন সময় দাও।"

রিউপার্ট বলিল, "না; এক ঘণ্টা—একমুহূর্ত্তও সময় দিব না। এখনই অঙ্গীকার কর—তিন সপ্তাহমধ্যে আমাকে বিবাহ করিবে।"

এডিথ বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাকে বিবাহ করিব; কিন্তু যদি পরমেশ্বর থাকেন, যদি তিনি আমার মনের বেদনা বুঝিয়া থাকেন, যদি তাঁহার অনাথ বিপন্নের বন্ধু—করুণাময় নাম মিথ্যা না হয়—তবে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমার এই দুরাশা পূর্ণ হইবে না। তিনি তোমার কুকর্ম্মের প্রতিফল দিবেন; এরূপ বজ্রাঘাত করিবেন যে, তুমি অনুতাপ করিবারও অবসর পাইবে না। যদি তাঁহার অভিসম্পাত হইতে রক্ষা পাও—তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিলাম তিন সপ্তাহ মধ্যে তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি আমার পিতৃবন্ধু আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ করিও না।"—এডিথ রিউপার্ট কোয়েনিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সবেগে প্রস্থান করিল।

রিউপার্ট হাসিয়া বলিল, "বাবা! কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না। ছুঁড়িকে কেমন কায়দায় ফেলিয়াছি! আর অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। ওরকম রূপ যৌবন, তাহার উপর বার্ষিক ষাট হাজার পাউণ্ড আয়ের সম্পত্তি! অর্দ্ধরাজ্য ও রাজকন্যার লোভ ছাড়িয়া দিব—আমি এতই বেকুব? ভাগ্যে আজ উহাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম! ছুঁড়ি পরমেশ্বরের অভিসম্পাতের ভয়

দেখাইয়া গেল! পরমেশ্বর বেটা যেন উহার বাপের জমিদারীর পেয়াদা! বেট আছে কি না তারই ঠিক নাই, আমার পাপের সে শাস্তি দিবে!”

রিউপার্ট কোয়েলি এইভাবে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে করিতে অন্য দিকে প্রস্থান করিল। সে অদৃশ্য হইবার মিনিট-দুই পরে স্মিথ একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সোৎসাহে বলিল, “কি মজা! আজ আমার পরিশ্রম কতকটা সার্থক হইল! রিউপার্ট কোয়েলি মিস্ ভারননকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! আজ বুঝিলাম কর্ত্তার অনুমান সত্য; এই শয়তানটাই রবার্ট কুইনটন নাম ধরিয়া নিরপরাধ জ্যাককে জেলে পুরিয়াছে।—তাহার সর্ব্বনাশ না করিলে উহার স্বার্থসিদ্ধি হয় না—এই জন্যই তাহার বিরুদ্ধে পৈশাচিক ষড়যন্ত্র!—যাই, কর্ত্তাকে সুখবরটা জানাইয়া খুসী করি। আঃ—তাঁহার আজ ভারী আনন্দ হইবে। এখন রিউপার্টকে নক্সা সমেত গ্রেপ্তার করিতে পারিলেই সতীসাধ্বী এডিথ ভারননের দৈববাণী সফল হয়; বোধ হয় তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই!”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্মিথের প্রেরিত সুসংবাদ

জানুয়ারী মাসের দুইটী ঘটনা ব্লিকমুরের অধিবাসীগণের হৃদয়ে কৌতূহলের সঞ্চার করিয়াছিল। এক দিন প্রভাতে তাহারা সবিস্ময়ে শুনিতে পাইল, ৮৯নং কয়েদী পূর্ব্বরাত্রে হঠাৎ কারাদ্বারে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে! সে এত দিন কোথায় ছিল, কারাপ্রহরীরা তাহার সন্ধান পায় নাই, সে কি উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় ফিরিয়া আসিয়া ধরা দিল, এবং কি কৌশলেই বা কারারক্ষীবর্গের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাও সে কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। শাস্তির ভয় দেখাইয়াও কেহ তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির করিয়া লইতে পারে নাই। জ্যাক কোন কথা প্রকাশ না করায় তাহাকে নামমাত্র আহার দিয়া নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।—নগরবাসীরা দিবারাত্রি জ্যাকের এই বিচিত্র ব্যবহারের আলোচনা করিয়াও ক্লান্ত হইল না!

দ্বিতীয় ঘটনাটিও তাহাদিগকে অল্প বিস্মিত করে নাই। তাহারা হঠাৎ শুনিতে পাইল—কারাধ্যক্ষ মেজর চার্বস হ্যামণ্ডের কন্যাস্থানীয়া মিস্ এডিথ ভারননের সহিত গ্রেন হাউসের বর্ত্তমান অধিস্বামী মিঃ রিউপার্ট কোয়েলির শুভপরিণয় অতি শীঘ্রই সুসম্পন্ন হইবে!—উভয় পক্ষ হইতেই মহাসমারোহে এই বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল; কিন্তু মিস্ ভারনন বিবাহের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল না হইয়া মনের কষ্টে দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছিল। তাহার হতাশ মুখচ্ছবি, বিষণ্ন ভাব কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। অন্য দিকে জমিদারনন্দিনীর পাণিগ্রহণের আশায় রিউপার্ট কোয়েলি আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহার বন্ধুবান্ধবেরা এই শুভ সংবাদে আনন্দ প্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ ডচি হোটেলে আসিয়া রিউপার্টের অজস্র স্তুতিবাদ

আরম্ভ করিল, এবং তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বোতল বোতল মহার্ঘ্য সরাপ গিলিতে লাগিল।

স্মিথও সকল কথাই শুনিতে পাইল, এবং রিউপার্টের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিল; কিন্তু তাহার সেই শ্রম সফল হইল না। রিউপার্ট এরোপ্লেনের নক্সা লইয়া কোন দিন কোন জর্ম্মান দালালের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিল না। নক্সাখানি তাহার নিকট আছে, কি সে পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়াছে—ইহাও স্মিথ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; দিনের পর দিন অপেক্ষা করিয়া স্মিথ কতকটা হতাশ হইল। সার উইলিয়ম ফেয়ারফক্স যে সংবাদে নির্ভর করিয়া মিঃ ব্লেকের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন—তাহা সত্য কি না, এ বিষয়ে স্মিথের সন্দেহ হইলেও মিঃ ব্লেক রিউপার্ট সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—তাহা অভ্রান্ত বলিয়াই তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল।

জানুয়ারী মাসের শেষভাগে এক দিন মিঃ ব্লেক হোটেল হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতে চলিলেন। তিনি তখন এডিথের বিপদের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। নদীতীরে রিউপার্ট এডিথকে যে সকল কথা বলিয়াছিল—এবং এডিথ যে ভাবে বিপন্ন হইয়া সেই নরপ্রেতকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা তিনি স্মিথের নিকট যথাসময়ে জানিতে পারিয়াছিলেন। এডিথের দুঃখে কষ্টে তাঁহার কোমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিরূপে তাহাকে এই ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; এই জন্যই তিনি চিন্তাকুল চিত্তে চলিতে ছিলেন!

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে মনে মনে বলিলেন, "আজ সোমবার; আগামী বৃহস্পতিবার সেই শয়তানটা এডিথকে বিবাহ করিবে! তাহা হইলেই এডিথের সকল আশার অবসান হইবে। তাহার হৃদয় শ্মশানে পরিণত হইবে। আমি কি উপায়ে এই বিবাহ বন্ধ করিব? এডিথকে কি কৌশলে রক্ষা করিব? আমি ত কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না! হায়, আমার সকল চেষ্টাই কি—"

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। তিনি যে নিভৃত পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন—সেই পথের কিছু দূরে এডিথ ভারননকেই দেখিতে পাইলেন! তিনি

এডিথকে চিনিতেন। তিনি দেখিলেন—এডিথের চক্ষুদুটি জলে ভাসিতেছে; রোদন করিয়া তাহার চক্ষু রাঙ্গা হইয়াছে! তিনি ব্যথিত হৃদয়ে এডিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এডিথ তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও বিব্রত হইয়া উঠিল; ব্যাধতাড়িত কুরঙ্গিনীর মত সে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই চক্ষু অবনত করিল!

মিঃ ব্লেক তাহার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিলেও টুপি তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং সহানুভূতিপূর্ণ কোমল স্বরে বলিলেন, "মিস্, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর; আমার বিশ্বাস তুমিই মিস্ ভারনন।"

এডিথ বলিল, "হাঁ মহাশয়, আপনার কথা সত্য; কিন্তু আপনি দয়া করিয়া আমার পথ ছাড়িয়া দিন। সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই; আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এক মিনিট বিলম্ব কর মিস্! আমি তোমার অধিক সময় নষ্ট করিব না। আমার সহিত কথা কহিতে তুমি কুণ্ঠিত হইও না। আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম এখানে আসিয়া টু-ব্রীজেসের হোটেলে বাসা লইয়াছি। লণ্ডনেই আমার বাড়ী। জ্যাক বিভানের সহিত আমার আলাপ আছে; জ্যাকের বিপদের কথাও আমার অজ্ঞাত নহে। সে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া জেলে পুনঃ-প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও আমি জানি।"

এডিথ বলিল, "আপনি জ্যাককে চেনেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ চিনি, এবং তাহার সকল কথাই জানি। তুমি ভয় পাইও না; আমাদ্বারা তোমার হিত ভিন্ন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। আমি জানি জ্যাক বিভান ব্লিকমুর করাগারের অধ্যক্ষ মেজর হ্যামণ্ডের পুত্র জ্যাক হ্যামণ্ড। সে তাহার পিতার গৃহে গোপনে বাস করিতেছিল, এ কথাও জানি; কিন্তু এই গোপনীয় সংবাদ আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না—আমার এই অঙ্গীকারে তুমি নির্ভর করিতে পার।"

এডিথ সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ সংবাদ আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন? আপনি কে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার পরিচয় তোমার অজ্ঞাত থাকিলেও ক্ষতি নাই। এই মাত্র জানিয়া রাখ—আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী; যদি আমি তোমাকে কোন সুসংবাদ দিই, তাহা কি তুমি গোপন রাখিতে পারিবে?"

এডিথ বলিল, "নিশ্চয়ই পারিব। আপনি আমাকে কি সুসংবাদ দিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা গোপনীয়, ইহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি, এ কথা সত্য নহে। আমি কারাধ্যক্ষের পুত্রের যদি কোন উপকার করিতে পারি, সে জন্য চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি বুঝিয়াছি জ্যাক নিরপরাধ। আমি তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের চেষ্টা করিব, এবং আশা করি আমার চেষ্টা সফল হইবে।"

এডিথ বলিল, "আপনার কথা কি সত্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেম, "সম্পূর্ণ সত্য। কাজটি অত্যন্ত কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি আশা ত্যাগ করি নাই।"

এডিথ বলিল, "আপনার চেষ্টা কি শীঘ্র সফল হইবার আশা আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বলিলাম ত কাজটি অত্যন্ত কঠিন; সুতরাং সাফল্য-লাভে বিলম্ব হইতেও পারে। কঠিন কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হয় কি?"

বিউপার্টের সহিত তাহার বিবাহের পর জ্যাকের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইলে তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সকল আশা নির্ম্মূল হইবে বুঝিয়া এডিথের মুখ ম্লান হইল। সে বড়ই নিরুৎসাহ হইল, ইহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমার চেষ্টা শীঘ্র সফল হইতেও পারে।"

এডিথ বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়! আপনি আমার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিলেন। পরমেশ্বর আপনার চেষ্টা সফল করুন। আমি জানি জ্যাক সত্যই নিরপরাধ। কিন্তু আপনার চেষ্টা যদি শীঘ্র সফল না হয়, তাহা হইলে আমার দুঃখ ও দুর্গতি নিবারণের—"

এডিথ কথা শেষ করিতে পারিল না; তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সে আর

সেখানে না দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অবনত মস্তকে তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেকও চিন্তাকুল চিত্তে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি এসকল কথা এডিথের নিকট প্রকাশ করিয়া ভাল করিলেন কি না বুঝিতে পারিলেন না; তবে এডিথ তাঁহার গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

স্মিথ সেই রাত্রে টু-ব্রীজেসের হোটেলে আসিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত গোপনে পরামর্শ করিল; কিন্তু সে তাঁহাকে কোন সুসংবাদ দিতে পারিল না। সে বলিল, এক দিনও সে 'গ্লেন হাউসে' কোন নূতন লোককে আসিতে দেখে নাই; রিউপার্টের অনুসরণ করিয়াও সে কোন রহস্যভেদ করিতে পারে নাই! কিন্তু তাহার সকল শ্রম বিফল হইলেও সে আরও কিছু দিন চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। মিঃ ব্লেক নানা কথায় তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বিদায় দিলেন; তাহার পর চিন্তাকুল চিত্তে শয্যায় শয়ন করিলেন। রহস্যের নিবিড় অন্ধকারে তিনি আলোকের ক্ষীণ-রশ্মিও দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন মধ্যাহ্ন কালে মিঃ ব্লেক একখানি টেলিগ্রাম পাইয়া, আশস্ত মনে তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন :—

"আমার শিকার আজ প্রত্যুষে লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে।—তাহার অনুসরণ করিলাম। শীঘ্র বাড়ী আসুন। বাড়ীতে পুনর্ব্বার তার করিব; তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত বাড়ী থাকিবেন। স্মিথ।"

মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, রিউপার্ট কুয়েলি জর্ম্মান এজেণ্টের সহিত সাক্ষাতের জন্যই লণ্ডনে যাত্রা করিয়াছে। নক্সার মূল্য এত দিনে স্থির হইয়াছে; চতুর নক্সাখানি জর্ম্মানীর এজেণ্টকে দিয়া সে তাহার কাছে টাকা আনিতে গিয়াছে; সে স্মিথের দৃষ্টি অতিক্রম করিলে তাঁহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে।

মিঃ ব্লেক স্মিথের টেলিগ্রাম পাইয়া হোটেলওয়ালাকে বলিলেন, কোনও জরুরি

কাজে তাঁহাকে অবিলম্বে লণ্ডনে যাইতে হইবে।—তিনি হোটেলওয়ালার মোটর-কারখানি লইয়া ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী এক্সিটার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে ট্রেণে চাপিয়া গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেল-পথে প্যাডিংটন ষ্টেশনে আসিলেন। তিনি সেখান হইতে মোটরে যখন বাড়ী পৌছিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা ।

তাঁহার গৃহকর্ত্রী মিসেস বার্ডেল তখন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ডেস্কের উপর একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন; লেফাপা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন পত্রখানি কোন লোকমারফৎ প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন;—

"কর্ত্তা, লোকটার অনুসরণ করিয়া চিস্‌উইক মালে রিভার-লজ পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। সেখানে আর একজন লোককে দেখিতে পাইলাম। তাহারা চা খাইতে বসিলে আমি রেড লায়ন হোটেলে আসিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমি ইহা কোন লোক-মারফৎ আপনার নিকট পাঠাইয়া, তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতে যাইব। আপনি পত্র-পাঠ এখানে আসিয়া যদি আমাকে দেখিতে না পান—তাহা হইলে জানিবেন তাহাদিগকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া আমি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি। তখন আপনি বাড়ী ফিরিয়া আমার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষা করিবেন। স্মিথ।"

মিঃ ব্লেক বিশ্রাম না করিয়া টাইগার সহ তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিলেন। এবং একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। মিসেস্ বার্ডেল সেই সময় এক বোতল মদ লইয়া একটা দোকান হইতে বাহির হইতেছিল! মিঃ ব্লেককে ট্যাক্সিতে উঠিতে দেখিয়া সে বলিল, "কর্ত্তা, বাড়ী আসিয়াই আবার কোথায় চলিলেন? পেটের অসুখের জন্য ডাক্তারের কাছে ঔষধ আনিতে গিয়াছিলাম। আধ ঘণ্টা আগে একটা ছোঁড়া আপনার নামের একখানি চিঠি দিয়া গিয়াছিল; তাহা আমি আপনার টেবিলের উপর—"

মিসেস্ বার্ডেলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেকের ট্যাক্সি অদৃশ্য হইল। মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "কর্ত্তা মদের বোতলটা দেখিয়া ফেলিয়াছেন! বোধ হয় চিনিতে পারেন নাই। কে জানিত উনি এ ভাবে সম্মুখে পড়িবেন!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুলারের বিপদ

চিস্‌উইক রোডে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া, টাইগারকে সঙ্গে লইয়া একটি অপরিষ্কৃত সঙ্কীর্ণ পথে চিস্‌উইক মালের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই পল্লী লণ্ডনের সহরতলীতে অবস্থিত। পল্লীখানি বিরল-বসতি ও নির্জ্জন। টেম্‌স নদী এই পল্লীর এক প্রান্তে প্রবাহিত।

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে মনে মনে বলিলেন, "জর্ম্মানীর গুপ্তচর এরূপ স্থানে মাসাধিক কাল বাস করিলেও কেহ তাহাকে সন্দেহ করিবে না।"

মিঃ ব্লেক চিস্‌উইক মালে বহুবার আসিয়াছিলেন; এই জন্য ইহার প্রত্যেক অংশ তাঁহার সুপরিচিত ছিল। 'রিভার-লজ' একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা, তাহা একটি বাগানের ভিতর অবস্থিত। তিনি সেই অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া স্মিথের সহিত সাক্ষাতের আশায় চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু স্মিথকে কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বাগানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই বাড়ীখানি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অট্টালিকাখানি নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; কোনও দিকে আলোকের চিহ্নমাত্র ছিল না। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে অট্টালিকার নিকট অগ্রসর হইয়াও কাহারও সাড়া-শব্দ পাইলেন না; স্মিথ কোথায় লুকাইয়া আছে—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "আমার এখানে পৌঁছিতেই বোধ হয় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কোয়েলি ও সেই জর্ম্মানটা বোধ হয় এই বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। স্মিথ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে; এই জন্যই এখানে আসিয়া তাহার সন্ধান পাইলাম না!—তথাপি বাড়ীখানা একবার খুঁজিয়া দেখিতে চাই; অন্য কোন লোকের দেখা পাইতেও পারি।"

মিঃ ব্লেক বাগানের ভিতর দিয়া প্রস্তরবদ্ধ পথে (stone-flagged path)

চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ চাপা গলায় অস্ফুট স্বরে কে যেন আর্ত্তনাদ করিল সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

পুনর্ব্বার তিনি শুনিতে পাইলেন, "উঃ, মরিলাম! কে আছ বাঁচাও।"

মিঃ ব্লেক আর্ত্তনাদে চিনিতে পারিলেন উহা স্মিথের কণ্ঠস্বর; সে বিপন্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে!—টাইগার তৎক্ষণাৎ সেই আর্ত্তস্বর লক্ষ্য করিয়া তীরের মত দৌড়াইল; তাহাকে বাধা দেওয়া মিঃ ব্লেকের অসাধ্য হইল। স্মিথ বিপন্ন হইয়াছে মনে করিয়া মিঃ ব্লেকও পিস্তল হাতে লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন; একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে স্মিথ আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

সেই কক্ষে যাইবার পথ না পাইয়া টাইগার জানালার শার্শি ভাঙ্গিয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেকও সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিজলি-বাতি জ্বালিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ বৈদ্যুতিক দীপের আলোকে উদ্ভাসিত হইলে, মিঃ ব্লেক দেখিলেন স্মিথ একখানি কোচে পড়িয়া আছে; তাহার হাত পা দড়ি দিয়া বাঁধা! মুখও রুমাল দিয়া বাঁধা ছিল; কিন্তু সে যথাসাধ্য চেষ্টায় মুখের বাঁধন খুলিয়া আর্ত্তস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল।

স্মিথ মিঃ ব্লেককে দেখিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আসিয়াছেন? আমার সৌভাগ্য —এত শীঘ্র আপনি এখানে আসিয়া পড়িবেন, এরূপ ভরসা করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে ছুরী বাহির করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে স্মিথের হাতের পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিলেন। স্মিথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, —ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন লোক সেই কক্ষের অন্য দিকের দ্বার খুলিয়া দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইল; তাহার হাতে একটা প্রজ্বলিত বাতি!—সেই বাতির আলোকে মিঃ ব্লেক দেখিলেন লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান, তাহার মুখে কটা দাড়ি-গোঁফ; চক্ষুর তারা হরিতাভ নীল; ক্রোধে তাহার চক্ষু দুটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছিল!

স্মিথ তাহাকে দেখাইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "ঐ লোকটাই এই বাড়ীতে বাস করে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে আর কেহ নাই ?"

স্মিথ বলিল, "না। কোয়েলি এখানে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

লোকটি নিরস্ত্র ছিল ; স্মিথ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে দ্বারপ্রান্ত হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিয়া অন্য একটি কক্ষে উপস্থিত হইলেন ; সেই কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও তিনি বিজলি-বাতি জ্বালিয়া চারি দিকে চাহিলেন, কিন্তু কক্ষমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ; তখন তিনি সেই কক্ষ পার হইয়া হল-ঘরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থান হইতে তিনি দেখিলেন পূর্ব্বোক্ত লোকটি হল-ঘরের একটা পাশ দরজা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া পথের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

টাইগার মিঃ ব্লেকের ঠিক পশ্চাতেই ছিল। লোকটাকে ঐ ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "টাইগার ! ধর।"

মিঃ ব্লেকের আদেশে টাইগার পলাতককে ধরিবার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন ; কিন্তু টাইগার সেই পালাতকের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সে বাগানের প্রান্তবাহিনী নদীতীরে আসিয়া এক লম্ফে একখানি বোটে উঠিল, এবং দাঁড় টানিয়া গভীর জলে অগ্রসর হইল।

স্মিথ তাহাকে বোটে উঠিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "উহাকে গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া তীরে ফিরাইয়া আনুন, নতুবা পলায়ন করিবে।"

মিঃ ব্লেক পলাতককে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিলেন ; কিন্তু টাইগারকে নৌকার দিকে সাঁতার দিয়া যাইতে দেখিয়া পিস্তল নামাইলেন। টাইগার বোটের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া নৌকার আরোহীর বাহুমূল কামড়াইয়া ধরিল, তাহার পর তাহাকে নৌকা হইতে টানিয়া জলে ফেলিল।

ঝুপ্ করিয়া শব্দ হইল। স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, লোকটা নৌকা হইতে জলে পড়িয়াছে, বোধ হয় ডুবিয়া মরিবে!"

মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "টাইগার, উহাকে এখানে টানিয়া আন।"

টাইগার তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; লোকটা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি উহার সঙ্গে তীরে এস, নতুবা তোমার প্রাণরক্ষার আশা নাই, তুমি ডুবিয়া মরিবে।"

অতঃপর সে টাইগারের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা না করিয়া টাইগারের সঙ্গে তীরে আসিল। সে জল হইতে তীরে উঠিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। টাইগার নদীর তীরে উঠিয়া সবেগে গা ঝাড়িতে লাগিল; তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগার, আজ তুই আমার খুব উপকার করিয়াছিস্; তোকে সঙ্গে আনিয়া খুব ভালই করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "তুমি যে নক্সার সন্ধানে আসিয়াছিলে—তাহা কি এই লোকটার কাছে দেখিতে পাইয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা, নক্সার সন্ধান পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক জর্ম্মানটাকে ধরিয়া লইয়া অট্টালিকায় ফিরিয়া চলিলেন। সে পুনর্ব্বার পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। মিঃ ব্লেক তাহাকে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া টাইগারকে তাহার পাহারায় রাখিলেন। তাহার মুখে ঝুটা দাড়ি গোঁফ ছিল; টাইগার যখন তাহাকে আক্রমণ করিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়াছিল—সেই সময় টানাটানিতে তাহার দাড়িগোঁফ খসিয়া পড়িয়াছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "তুমি কিরূপে ধরা পড়িলে?"

স্মিথ বলিল, "আমি রিউপার্ট কোয়েলির অনুসরণে এখানে আসিয়াছিলাম। বাগানে প্রবেশ করিয়া এই বাড়ীর সম্মুখে আসিলাম; তাহার পর একটা জানালার খড়খড়ি তুলিয়া উহাদের পরামর্শ শুনিবার চেষ্টা করিলাম। সেই সময় উহারা খিড়কী দিয়া নিঃশব্দে আমার পশ্চাতে আসিয়া আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল!

আমি উহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এই লোকটা আমার মাথায় লাঠী মারিয়া আমাকে অজ্ঞান করে। আমি চেতনালাভ করিয়া দেখিলাম—উহারা আমার হাত পা বাঁধিয়া একখানি কৌচে ফেলিয়া রাখিয়াছে! রুমাল দিয়া উহারা আমার মুখও বাঁধিয়াছিল ; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টায় আমি মুখের বাঁধন খুলিয়া আর্ত্তস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই আর্ত্তনাদ আপনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহারা আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া পাশের ঘরে বসিয়া নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল। তাহাদের কথাগুলি শুনিতে না পাইলেও আমি বুঝিতে পারিলাম পরামর্শ শেষ করিয়া রিউপার্ট কোয়েলি এই লোকটার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোয়েলি এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল। তোমাকে দেখিয়া বোধ হয় সে গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল ; যদি সে ভয় পাইয়া থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ ব্লিকমুরে আর ফিরিয়া যাইবে না।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কোয়েলি সেই নক্সাখানা লইয়া আসিয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নক্সা বোধ হয় তাহার সঙ্গেই আছে ; শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিব।"

স্মিথের আততায়ী সেই কক্ষের এক প্রান্তে চেয়ারে বসিয়া পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিল ; কিন্তু টাইগার পাহারায় থাকায় তাহার সুলোহিত লোলজিহ্বা ও সুদীর্ঘ দন্তশ্রেণী দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে সাহস করিল না। মিঃ ব্লেক স্মিথের সহিত কথা শেষ করিয়া টেবিল হইতে বাতিটা তুলিয়া লইলেন, এবং তাহা হাতে লইয়া গৃহস্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার ঝুটা দাড়ি গোঁফ নদীর জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি! আমি যে ইহাকে চিনি। ইহার নাম অগষ্ট মুলার। মুলার কিছুদিন পূর্ব্বে ধরা পড়িবার ভয়ে জার্ম্মাণীতে পলায়ন করিয়াছিল ; কিন্তু জাল 'পাশপোর্টের সাহায্যে ছদ্মবেশে হল্যাণ্ডের পথে এ দেশে

ফিরিয়া আসিয়া চিস্‌উইক ম্যলে বাস করিতেছে—ইহা কোন দিন ধারণা করিতে পারি নাই! মুলার অত্যন্ত চতুর ও খল, ক্রমাগত আমাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করিতেছে।"

জর্ম্মানীর গুপ্তচর মুলার মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মুখ চুণ করিয়া বসিয়া রহিল, ভয়ে তাহার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাহার পকেট খুঁজিয়া একখানি ছুরী ও কিছু টাকা পাইলেন, তাহার ভিজা পরিচ্ছদের পকেটে কাগজপত্র ছিল না। তিনি মুলারকে বলিলেন "তুমি অগষ্ট মুলার, একথা কি অস্বীকার কর?"

মুলার বলিল, "না, অস্বীকার করিয়া কোন ফল নাই রবার্ট ব্লেক! তুমি আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছ। তোমার ভয়ে আমি কোন দিন প্রকাশ্য ভাবে বাহির হইতে পারি নাই। আমি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতাম; কিন্তু কোয়েলির কাছে দালালী করিতে গিয়াই আমাকে তোমার হাতে ধরা পড়িতে হইল! তোমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিব না; আমি জানি তোমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আমার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ আছে—তাহার ফলে আমাকে তাহারা হয় ত কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিবে! কিন্তু যদি তুমি আমাকে সহজে মুক্তিদান কর—তাহা হইলে আমি কোন কথাই তোমার নিকট গোপন করিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ত জান তোমার অপরাধ কিরূপ গুরুতর; এ অবস্থায় আমি তোমাকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করিব—এরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না।" তবে যদি তুমি সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার উপকার হইতেও পারে।"

মুলার বলিল, "এই ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি কি জান তাহা বলিবে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা তোমাকে বলিতে আপত্তি নাই। গবর্মেণ্টের এরোপ্লেনের কারখানায় একখানি নূতন ধরণের অতি উৎকৃষ্ট সুপার-এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইতেছিল; সেই এরোপ্লেনের চারিখানি নক্সা লণ্ডনের একটি বোর্ডিং হাউস হইতে একবৎসর পূর্ব্বে চুরী গিয়াছিল; আমরা সন্ধান লইয়া জানিতে

পারিয়াছি রিউপার্ট কোয়েলিই তাহা চুরী করিয়াছিল। সে অল্পদিন পূর্ব্বে তিনখানি নক্সা তোমারই সাহায্যে জর্ম্মান গবর্মেণ্টে দাখিল করিয়াছিল; চতুর্থ নক্সাখানিই আসল কাজের নক্সা বলিয়া সেখানি সে নিজের কাছে রাখিয়াছিল; তাহার সঙ্কল্প ছিল—জর্ম্মান গবর্মেণ্ট সেই চারিখানি নক্সারই মূল্য তোমার মারফৎ তাহাকে প্রদান করিলে চতুর্থ নক্সাখানি সে তোমার হাতে ছাড়িয়া দিবে।"

মুলার নিস্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিল, "তোমার সকল কথাই সত্য। কিন্তু চতুর্থ নক্সাখানি কোয়েলির নিকট হইতে এখনও আমি পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে কি এখনও তাহা রিউপার্ট কোয়েলির কাছেই আছে?"

মুলার বলিল, "নিশ্চয়ই আছে।—যদি তুমি আমার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা না কর তাহা হইলে আমি বাকী কথাগুলিও তোমার নিকট প্রকাশ করিতে আপত্তি করিব না। আমি অল্পদিন পূর্ব্বে বিস্তর টাকা লইয়া জর্ম্মানী হইতে এখানে আসিয়াছি। রিউপার্টের নিকট হইতে চতুর্থ নক্সাখানি লইয়া, চারিখানি নক্সার মূল্যস্বরূপ ঐ টাকা তাহাকে প্রদান করিবার জন্য আমি আমাদের গবর্মেণ্টের আদেশ পাইয়াছি। আমি গত পরশু দিন তাহাকে পত্র লিখিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সেই পত্র পাইয়া সে আজ আমার সঙ্গে এখানে দেখা করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু চতুর্থ নক্সাখানি সে লইয়া আসে নাই। সে এখানে আসিয়া আমাকে বলিল—আমি প্রতিশ্রুত টাকা লইয়া তাহার আড্ডায় উপস্থিত হইলে, সেখানে সে সমস্ত টাকা বুঝিয়া লইয়া নক্সাখানি আমার হাতে দিবে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলে?"

মুলার বলিলেন, "হাঁ; আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলে, সে চলিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি টাকা লইয়া কখন তাহার বাসায় যাইবে বলিয়াছিলে?"

মুলার বলিল, "বলিয়াছিলাম—কাল যাইব। কথা ছিল, আমি একসিটার পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়া সেখানে একখান মোটর-গাড়ী ভাড়া করিব, এবং সেই গাড়ীতে ব্লিকমুরে উপস্থিত হইব। সেই মোটরেই আমার ফিরিয়া আসিবারও কথা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি সেখানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে টেলিগ্রাম করিবে, এ কথা তাহাকে বলিয়াছিলে কি ?"

মুলার বলিল, "না, তাহাকে টেলিগ্রাম করিবার কথা বলি নাই; সে বলিয়াছে —কাল সন্ধ্যার সময় তাহার বাসায় আমার প্রতীক্ষা করিবে।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই যুবককে ধরিয়া কয়েদ করিবার পর এই যুবকটি কে তাহা কি জানিতে পারিয়াছিলে ? অথবা আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে—এরূপ সন্দেহ কি তোমাদের মনে স্থান পাইয়াছিল ?"

মুলার বলিল, "না; আমরা কেহই তাহাকে সন্দেহ করি নাই; তোমার সহকারীকে আমি কখন দেখি নাই; কোয়েলিও তাহাকে চেনে বলিয়া মনে হইল না। কারণ তাহাকে আমরা ধরিয়া ফেলিলে, কোয়েলিকে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত দেখিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম—ছোঁড়াটার কোন দুরভিসন্ধি নাই, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই এই ছোকরা আমাদের জানালার খড়খড়ি তুলিয়া ঘরের ভিতর চাহিতেছিল। আমার কথা শুনিয়া কোয়েলি নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার সময় সে কি নিশ্চয়ই তোমার প্রতীক্ষা করিবে ?"

মুলার বলিল, "হাঁ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই নক্সাখানি কোয়েলি কোথায় রাখিয়াছে তাহা তোমাকে বলিয়াছে কি ?"

মুলার বলিল, "নক্সাখানি চুরী যাইবার আশঙ্কা আছে কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল—কেহ সন্ধান না পায় এরূপ জায়গায় সে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক দুই তিন মিনিট চিন্তা করিয়া মুলারকে বলিলেন, "আমি তাহাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে চাই; এ বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করিবে কি?"

মুলার বলিল, "প্রাণ রক্ষার আশা পাইলে আমি তোমার আদেশে তাহাকে ধরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। কি করিতে হইবে বল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুই জন গোয়েন্দা লইয়া একৃসিটার ষ্টেশনে যাইব; সেখানে একখান মোটর-গাড়ী লইয়া রিউপার্ট কোয়েলির বাসার দিকে রওনা হইব। আমিই সেই মোটর চালাইব। আমার সঙ্গীরা কোয়েলির বাগানের কাছে মোটর হইতে নামিয়া বাগানেই লুকাইয়া থাকিবে। তুমি আমাকে তোমার মোটরের সোফার পরিচয়ে তাহার বসিবার ঘরে লইয়া যাইবে; যেন অগ্নিকুণ্ডের আগুনে হাত-পা গরম করিয়া লইবার জন্যই আমার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন! রিউপার্ট কোয়েলি তোমাকে লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া তোমার নিকট টাকাগুলি লইবে, তাহার পর নক্সাখানি তোমার হাতে দিবে। সেই সময় তুমি তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চিৎকার করিবে; ঐ শব্দ শুনিবামাত্র আমরা সকলেই সেখানে উপস্থিত হইব। সেই অট্টালিকার বাহিরে পাহারা থাকিবে; সুতরাং তোমরা ইচ্ছা করিলেই পলায়ন করিতে পারিবে—এরূপ আশা করিও না। আমাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিলে তোমার মঙ্গল নাই।"

মুলার বলিল, "তা বটে; কিন্তু তোমার আদেশ অনুসারে কাজ করিলে আমার কি মঙ্গল হইবে তাহা আগে জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যথাসাধ্য তোমার উপকার করিব। অন্ততঃ তোমাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে না, এতটুকু ভরসা দিতে পারি।"

মুলার বলিল, "উত্তম, আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্মিথ, মোটর-গাড়ীখান এখানে আন—আজ রাত্রে আমরা আমাদের এই জর্ম্মান বন্ধুটকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাজতে পুরিয়া রাখিব। মুলার টাকাগুলি কোথায় রাখিয়াছে—তাহা উহার নিকট এখনই জানিয়া লইব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুলারের মৃত্যু ও কোয়েলির পলায়ন

মুলার যেদিন চিনউইকে মিঃ ব্লেকের হাতে ধরা পড়িল—সে দিন মঙ্গলবার। মিঃ ব্লেক বুধবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাকে ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া রিউপার্টের সন্ধানে ব্লিকমুরে যাত্রা করিলেন।

জ্যাক ব্লিকমুর কারাগারে পুনঃ-প্রবেশ করিয়া দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল—তাহার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তি জগতে দ্বিতীয় নাই; অপরাধ না করিয়াও কি জন্য তাহাকে এই কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছিল—তাহা সে বুঝিতে না পারিয়া পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিল। এডিথের বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই তাহার ব্যাকুলতা ও হতাশভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল,—এ যাত্রা তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; তাহাকে চির জীবনের মত অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইবে। রিউপার্ট কোয়েলি তাহাকে বিবাহ করিয়া জীবনের সকল সুখ-শান্তি হরণ করিবে।

ক্রমে রাত্রি আটটা বাজিল। রিউপার্ট কোয়েলি তাহার অট্টালিকার ভোজন-কক্ষে বসিয়া আহারান্তে কি চিন্তা করিতেছিল; তাহার মুখে একটি চুরুট, এবং টেবিলের উপর এক বোতল ব্রাণ্ডি। অতিরিক্ত সুরাপানে তাহার নেশা বেশ পাকিয়া আসিয়াছিল। আর এক দিন পরে সে এডিথকে বিবাহ করিবে, এডিথের বিপুল সম্পত্তি তাহার অধিকারে আসিবে—এই কথা চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই রাত্রে জর্ম্মানীর গুপ্তচর তাহাকে প্রচুর টাকা আনিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে নক্সাখানি লইয়া যাইবে, এই আশায় সে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোয়েলির বিশ্বাস ছিল—তাহার দুষ্কর্ম্মের কথা কেহই জানিতে পারে নাই; তথাপি তাহার স্বদেশ-দ্রোহিতা যদি প্রকাশিত হইয়া পড়ে—

তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে অশান্তি বোধ করিতেছিল।

হঠাৎ স্মিথের কথা তাহার মনে পড়িল। অগষ্ট মুলার তাহার সাহায্যে চিস্উইক মালের অট্টালিকায় স্মিথকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সে কে, কি উদ্দেশ্যে তাহাদের গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছিল—কোয়েলি তাহা বুঝিতে পারিল না। কোয়েলির সন্দেহ হইল, অগষ্ট মুলারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য পুলিশই তাহাকে সেখানে পাঠাইয়াছিল।

রিউপার্ট কোয়েলি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "না, রকম বড় ভাল মনে হইতেছে না; পুলিশ নিশ্চয়ই মুলারের সন্ধান পাইয়াছে, হয় ত আমাকেও সন্দেহ করিয়াছে! কিছু টাকার লোভে জর্ম্মানীর কাছে নক্সাগুলা বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়া বড়ই নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছি। সময় থাকিলে আমি মুলারকে টেলিগ্রাম করিয়া এখানে আসিতে নিষেধ করিতাম। এডিথকে বিবাহ করিলে আমাকে জীবনে কখন অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। সামান্য টাকার লোভে এরকম বিপদের মধ্যে কেন লাফাইয়া পড়িলাম? মুলার শীঘ্রই এখানে আসিয়া পড়িবে। পুলিশ যদি তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শেষে হয় ত আমাকেও গ্রেপ্তার করিবে! কি করি? এখন কর্ত্তব্য কি? মুলার এখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কি সরিয়া পড়িব?"

হঠাৎ মোটর গাড়ীর ঘস্-ঘস্ শব্দে রিউপার্ট কোয়েলি চমকিয়া উঠিল। মোটরখানি গ্রেন হাউসের দেউড়িতে আসিয়া থামিলে ইন্স্পেক্টার উইজন, সার্জ্জেণ্ট ব্রাউন ও স্মিথ সেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক মোটর-চালকের ছদ্মবেশে গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন।

ইন্স্পেক্টর উইজন ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় বাগানে প্রবেশ করিয়া অট্টালিকার প্রাচীরের আড়ালে লুকাইলেন। মোটর অট্টালিকা-দ্বারে উপস্থিত হইলে ছদ্ম-বেশ ধারী অগষ্ট মুলার গাড়ী হইতে নামিয়া বারান্দায় উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হলঘরের দ্বার খুলিয়া রিউপার্ট কোয়েলি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু আতঙ্ক-বিস্ফারিত!

রিউপার্ট মুলারকে দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল; সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "তুমি আসিয়াছ? আমি ভাবিয়াছিলাম মোটরকারে হয় ত—সে কথা যাক, তোমার বিলম্ব দেখিয়া বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছিল।"

মুলার বলিল, "একৃসিটারে আসিয়া মোটর ভাড়া করিতে আমার কিছু বিলম্ব হইয়াছিল; আশাকরি সে জন্য কোন অসুবিধা হইবে না।"

রিউপার্ট বলিল, "না, চল ভিতরে চল।"

মুলার বলিল, "আমার সোফেয়ার বেচারা শীতে কাঁপিতেছে; তাহাকে ঘরের ভিতর আশ্রয় দিলে—"

রিউপার্ট বলিল, "বেশ ত, তাহাকেও ডাক; আগুনের তাতে সে একটু গরম করিয়া লউক।"

জ্যোৎস্নালোকে উদ্যানটি পরিপ্লাবিত হইতেছিল; রিউপার্ট কোয়েলি মুলারের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেখিল, একটা লোক প্রাচীরের আড়াল হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া একটা গাছের আড়ালে লুকাইল। সেই লোকটিকে দেখিয়া রিউপার্টের মন সন্দেহে ও আতঙ্কে পূর্ণ হইল; সে মুলারের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কঠোর স্বরে বলিল, "বিশ্বাসঘাতক! তুই আমাকে ধরাইয়া দিবি বলিয়া এখানে পুলিশ লইয়া আসিয়াছিস? এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলভোগ কর।"

মুলার সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই, রিউপার্ট কোয়েলি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া মুলারের ললাটে গুলি করিল; গুলি মুলারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল; সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পড়িয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল।

মিঃ ব্লেক পিস্তলের শব্দ শুনিয়া তখনই দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া, রিউপার্ট ধরা পড়িবার ভয়ে সেই স্থান হইতে লাইব্রেরী অভিমুখে পলায়ন করিল। সে বুঝিয়াছিল—অন্য কোন কারণে না হউক, মুলারকে হত্যা করায় ধরা পড়িলে তাহার ফাঁসি হইবে।

রিউপার্ট কোয়েলিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "স্মিথ, শীঘ্র আমার কাছে এস। উইলসন, ব্রাউনকে লইয়া খিড়কীতে যাও, আসামী সেই পথে পলাইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্য মুলারের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, তাহার দেহ পরীক্ষা করিলেন, বুঝিলেন, বেচারা মারা গিয়াছে! তিনি আর সেখানে না দাঁড়াইয়া, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সবেগে রিউপার্ট কোয়েলির অনুসরণ করিলেন। রিউপার্টের খানসামাটা হলঘরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল! এ সকল কি কাণ্ড তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

রিউপার্ট কোয়েলে তাড়াতাড়ি একটা র‍্যাক (rack) হইতে টুপি ও ওভারকোট টানিয়া লইয়া লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিল, এবং বাগানের দিকের একটা কাচের জানালা (French window) পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া বাগানে লাফাইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই সময় লাইব্রেরীর মুক্ত দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহার পলায়ন দেখিতে পাইলেন; তাঁহারাও সেই বাতায়ন পথে তাহার অনুসরণ করিলেন।

তাঁহারা বাগানে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিলেন, কিন্তু পলাতক রিউপার্ট কোয়েলিকে কোন দিকেই দেখিতে পাইলেন না। দুই তিন মিনিট পরে বাগানের এক প্রান্তে বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি সেই দিকে চলিলেন। কিছুদূরে ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও সার্জ্জেণ্ট ব্রাউনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বাগানের বাহিরে একখান মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। কোয়েলি সেই গাড়ীতে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি তাহার গাড়ীর কাছে যাইবামাত্র সে আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া পিস্তল আওয়াজ করিয়াছিল; গুলি আমার কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "না, আর তাহাকে ধরিবার আশা নাই; আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমরা তাহার অনুসরণ করিলেই তাহাকে ধরিতে পারিব। চন্দ্রালোকে বরফের উপর তাহার গাড়ীর চাকার দাগ দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিব। ব্রাউন, তুমি মৃত জার্ম্মনটার পাহারায় থাক, আমরা চলিলাম।" —মিঃ ব্লেক স্মিথ ও ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া মোটরে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

মিঃ ব্লেক, ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথসহ যখন গ্রেন হাউস হইতে পলাতক রিউপার্ট কোয়েলির অনুসরণ করিলেন, তখন সে অধিক দূরে পলায়ন করিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেক তাহার গাড়ী দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় অদূরবর্ত্তী শকট তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হইলেও, মিঃ ব্লেকের মোটর গাড়ীর সম্মুখস্থ আলোকে অগ্রগামী মোটরের চক্রচিহ্ন তুষারাবৃত পথের উপর সুস্পষ্ট লক্ষিত হইল। সুতরাং কোয়েলির অনুসরণে মিঃ ব্লেকের কোন অসুবিধা হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "কোয়েলির গাড়ী আমাদের গাড়ী অপেক্ষা অনেক ছোট। আমাদের গাড়ী যেরূপ বেগে চলিতেছে, তাহার গাড়ীর বেগ তদপেক্ষা অল্প; আমরা শীঘ্রই তাহাকে ধরিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; সে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া বনের ভিতর না লুকাইলে নিশ্চয়ই তাহাকে ধরিতে পারিব।"

স্মিথ বলিল, "সে প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়াছে; গাড়ী ছাড়িয়া বনের ভিতর পলায়ন করিতে তাহার সাহস হইবে না।"

বরফের উপর অন্য কোন গাড়ীর চাকার দাগ না থাকায় কোয়েলির অনুসরণ করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে কষ্টকর হইল না। কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর স্মিথ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা! ঐ যে সম্মুখে কোয়েলির গাড়ী! ঐ দেখুন পলাইতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি। সে ডার্ট মুরের দিকে চলিয়াছে! যদি সতর্ক ভাবে না চলে, তাহা হইলে গাড়ী সমেত উল্টাইয়া পড়িয়া অক্কা লাভ করিবে।"

তখন একটি সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর গিরি-পথ দিয়া কোয়েলির মোটর দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল; ক্রমে তাহার গাড়ী ঢালু পথ দিয়া সবেগে নামিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় সে পশ্চাতে চাহিয়া মিঃ ব্লেকের গাড়ী দেখিতে পাইল; সে বুঝিতে পারিল—সেই গাড়ীতে পুলিশই তাহার অনুসরণ করিতেছে, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে!

রিউপার্ট কোয়েলি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া পূর্ণবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। সেই পথে একটি ক্ষুদ্র গিরিনদীর উপর একটি কাঠের সেতু ছিল। তাহার গাড়ী সেই সেতুর উপর দিয়া চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেতুর দুই ধারের লোহার রেলিংএর প্রান্তস্থিত স্থূল লৌহস্তম্ভদ্বয়ের একটিতে তাহার মোটর প্রচণ্ড বেগে আহত হইল। সেই আঘাতে গাড়ী উল্টাইয়া গেল; এবং রিউপার্ট কোয়েলি গাড়ী হইতে ছিট্‌কাইয়া, সেতুর দশ হাত নীচে নদীর কিনারায় নিক্ষিপ্ত হইল।

স্মিথ পশ্চাতের মোটর হইতে এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া সভয়ে চিৎকার করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! লোকটা মরিল না কি?"

ইন্‌স্পেক্টর উইজন বলিলেন, "সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই; আসামী আমাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গাড়ী থামাইয়া চল, দেখি ব্যাপারখানা কি।"

মিঃ ব্লেক সাঁকোর উপর গাড়ী রাখিয়া, ইন্‌স্পেক্টর উইজন ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন নদীর কিনারায় এক হাঁটু জলে রিউপার্ট কোয়েলি চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার মাথাটি কাদার ভিতর লুটাইতেছে! চক্ষু মুদিত, দেহ অসাড়!

মিঃ ব্লেক তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও মরে নাই, কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। জীবনের আশা নাই; তথাপি ডাক্তার দিয়া দেখাইতে হইবে। এস, আমরা তিনজনে ধরাধরি করিয়া উহাকে মোটরে তুলি। উহাকে উহার বাসায় লইয়া যাওয়াই ভাল মনে হইতেছে।"

* * * *

রাত্রি এগারটা। ভীষণ শীত! তুষারবর্ষণে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন! ব্লেন

হাউসের হলের ভিতর একখানি কোচে জর্ম্মান গুপ্তচর মুলারের মৃতদেহ সংস্থাপিত ছিল; এবং রিউপার্ট কোয়েলিকে অন্য একটি কক্ষে একখানি খাটিয়ায় শায়িত রাখা হইয়াছিল। একজন ডাক্তার তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ছিলেন। মিঃ ব্লেক ডাক্তারের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্মিথ ও ইন্স্পেক্টর তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সার্জেন্ট কিছু দূরে ইন্স্পেক্টর উইজনের আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোয়েলির চাকরটা দ্বার-প্রান্তে বসিয়া হতাশভাবে ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। বাতির মৃদু আলোকে সেই কক্ষের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক কোয়েলির লাইব্রেরী খানাতল্লাস করিয়া তাহার ডেস্কের ভিতর পূর্ব্বোক্ত নক্সাখানি দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহা লইয়া পকেটে ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং কোয়েলির অপরাধের অকাট্য প্রমাণ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু অপরাধীর অবস্থা তখন এরূপ শোচনীয় যে, সে অধিককাল জীবিত থাকিবে—তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়াছিল, এবং মস্তকে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল। ডাক্তার তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার চেষ্টায় দীর্ঘকাল পরে তাহার চেতনাসঞ্চার হইল। কোয়েলি চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি কোথায়? উঃ, বড় পিপাসা।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাহার মুখের কাছে ব্র্যাণ্ডির ফ্লাস্ক ধরিলেন। রিউপার্ট কোয়েলি ব্র্যাণ্ডিপানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। সে তাহার শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিল; জীবনের আশা নাই বুঝিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য বোধ হয় তাহার মনে কিঞ্চিৎ অনুতাপের সঞ্চার হইল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি তোমার মনে অনুতাপ হইয়া থাকে—তাহা হইলে তোমার এই অন্তিমকালে তোমার দুষ্কর্ম্মের কথা সরলভাবে প্রকাশ কর। তাহা হইলে পরলোকে পরমেশ্বর তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেও পারেন। আমরা জানি তুমি গ্রেটা মার্কহিমের ডেস্প্যাচ-বাক্স হইতে বৃটীশ সুপার-এরোপ্লেনের চারিখানি প্রধান প্রধান নক্সা চুরী করিয়া, তিনখানি নক্সা জর্ম্মান

গুপ্তচর অগষ্ট মুলারের মারফৎ জর্ম্মানীতে পাঠাইয়াছিলে; চতুর্থ নক্সাখানি আমি তোমার লাইব্রেরীর ডেস্কে পাইয়াছি। সুতরাং তোমার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান; কিন্তু তোমার শয়তানীতে জ্যাক হ্যামণ্ড বিনাদোষে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে; আমি তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; সে নিরপরাধ ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। অন্তিম কালে কেন একটা নিরপরাধ যুবকের সর্ব্বনাশ করিবে?"

রিউপার্ট কোয়েলি ক্ষীণস্বরে বলিল, "আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন মহাশয়। আমি বুঝিয়াছি আমার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে; এখন আমি কোন কথা গোপন করিব না। আমি যে সকল অপকর্ম্ম করিয়াছি তাহা সরলভাবে স্বীকার করিব, কারণ সে সকল কথা গোপন করিয়া আমার কোন লাভ হইবে না। এডিথ জ্যাককে খুব ভালবাসিত, জ্যাকও তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল। আমি এডিথকে ভালবাসিয়াছিলাম, তাহার বিপুল সম্পদ হস্তগত করিবার জন্তও আমার তাহার ভয়ঙ্কর লোভ হইয়াছিল; কিন্তু জ্যাককে সরাইতে না পারিলে আমার অভিসন্ধির সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্ত আমি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে জেলে পুরিয়াছিলাম।"

সে কি উপায়ে জ্যাক হ্যামণ্ডকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা সঙ্ক্ষেপে মিঃ ব্লেকের গোচর করিল; পাঠক পাঠিকাগণ সে সকল কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন, এজন্ত এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

রিউপার্ট কোয়েলি তাহার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র-সংক্রান্ত সকল কথা মিঃ ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিল, "আমি স্বার্থান্ধ হইয়া কতদূর অন্যায় গর্হিত কাজ করিয়াছিলাম তাহা তখন ভাবিয়া দেখি নাই; কিন্তু এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আমি পশুরও অধম, আমার নীচতার তুলনা নাই। আপনি এডিথকে বলিবেন সে যেন আমার অপরাধ মার্জ্জনা করে; আমার দুর্ব্যবহার ভুলিয়া যায়। আমি ইতর, হীন, জঘন্ত চরিত্রের লোক, আর সে দেবী; তাহার হৃদয় স্নেহপূর্ণ, সে আমার মৃত্যুকালের প্রার্থনা নিশ্চয়ই অপূর্ণ রাখিবে না। যদি এ সময় তাহার দেখা পাইতাম, যদি—"

রিউপার্ট কোয়েলির কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল। তাহার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া মিঃ ব্লেক তাহার অপরাধ-স্বীকারোক্তি একখানি কাগজে তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা তাহাকে শুনাইয়া, সেই কাগজ ও এক কলম কালী তাহার হাতে দিয়া তাহাতে তাহার নাম স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিলেন।

রিউপার্ট কোয়েলি অপরাধ স্বীকারোক্তির নীচে নাম স্বাক্ষর করিল; তাহার পর বালিসে মাথা রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল; ক্রমে তাহার উভয় চক্ষু মুদিত হইল। তাহার পর সব স্থির! তাহার মুখমণ্ডল প্রশান্তভাব ধারণ করিল!

স্মিথ বলিল, "সব শেষ হইল কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, চেতনা লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে; আরও এক ঘণ্টা! তবে আর উহার চেতনালাভের কোন সম্ভাবনা নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরমেশ্বর নীচাশয়, মহাপাপিষ্ঠ নরপিশাচগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া কি ভাবে তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন—আজ তাহার একটা দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিলাম। এডিথকে আজ সে বিবাহ করিত; আজ তাহার জীবনের খেলা সাঙ্গ হইল। অদৃষ্টের কি কঠোর বিদ্রূপ!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধুরেণ সমাপয়েৎ

ব্লিকমুর কারাগারের কয়েদীগুলির দৈনন্দিন কার্য্য শেষ হইলে প্রহরীরা তাহাদিগকে লইয়া কারাগারে ফিরিতেছিল। তখন সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। সমস্তদিনের কঠোর পরিশ্রমে কয়েদীরা সকলেই পরিশ্রান্ত; অবসাদে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল।

জ্যাক হ্যামণ্ডও এই দলে ছিল; তাহার মুখ মলিন; সে যেন নিরাশার প্রতিমূর্ত্তি! তাহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহার সকল আশার অবসান হইয়াছিল।

প্রহরী-চালিত কয়েদীরা স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিবে, এমন সময় একজন প্রাচীন ওয়ার্ডার জ্যাকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "৮৯ নং, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

জ্যাক বলিল, "কোথায়? কোথায় যাইব?"

প্রহরী বলিল, "শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে।"

জ্যাক বলিল, "কি জন্য আমাকে যাইতে হইবে?"

প্রহরী বলিল, "শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে।"

জ্যাক আর কোন কথা না বলিয়া ভয়ে ভয়ে প্রহরীর অনুসরণ করিল। সে তাহাকে কারাধ্যক্ষের আফিসে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

পিতার আফিসে প্রবেশ করিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে জ্যাকের বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। কোনও কয়েদীকে সামান্য অপরাধে কারাধ্যক্ষের আফিসে হাজির করা হয় না; জ্যাক ভাবিল, তাহার বিরুদ্ধে আবার কোন নূতন অভিযোগ আছে না কি?

মুহূর্ত্ত পরে তাহার পিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার পশ্চাতে মিঃ

রবার্ট ব্লেক ও কুমারী এডিথ ভারনন। এডিথের চক্ষু দুটি যেন হাসিতেছি
জ্যাক সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিল।

মেজর হ্যামণ্ড আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "জ্যাক, তোমাকে এক সুসংবাদ দিব বলিয়া ডাকিয়াছি।"

জ্যাক বলিল, "সুসংবাদ! আমার সুসংবাদ?"

মেজর হ্যামণ্ড বলিলেন, "হাঁ সুসংবাদ! তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন।"

জ্যাক স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিল, "আপনার কথা কি সত্য?"

মেজর হ্যামণ্ড বলিলেন, "হাঁ সত্য। তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হই
তুমি নিরপরাধ; রাজা তোমার মুক্তিদানের আদেশ করিয়াছেন। আমার
আনন্দ, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। চল, তোমাকে লইয়া বাড়ী

জ্যাক কিছুই বুঝিতে পারিল না। আনন্দে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। পিতার কথা সহসা বিশ্বাস করিতে তাহার
হইল না; কিন্তু সে জানিত, তাহার পিতা কখন কোন অসঙ্গত কথা বলিতে
জ্যাক অস্ফুট স্বরে বলিল, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি করুণাময়।"

মুহূর্ত্ত পরে এডিথ তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার মুখ
করিল। প্রণয়ীযুগলের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না!

মেজর হ্যামণ্ড সকলকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। প্রাণাধিক পুত্রকে
পাইয়া জ্যাকের মাতার কি আনন্দ হইল, তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ ক
পারিব না।

প্রায় দুই মাস পরে এডিথ ভারননের সহিত জ্যাক হ্যামণ্ডের

সমাপ্ত